স্যমন্তক।

—— •§•§• ——

শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।

১৮৩৯ শকাব্দ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ।

———:0:———

কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ, বিবিধভাষাবিৎ

মহামহোপাধ্যায়

ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

এম্, এ; পি, এইচ্, ডি,

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে —

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক

এই ক্ষুদ্র

স্যমন্তক কাব্য

গ্রন্থকারের

আন্তরিক প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধা সহকারে

অর্পিত হইল।

———

বিনীত

শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাটিখাইন, পটিয়া,

চট্টগ্রাম।

সূচী।

আভাস।

সূর্যোপাসক দ্বারকাধিপতি সত্রাজিৎকে, সূর্যদেব স্যমন্তক নামে এক মণি প্রদান করিয়াছিলেন। এই মণি প্রতিদিন আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রসব করিত। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ এই মণি গলায় পরিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হন ও সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন ঐ সিংহকে জাম্বুবান্ বধ করিয়া তাহার নিকট হইতে মণি অপহরণ করিয়া লন পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকট এই মণি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ তাঁহাকে ঐ মণি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। প্রসেনজিৎ যখন মৃগয়া হইতে আর ফিরিয়া আসিলেন না, তখন সকলেই মনে করিল যে শ্রীকৃষ্ণই চক্রান্ত করিয়া উহা অপহরণ করিয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ আত্মদোষ-ক্ষালনের জন্য বনমধ্যে গমন করিয়া জাম্বুবানের গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেন। জাম্বুবান্ প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রাকৃত লোক মনে করিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু পরে তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মণি সমর্পণ করেন ও আপন কন্যা জাম্ববতীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করেন

শ্রীকৃষ্ণ, মণি ও কন্যা সহ ফিরিয়া আসিয়া সত্রাজিৎকে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন ও সভামধ্যে তাঁহার মণি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হইয়া আপন কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন ও পুনরায় ঐ মণি

শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যার্পণ করিতে চাহেন। শ্রীকৃষ্ণ মণি গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু সত্রাজিৎ অপুত্রক বলিয়া ঐ মণি পরিশেষে তাঁহারই হইবে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে জতুগৃহ-দাহের সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় চলিয়া গেলে অক্রূরের প্ররোচনায় শতধনুঃ সত্রাজিৎকে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করিয়া স্যমন্তক মণি গ্রহণ করেন, ইত্যাদি—এই উপাখ্যান বিস্তৃত ভাবে হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। এই উপাখ্যানটী স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া কবি তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

কবির কাব্য, আস্বাদের সামগ্রী;—সমালোচনার নহে। সাহিত্যিকদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এই কবির কাব্য উপভোগ করুন। পুরাতন কবির কাব্য হইলেই ভাল হয় না, নূতন কবির কাব্যও হেয় নহে। এই কথা মনে করিয়া সুধী পাঠক ইহার যথার্থ বিচার করিলেই কবির প্রযত্ন সার্থক হইবে।

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম্. এ।
(অধ্যাপক—চট্টগ্রাম কলেজ)

স্যমন্তক

প্রথম বিকাশ।
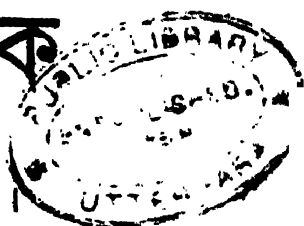
গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী হে ব্রহ্মণ্যদেব !
জন্ম নিলে বসুধায় বসুদেবগৃহে
কৃষ্ণরূপে। শুনিয়াছি, এ ভবমণ্ডলে
পাষণ্ড অধর্ম্মে রত পশুর অধম
যেজন, পুণ্ডরীকাক্ষ ! সেও যদি স্মরে
তোমার পবিত্র নাম, লভে পবিত্রতা
অচিরে ; সে হেতু ডাকি কাতরে তোমারে
হে গোবিন্দ ! মন্দমতি আমি অভাজন।
পতিতপাবন তুমি বিদিত সংসারে
দীনবন্ধু ! হরি ! তুমি অগতির গতি।

তব লীলাকথামৃতরসে অবগাহি'
গাহিলা মধুরে বহু রসিক সুজন
বিবিধ সুন্দর ছন্দে, অহ! তাঁহাদের
পদ্য শুনি' সর্ব্ব তাপ সদ্যঃ যায় দূরে ;
যোগ্য তাঁরা, ধন্য তাঁরা এই ধরাতলে।
স্বর্ণঘট পূর্ণ করি পূত গঙ্গানীরে
মঙ্গলবিধানে পূজে ভাগ্যবান্ লোকে
ভগবানে, কিন্তু হায়! যে জন কাঙাল
ডাকে সে মৃণ্ময় ঘট কূপোদকে পূরি'
চিন্ময়ে। দীনের কিবা পূজা দীননাথ?
মনে যাহা ঘটে, তাহা না ঘটে কপালে ;
ব্যর্থ ভবে অর্থহীন মানবজীবন!
অবতরি বারে বারে তুমি অবনীরে
উদ্ধারিছ, সাধিয়াছ পরম কল্যাণ
মানবের, তুমি যদি নাহি কর দয়া
তোমার মহিমা যাহা বর্ণিত পুরাণে
মর্ম্ম তার কি বুঝিবে ধর্ম্মে মতিহীন
নবীন ভাবের মোহে মোহিত যে জন?
বিমল স্ফটিকপাত্রে অম্লান সতত

মধুরাম্ল আম্ররস চারু রুচিকর
রসনার; হেন সুধা বসুধামাঝারে
কি আছে তুলনা দিতে সহকাররস?
কিন্তু যদি তাম্রপাত্রে রাখ আম্ররস
বিস্বাদ বিষের তুল্য হয় সে রসাল
পাত্রদোষে। এই ভয়ে ভীত সদা মনে।
ভেবে দেখি পুনঃ যদি, আশা আসি কহে
কর্ণে মোর, "স্বর্ণপাত্রে রাখে ধনবান্
শ্রীচরণামৃত, কিন্তু দরিদ্র যে জন
লয় না সে পত্রপুটে ইষ্টপাদোদক?
শ্রীমহাপ্রসাদ যদি চণ্ডালের করে
হয় স্পৃষ্ট, মহিমা কি নষ্ট হয় তার?"
এ মোর সাহস। নহে, কোথা স্যমন্তক?
কোথা আমি ক্ষুদ্রশক্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ?
চাহি বর্ণিতে আহা! সে মণির কথা
চির বরণীয় যাহা হীরকের কুলে।
কিন্তু চিন্তা নিরর্থক, ওহে চিন্তামণি!
জানি আমি অসম্ভব সম্ভবে এ ভবে
তব কৃপাবলে, পঙ্গু লঙ্ঘে অদ্রিহেলে

তুঙ্গগিরি, মুকমুখে ক্ষরে মধুধারা
সঙ্গীতের। দীনবন্ধো! করুণা-আধার!
বাঞ্ছাকল্পতরু! তব করুণাধারার
কিঞ্চিৎ সিঞ্চন কর অকিঞ্চন জনে।

স্বর্ণসিংহাসনে বসে রাজা সত্রাজিৎ,
বিরাজে রজত-ছত্র কিরীট উপরে
মণিময়। রাজসভা রঞ্জিয়া বিভায়
সামন্তমণ্ডল মরি শোভে সমন্তাৎ
অগণন তারাসম গগনমণ্ডলে।
মুক্ত বাতায়ন'পরে মুক্তার ঝালর
ঝুলিতেছে ঝলঝল, ঝলসে যেমতি
উজ্জ্বল শিশিরবিন্দু লূতাতন্তুজালে
হেমন্তে। প্রাসাদগাত্রে নেত্রপ্রসাদন
কৃত্রিম প্রসূন-পত্র-পল্লব-ভূষণা
বল্লরী, খচিত রত্নে যত্নসহকারে!
স্ফটিকসম্ভব স্বচ্ছ স্তম্ভ সারি সারি
অলিন্দে শোভিছে উচ্চ, ভিত্তিভূমি তার
শারিফলকের † রূপে নির্ম্মিত কৌশলে

---

* সমন্তাৎ=চতুর্দ্দিকে।

† শারিফলক=পাশাখেলার গুটী বসাইবার ক্ষেত্র।

নির্ম্মল মর্ম্মরে চিরমসৃণ উজ্জ্বল।
ইন্দ্র-ধনু-অনুকারী বিবিধ বরণে
রাজিছে তোরণরাজি রাজপথ মাঝে
প্রশস্ত, মস্তকে তার ধরিছে অক্ষয়
উজ্জ্বল অক্ষর-পঙ্ক্তি নীতিসূক্তময়ী,
কুন্তলে মৌক্তিক-ধারা ধরে যথা সুখে
সীমন্তিনী। উড়ে প্রতিনিকেতনচূড়ে
স্ব-কেতন, প্রদানিছে যেন রে অভয়,
কিংবা আহ্বানিছে বুঝি অতিথি সাধুরে
ইঙ্গিতে; পূরিত পুরী শান্তির সঙ্গীতে।
　সসম্ভ্রমে সভাতলে প্রসেনকুমার
ধীরে আসি রাজপদে নমি যুবরাজ
দাঁড়াইলা করযোড়ে, দাঁড়ায় যেমতি
গরুড়, বিনতভাবে, বিনতাপ্রভব
ভক্তিপরায়ণচিতে নারায়ণপাশে,
বৈকুণ্ঠে। বর্ষিয়া হর্ষে স্নেহ-আশীরাশি
অনুজে, মনুজেশ্বর স্পর্শিলা সহসা
স্বহস্তে মস্তক তার, যথা সমাদরে
স্পর্শে, বনস্পতি-শীর্ষ সুধামাখা করে

সুধাকর। সুধাইলা মধুময় ভাষে,
" কহ ভ্রাতঃ! কেন হেথা আগমন তব
কোন্ কাজে ? বল তূর্ণ, * পূর্ণ করি তাহা
অচিরে।" এতেক কহি নীরব ভূপতি।
প্রীতির উচ্ছ্বাসে অশ্রুপূরিতলোচনে
কহিলা অগ্রজ-অগ্রে বিনম্রমূরতি
প্রসেন, "হে মহামতি! মাগে অনুমতি
এ দাস মৃগয়াহেতু, তোষ আজ্ঞাদানে
আজ্ঞাধীনে। যে বাসনা বহুদিন ধরি'
ছিল মনে মনস্বিন্! নিবেদিনু আজি
চরণ-রাজীব-রাজে রাজেন্দ্র! তোমার;
এ ভিন্ন কিঞ্চিৎ নাহি অন্য আকিঞ্চন
কিঙ্করের।" এত বলি নোয়াইয়া শিরঃ
কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরি' দাঁড়াইলা বলী
অদূরে। হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া
নৃপতির, একদৃষ্টে কনিষ্ঠে নেহারি'
আদরে উদারচিত্ত উত্তরিলা ধীরে
সত্রাজিৎ। "পুষিতেছি প্রাণি-বাটিকায়

---

* তূর্ণ=শীঘ্র।

পতঙ্গ বিহঙ্গ পশু ভুজঙ্গ প্রভৃতি
অসঙ্খ্য। রয়েছে ওই চারু রঙ্গালয়,
নানারঙ্গে নিত্য যাহে অভিনেতৃ-দল
নৃত্য-গীত-বাদ্য-যোগে মুগ্ধ করে মনঃ।
দেখ এই সভা মম চির-শোভাস্পদ
বৃহস্পতি-সম বহু সুপণ্ডিতদলে
চন্দ্রচয়ে বৃহস্পতিমণ্ডল * যেমতি
হে সুবোধ! কিংবা যথা আখণ্ডলপুরী
বিবুধমণ্ডলে যাহা মণ্ডিত সতত।
বাণীর পূজার লাগি কৃতবিদ্যগণ
রচিলা যে অনবদ্য নৈবেদ্য সুন্দর
গ্রন্থরূপে, চন্দনের আড়িপাটে † ঢাকি'
কৌষেয়বসনে বেড়ি' কর্পূরের সহ
স্তরে স্তরে সাজাইয়া পুস্তক-আগারে
রেখেছি বিস্তর যত্নে, রত্ন হেন মানি,'
পাঠে যার ভুঞ্জে সুধা সদা সুধীজন।
মুকুতা হীরক রত্ন রজত কাঞ্চনে
পরিপূর্ণ কোষাগার, নারিনু বুঝিতে

---

* বৃহস্পতি গ্রহে আটটী চন্দ্র আছে।

† আড়িপাট=কাষ্ঠনির্ম্মিত মলাট।

কিসের অভাব তব, এ রাজভাণ্ডারে ?
সুখদ সামগ্রী সব আছে সংগৃহীত
এ গৃহে। আগ্রহ তবে কেন মৃগয়ায়
নিষ্ঠুর ব্যসনে, বল হে কনিষ্ঠ মম ?
শুনি' পরদুঃখবার্ত্তা দুঃখার্ত্ত সতত
তব হিয়া, ঝরে অশ্রু অজস্র ধারায়
নেহারি কাতরক্লিষ্ট বদনমণ্ডল
অপরের। শিষ্টাচারে চির-প্রশংসিত
তুমি, বল এ নৃশংস প্রাণিহিংসা-কাজে
কিরূপে লভিবে তৃপ্তি কহ তা আমারে ?
জানি আমি, নহে তব পদ সুকোমল
অটবী-অটনে পটু, নির্দ্দয়হৃদয়ে
কেমনে বিদায় তোমা দিয়ে মৃগয়ায়
রব গেহে ? শান্তিময় শরতে কখন
কে বলিতে পারে কোন্ মুহূর্ত্তে উঠিয়া
প্রলয় ঘটাবে মহাপ্রবল ঝটিকা
মৃত্যুসম মূর্ত্তি ধরি' ঝটিতি নিগ্রহি'
মর্ত্ত্যবাসী জীবচয়ে, বিচূর্ণিয়া বলে
শত শত গৃহ, নাশি' শস্য রাশি রাশি

ফুৎকারে, উৎক্ষেপি' বৃক্ষ শিমুল প্রভৃতি
সমূলে ? হায়রে ! বিধি ! কে বুঝিবে তব
এ বিধি ? অবোধ নর তত্ত্বের অবধি
কিরূপে পাইবে তব ?” এতেক কহিয়া
কহিলা আকুলে পুনঃ নরকুলপতি ।
“লভিয়াছি এক মাতা, এক পিতা হ'তে
এক রক্ত, এক প্রাণ আমরা উভয় ।
ভ্রাতার মতন বল আত্মীয় সংসারে
কে আছে ? সৌভাগ্যহীন, ভ্রাতৃহীন জন,
চিরদুঃখী, চিরপরনির্ভর, দুর্ব্বল ।
সমগ্র ধরায় যদি খুঁজি দেশে দেশে
মিলিলে মিলিবে মিত্র, ভ্রাতা না মিলিবে।
কি জানি কি ঘটে পাছে এই আশঙ্কায়
শঙ্কিত হৃদয় মম করিছে বারণ
পাঠাইতে মৃগয়ার্থ ভীষণ কাননে
তোমায় । স্বগৃহে থাকি নহে কভু সুখী
সেই জন, হায় ! যার স্নেহের ভাজন
স্বজন প্রবাসে রহে, মুর্ম্মুর দাহনে
দহে মর্ম্মস্থলী তার তীব্র যাতনায়

সে বিরহে। স্বছে গৃহে পরিতৃপ্ত যদি
আপ্তবর্গ, স্বর্গাধিক সুখ মনে মানি
এ ভূতলে। শুন বৎস! ধেনু পয়স্বিনী
না হেরি' আপন বৎস উল্লাসে যেমতি
অধীর, হে ধীর! আমি তব অদর্শনে
তেমতি কাতর অতি কহিনু তোমারে।
বাল্য হ'তে মাল্যসম ধরি' তোমা বুকে
রেখেছি অমূল্য নিধি রাখে যথা লোকে
পায় যদি ভাগ্যবশে। শিশু যবে মোরা
রহিনু আমোদে কত; ছিল আমাদের
একত্র ভোজন ক্রীড়া একত্র শয়ন
পবিত্র সৌভ্রাত্রসুখে। আনন্দে কখন
সুষমামণ্ডিত চারু কুসুম-উদ্যানে
নির্ভয়ে উভয়ে পশি' করেছি চয়ন
ফুলচয়ে; বসাইয়া শস্প-সুআসনে
সাজায়েছি পুষ্পসাজে স্নেহাস্পদ! তোরে।
কভু বক্ষে জড়াইয়া (হায়! কি কহিব?
জুড়াইত দেহ মোর) লইতাম ক্রোড়ে
সাদরে। সোদর! তুই নিরখিতে কভু

ধীরগতি তটিনীর নিরমল নীরে
বিধৌত-পাণ্ডুর-পট কারণ্ডবগণ
সন্তরে মন্থরগতি সন্তোষবর্দ্ধন!
কোমল ভুজবন্ধনে কন্ধর বেষ্টিয়া
চপলে দৌঁড়িয়া আসি তুলিতে কখন
পৃষ্ঠে মোর, রে চপল! কি আর কহিব?
চন্দননিন্দিত অই শীতল পরশে
পলকে পূরিত অঙ্গ বিপুল পুলকে।
হে কৌতুকী! মেষশিশুসঙ্গে রঙ্গভরে
ক্রীড়িতে ধাইতে কভু নিমিষে ছুটিয়া
পাছে পাছে; প্রাণ মম উঠিত নাচিয়া
তারি সাথে। যত সুখ হায়রে! লভিনু
শৈশবে, সে সবে ভাবি স্বপন এখন।
এত বলি নরনাথ সম্বোধি অনুজে
কহিলা "দেখহ বৎস! ওই দিনমণি
প্রখর কিরণরাশি ছড়াইয়া ক্রমে
উঠিতেছে ঊর্দ্ধে মধ্যগগনের পথে
উগ্রমূর্ত্তি, মাধ্যন্দিন কর্ম্মের সময়
হইয়াছে উপস্থিত, পরাণের মাঝে

জাগিতেছে ব্যাকুলতা। বলিব কি আর ?
ইষ্টদেবতার পূজা, পঞ্চযজ্ঞ যদি
যথাকালে অনুষ্ঠিত না হয় আমার,
কিংবা যতক্ষণ থাকে আহ্নিকের ক্রিয়া
অসম্পন্ন, অপ্রসন্ন থাকে ততক্ষণ
দেহ মনঃ, ভারাক্রান্ত যেন গুরুভারে ;
কি উদ্বেগ, কি অশান্তি ভুগি মনে মনে।
যাও এবে, নিত্যকর্ম্ম কর সমাপন,
সায়াহ্নে মিলিত হবে আমার সদনে।
প্রার্থিত বিষয়ে তব কিরূপে উত্তর
প্রদানিব, ভালমতে না চিন্তিয়া আগে ?
প্রাণাধিক ! ক'ব খুলি পরাণের কথা
নিভৃতে, এতেক বলি উঠিলা ভূপতি।

ইতি স্যমন্তক কাব্যে নিবেদন
নাম প্রথম বিকাশ।

দ্বিতীয় বিকাশ।

দেখা দিল অপরাহ্ণ দ্বারাবতীপুরে,
জুড়ায়ে আতপদগ্ধ ধরণীর বুক
বহিতেছে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণ।
উপবিষ্ট সত্রাজিৎ বিশ্রামভবনে
ভাবনা-নিবিষ্ট-চিত্ত, আসি হেনকালে
প্রণমি প্রসেন বীর বসিলা সম্মুখে
নৃপতির। খেদভরে কহিলা ভূপতি,
“ কত ভাব, কত কথা উঠিতেছে মনে
হে সোদর ! কহি কিছু শুন মনঃ দিয়া।
জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীতপ্রায়
এবে আমি, শিক্ষাজীবনের প্রতিচ্ছায়া
ভাসিছে নয়নে মোর ; কি সুখের দিন
গিয়াছে চলিয়া ! হেন সুখের সময়
পাই নাই এ জীবনে—রাজার জীবনে।
দ্বাদশাব্দ বয়ঃক্রম যখন আমার
শিশু-বুদ্ধি ; মোরে পিতা শ্রুতিশিক্ষা তরে
অর্পিলা স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ইষ্টদেবপাশে

হৃষ্টচিত্তে ; যথাবিধি দীক্ষা প্রদানিলা
সুদক্ষ তপন ঋষি ঋত্বিক্‌প্রধান
পবিত্র সাবিত্রীদানে, সুতপঃপ্রভাবে
প্রভু মোর প্রভাবিত বিভাবসু সম।
পরিহরি হেম-তন্তু-সম্ভূত * কৌষেয়
পরিচ্ছদ, আচ্ছাদিনু তনু অনুদিন,
সুকর্ক্কশ কার্পাসিক কাষায় কৌপীনে।
ধেনুরক্ষা, বেদশিক্ষা, ভিক্ষা-আহরণ
ছিল ব্রত, হবিষ্যান্ন-ভোজন সকৃৎ †
মধ্যাহ্নে, বিজনে বাস, অজিনে শয়ন।
রম্য হর্ম্ম্য-তল ছাড়ি হায়! কি কহিব?
তরুতলে শিলাতলে যাপিনু সময়।
ছিলাম বিষয়সুখে বিমুখ সতত।
ছিনু অতি সুসংযমী সুসংযত যথা
যতী, কিংবা পঞ্চাশৎ-ঊর্দ্ধ বৃদ্ধ আর্য্য
যথা, পূত বৈখানস-বৃত্তি-সমাশ্রয়ে ‡

---

* হেম-তন্তু-সম্ভূত=সোণার জরী বুক্ত।

† সকৃৎ=একবার মাত্র।

‡ বৈখানস=বানপ্রস্থ।

যাঁরা রহে বনে, ছাড়ি প্রপঞ্চপূরিত
সংসার-আশ্রম চির-বঞ্চনার স্থল,
অন্তিমে যাপিতে কাল শান্তির সহিত।
হে ভ্রাতঃ! ভ্রমিনু কত তীর্থতীর্থান্তরে
ভৃত্য-সম হ'য়ে নিত্য পরিচর্য্যারত
আচার্য্যের। কভু গুরু, গিরি-মরু-দেশে
ভ্রমিতেন, পশিতেন কখন গহনে;
বসিতেন কভু প্রভু মহাসিন্ধুকূলে
সন্ধ্যায়, ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ যেমতি
বসেন আহ্নিকহেতু জাহ্নবীর তীরে।
তপোবলে পরাভবি স্বর্গবাসী দেবে,
লভিলা তপন ঋষি অর্ঘ মহনীয় *
সর্ব্বাগ্রে, সমগ্রক্রিয়া তাঁর অর্ঘ বিনা
নহে পূর্ণফলপ্রসূ, প্রণব-রহিতা
হিতকরী নহে কভু যথা বেদ-মাতা
গায়ত্রী। অসূয়াবশে একদা বাসুকি
ক্ষীর-নীরনিধি-কূলে † মহর্ষি যেখানে

* মহনীয়=মাননীয়, শ্রেষ্ঠ।
† ক্ষীর-নীরনিধি=ক্ষীরসমুদ্র।

সহর্ষে মগন যোগে, আসিল গর্জ্জিয়া
হিংসক, দংশিতে রোষে দোষহীন জনে
অনার্য্য। দুর্দ্দম দম্ভে তীব্র আস্ফালনে
বিক্ষোভিয়া সিন্ধুবক্ষঃ বাষ্পতরী সম
মহোচ্ছ্বাসে, দাণ্ডাইলা প্রকাণ্ড মূরতি
সমাধি-নিরত সেই ঋষিপুরোভাগে
নাগরাজ। উচ্চ কণ্ঠে অকুণ্ঠিত চিতে
নাগেন্দ্রে কহিনু আমি "যোগীন্দ্র যেজন
নিমগ্ন গভীর ধ্যানে, জ্বলদগ্নিনিভ
তেজস্বী, কে আছে হেন মূঢ় বিশ্বমাঝে
ঘটাইতে বিঘ্ন তাঁর বাড়াইবে হাত
স্বইচ্ছায়? তুচ্ছ ভাবি দুর্ল্লভ জীবন,
পুচ্ছ আকর্ষিয়া বলে সুপ্ত কেশরীর
কে শরীর আঘাতিবে মরিতে অকালে?
কেশাগ্র পরশে সেই উগ্র জীব জাগি
জটা নাড়ি বজ্রনাদে নিনাদি ভৈরবে
ভীমমূর্ত্তি মুহূর্ত্তেকে আক্রমে বিক্রমী
বিপক্ষেরে। তপস্বীর তপোভঙ্গদোষে,
দৈবরোষ অকস্মাৎ ভস্মসাৎ করে

নিপীড়কে, শম্ভু-নেত্র-সম্ভূত যেমতি
বীতিহোত্র * ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার রবে
পোড়াইল অহঙ্কারী দুর্ম্মদ মদনে।
পরম অর্হিত জনে এ গর্হিত কাজ
সাজে কি তোমারে বীর ? নারিনু বুঝিতে
কি সাধ সাধিবে বল বধি সাধু জনে
অকারণ ? সুনির্ম্মল নির্ম্মাল্য দেবের
কে কোথা চরণে দলে নির্ম্মম হৃদয়ে ?
দলে যে, সে হয় হায় ! নির্ম্মূল সমূলে !
বুঝেছি জনম তোর অতি হীন কুলে
রে অধম ! ব্রাহ্মণের গৌরব সম্মান
কি আর বুঝিবি তুই ? "উত্তম" "অধম"
একথা লিখিত কারো না থাকে কপালে,
কর্ম্ম শুধু স্বভাবের দেয় পরিচয় !
সৌভাগ্য-গরবে অন্ধ, মত্ত অহঙ্কারে
পূজ্যেরে পূজিতে যেবা করে অবহেলা
অবোধ ! অচিরে সেই কুকর্ম্মের ফল
শল্য-সম রোধে তার কল্যাণের পথ ;

* বীতিহোত্র=অগ্নি।

দুর্দ্দৈব-অশনি আশু পড়ে তার শিরে।
সকল বর্ণের গুরু, দেবতা ভূতলে
ব্রাহ্মণ। কি আছে বল মহাপাপ হেন
ব্রহ্ম-হত্যা সম ? সেই কুকর্ম্মে উদ্যত
আজি তুই, এই পাপে মরিবি ঘুরিয়া
অঘোর নরককুণ্ডে ঘোর আর্ত্তনাদে ;
রে চণ্ডাল ! জন্ম তোর বৃথা ভূমণ্ডলে।”
এত শুনি সিন্ধুজল আঘাতি লাঙ্গুলে
ভুজঙ্গ, গম্ভীরে দম্ভী ছাড়িল হুঙ্কার
তীব্র রোষে, জলজীব প্রলয়শঙ্কায়
পশিল অম্ভোধিগর্ব্ভে পাষাণ-কোটরে
মুহূর্ত্তে। নিঃশ্বাসে মুহুঃ গরলকণিকা
পুঞ্জে পুঞ্জে উগারিয়া, ভীম ঝঞ্ঝাবেগে
অগ্রসরি, দর্পভরে ফণা বিস্তারিলা
সুপ্রশস্ত সূর্পাকারে সর্পকুলপতি।
অমনি ফণীন্দ্রশিরে অপূর্ব্ব বিভায়
ভাতিল সুপ্রভ মণি ;—পূর্ব্বাচলশিরে
প্রভাতসময়ে মরি ! প্রভাময় যথা
প্রভাকর। দীপিতেছে দৃপ্তক্রোধ-শিখা

ধক্‌ধকি নিষ্পলক নেত্রযুগ মাঝে
দাবাগ্নি-অধিক-তেজে ; খেলিছে রসনা
লক্‌লকি, খেলে যথা বিদ্যুতের দ্যুতি
অভীক্ষ্ণ *; ঝরিছে তীক্ষ্ণ কালানল সম
লালাবিন্দু সাংঘাতিক, সৃক্কযুগ † বাহি
দংশিতে ঋষির অঙ্গে অসুর-বিক্রমী
বাসুকি, সহসা আসি সাহসে নির্ভরি
প্রদানিনু নিজতনু জীব-কুল-ত্রাস
গ্রাসমুখে। অচিরাৎ বজ্রাহত সম
দৃঢ় দংষ্ট্রাঘাতে আমি রহিনু পড়িয়া
অধীর ধরণী পৃষ্ঠে ; কাঁপিল অমনি
সমগ্র ভূধর-সিন্ধু-সহ বসুন্ধরা
থর থরি। মহর্ষির ভাঙিল সমাধি
সে কম্পনে। শুনিয়াছি কমণ্ডলু হ'তে
কিঞ্চিৎ সিঞ্চিলা ঋষি মন্ত্রপূত বারি
গাত্রে মোর, স্পর্শমাত্র লভিনু অচিরে
দুর্লভ জীবনী-শক্তি, শক্তি-বিদ্ধ-তনু

* অভীক্ষ্ণ = পুনঃ পুনঃ।

† সৃক্ক = ওষ্ঠপ্রান্ত।

লক্ষ্মণ লভিলা যথা নূতন জীবন
সঞ্জীবনী লতিকার ললিত পরশে।
দেখিনু ভুজঙ্গ-অঙ্গে নিঃক্ষেপিলা বেগে
রোষপরতন্ত্র ঋষি মন্ত্রিত বিধানে
সলিল গণ্ডুষমাত্র, কুণ্ডলীবেষ্টনে
তিষ্ঠি ক্ষণ দুষ্ট জীব ত্যজিল জীবন
অবিলম্বে। নাগেন্দ্রাণী বিলম্বিতবেণী,
ব্যাধ-শর-বিদ্ধা মুগ্ধা কুররীর * মত
গম্ভীরে রোরুদ্যমানা, পড়িলা ঋষির
সুচারু-চরণ-মূলে বিলাপি উচ্ছ্বাসে।
করুণ আক্ষেপবাক্যে নাগমহিষীর
ভুলিলা মহর্ষিবর বৈরনির্য্যাতন-
-প্রতিহিংসা; অনাথার তাপিত নিঃশ্বাসে
সহৃদয় তাপসের দ্রবিল হৃদয়,
স্বতঃই সরস যাহা স্নেহ-সুধা-রসে।
"নিদারুণ শোকতাপ" কহিলা তাপস,
"নাহি সহে অবলার কোমল পরাণে,

* কুরর = উৎক্রোশ পক্ষী। প্রাদেশিক ভাষায়, কুর্গল। স্ত্রীলিঙ্গে কুররী।

নব নবনীত যথা না সহে উত্তাপ
গলে যায়, কিংবা যথা হয় পরিম্লান
শিরীষ কুসুমদল অনলের তাপে।
পতিশোক সতীহৃদে বজ্র হেন বাজে।
নারীজাতি বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদ
মর্ত্ত্যভূমে। পরাজিত, ত্রিদিব-সুষমা
পারিজাত-মালা তার কাছে। অয়ি শুভে।
তব দুঃখ দেখি দুঃখী, ক্ষমিলাম আমি
নাগবরে, মাগ বর হে বরবর্ণিনি! *
যাহা লয় মনে তব।" এতেক কহিয়া
নীরবিলা কৃপা-চিত্ত তাপসসত্তম।
উত্তরে ললিতকণ্ঠে ভুজঙ্গললনা।
"হে সাধো! সাধের ধন পতিরত্ন শুধু
রমণীর, একমাত্র সে ধন নিধনে
কুলাঙ্গনা-কুল মরি চির-কাঙ্গালিনী!"
এত বলি নাগপত্নী মাগিল কাতরে
প্রিয়পতি-প্রাণভিক্ষা, পতিপ্রাণা সতী;
অপাঙ্গে বহিল অশ্রু নদীস্রোতোরূপে।

---

* বরবর্ণিনী=উৎকৃষ্ট রমণী।

সম্বোধিয়া শোকাপন্ন পন্নগবধূরে
ঋষিবর, শুভপ্রদ প্রদানিলা বর
বিপন্ন-দয়িত-হিতে, সুপ্রসন্নচিতে।
"অয়ি অকলঙ্কশীলে! লও অঙ্কে তুলি
পতিদেহ, তাহে তার ঘটিবে কল্যাণ
হে কল্যাণি! ধ্রুব পুনঃ ফিরিবে জীবন
অমৃত-পরশে তব, সে মৃত শরীরে।
ছিন্নবৃন্ত যদি কভু হয় ভাগ্যদোষে
কুমুদ, প্রকাশে তবু কৌমুদীসুধায়
সুধাময়ি!" এত শুনি সানন্দ অন্তরে
ঋষির চরণদ্বন্দ্ব বন্দি ভক্তিভরে
ভুজঙ্গী, বাঁধিল দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে
পতি-অঙ্গ, সুপ্তিভঙ্গে চেতনা যেমতি
ফেরে পুনঃ, বাসুকির ফিরিল চেতনা
তেমতি;—হইলা সুখী শোকার্ত ভুজগী।
প্রেয়সী-উরসে জাগি, দেখিলা উরগ
সম্মুখে সে যোগিবরে, ক্ষোভে অভিমানে
ক্রোধান্ধ ফণীন্দ্র সদ্যঃ দংশনে উদ্যত
ত্রৈবিদ্য * ঋষিরে পুনঃ;—হে ধরিত্রি! বল

* ত্রৈবিদ্য=ত্রিবেদবিৎ।

কিরূপে ধরিছ হেন নৃশংস নিষ্ঠুর
কৃতঘ্নে? এরূপে বুঝি সর্ব্বংসহা তুমি।
প্রবল পীড়ার অন্তে বাড়ে বড় স্পৃহা
ভোজনের, কিন্তু তাহা নারে সম্বরিতে
যেই, পড়ে পুনঃ সেই ব্যাধির কবলে।
হায়রে! তেমতি এই খল সর্পাধম
বৃথা দর্পে আস্ফালন করিছে আবার
পড়িতে বিপাকে। ঋষি কহিলা সরোষে
সম্বোধিয়া বাসুকিরে, "আততায়িবধে
নাহি পাপ, পারি পাপী! অবাধে বধিতে
তোমায়, তথাপি আমি বধিব না তোরে
অবোধ; দিয়াছি প্রাণ লব কি কাড়িয়া?
কিন্তু পাইয়াছি ব্যামে, * নাহি অব্যাহতি
আজি তোর রে চণ্ডাল! পাষণ্ড! বর্ব্বর!
এই দণ্ডে, যোগ্য দণ্ড প্রদানিব তোরে।"
এতেক কহিয়া ক্রুদ্ধ যোগিচূড়ামণি,
ধরিয়া প্রযত্ন ক্ষুব্ধ মন্ত্ররুদ্ধ-গতি

* ব্যাম=দুই পার্শ্বে প্রসারিত হস্ত দ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান। প্রাদেশিক কথায়, বাম্, বাঁও।

ভুজঙ্গে, ভাঙ্গিলা দৃঢ় মেরুদণ্ড তার
তীব্র পদাঘাতে, উগ্র প্রভুপাদ মম ;
প্রহার, তস্করভাগ্যে ন্যায্য পুরস্কার।
অদ্ভুত বৃত্তান্ত সেই, মণি স্যমন্তক
উষার কিরীট-শোভী নবরবি সম
শোভিত মণীন্দ্ররূপে ফণীন্দ্রের শিরে
সতত। লাঞ্ছনাভোগ ভুগি ভোগিপতি *
যোগীর চরণে পড়ি মাগে পরিহার
কাতরে। "সাধুরে দ্রোহি, হিংসি অহিংসকে,
কি মহাপাতক অহ!" কহিলা বাসুকি,
"অর্জ্জিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত নাহি কিছু তার ;
চিত্তের এ মলিনতা ঘুচিবেনা হায়!
কিছুতে, এ পাপে মোর নাহিক উদ্ধার
কোন কালে, হাহারবে পূরিব রৌরবে
যতকাল রবি শশী রবে ধরাতলে।
ঈশ্বর অক্ষম, মম এ পাপ ক্ষমিতে।
শ্রীগুরু করেন ক্ষমা, গুরু অপরাধ
শিষ্যের, গুরুই শুধু বিশ্বের মাঝারে

---

* ভোগিপতি=সর্পরাজ।

একমাত্র পরিত্রাতা। শিষ্যত্বগ্রহণ
করিলাম তব, প্রভো! কর মন্ত্রদান।
কহিলা তাপসোত্তম "শুন তত্ত্বকথা,
অহিংসা, পরম ধর্ম্ম; সত্য, মহাব্রত।
পর-উপকারসম পুণ্য নাহি আর।
দুঃখ-দৈন্য-পূর্ণ এই ধরণীর বুকে
দয়ার অমৃতধারা যে করে সিঞ্চন
দিবা রাত্রি, প্রীতিপাত্র সেই বিধাতার।
ধরহ ধরার ভার পাতিয়া মস্তক
বাসুকি! করহ তুমি এ দীক্ষা গ্রহণ।"
এরূপে দীক্ষিত হ'য়ে নাগকুলেশ্বর,
প্রদানে দক্ষিণা, সেই মণি স্যমন্তক
মুনিবরে। নাগলোকে ফিরিল দম্পতী,
কম্পিত হইল সিন্ধু কল্লোলি ভীষণ।
ফিরিলাম গুরুশিষ্য বিশ্রাম-মানসে,
আশ্রমে। কহিলা ঋষি "হে শিষ্য! আমরা
নশ্বর ধনের কভু নহি অভিলাষী।
জানি মোরা অর্থে লোভ, অনর্থের মূল।
কুমার! এ রত্ন মম আশীর্ব্বাদ সহ

অর্পিনু তোমার করে যত্নসহকারে
আয়ুষ্মন্!" বায়ু যথা বহে পরিমল
দূর পদ্মবন হ'তে, পূর্ব্ব-স্মৃতি তথা
জাগাইল অকস্মাৎ নৃপতি-অন্তরে
ঋষির অসীম স্নেহ। নরেন্দ্র-নয়নে
—ইন্দীবর-বর মরি! নিন্দিত সতত
তুলনায়—অশ্রুবিন্দু দেখা দিল আসি
আনন্দে, বিমল সান্দ্র * মুক্তাফলনিভ
সুন্দর। মধুর বাক্যে কহিলা ভূপতি
মুছি আঁখি। "হে সোদর! সেই স্যমন্তক
পরাইনু নিজকরে পরম আদরে
স্নেহের পদক-সম হে স্নেহ-ভাজন!
গলে তোর। উগ্রসেন ভূপতির তরে
যদুকুল-চূড়ামণি চাহিলা এ মণি
মম পাশে, হায়! জীব মমতার পাশে
বাঁধা সদা; তেঁই আমি না দিনু কেশবে
সে রত্ন। জানিনু তব অনুচর-মুখে
লভিবারে স্যমন্তক অনুরাগী তুমি

* সান্দ্র=নিবিড়, ঘন।

হে অনুজ ! শুনিয়াছি গুরুজন-মুখে
অবহেলি অন্তরঙ্গে চাহে যে রঞ্জিতে
পর-মনঃ, পরিণামে ঘোর পরিতাপ
ঘটে তার। মণি সহ হে নয়নমণি !
নিরখি তোমারে মম হৃদয়-কন্দরে
উথলে সুখের উৎস ;—মহোৎসবে যেন
মহার্হ ভূষণে হেরি সজ্জিত বিগ্রহে *
দেবতার,—আপনারে ধন্য ভাবি মনে।
হে ভ্রাতঃ ! অরণ্যে থাকি দীন বন্যজীবে
কি করিল অপচয় বুঝিতে না পারি
মানবের ? মৃগাজীব † বধে মৃগচয়
জীবিকার্থ, নিরর্থক আমোদের তরে
যে বধে প্রাণীর প্রাণ, সে কি নহে পাপী
ততোধিক ? ধিক্ এই জঘন্য ব্যসনে।"
নীরবিলে নরনাথ এতেক কহিয়া,
উত্তরিলা সুধোত্তর মধুর বচনে
যুবরাজ। "মহারাজ ! মৃগয়া, ব্যসন ;

---

* বিগ্রহ=মূর্ত্তি, প্রতিমা।

† মৃগাজীব=ব্যাধ।

জানে তব দাস। কিন্তু বীরের কৃপাণ
কৃপাহীন,—সুশাণিত, লোলুপ সতত
শোণিতে, অধীর যথা কালিকা-রসনা
দানব-রুধির-ধারা করিবারে পান।
এজন্য শাস্ত্রের বিধি নহে প্রতিকূল
কভু রাজন্যের * প্রতি মৃগয়া-বিধানে
হে বিধিজ্ঞ! আশ্রয়িবে সতত মানব
স্বীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য বলিয়া
নিবদ্ধ করিলা যাহা নিবন্ধ-নিবহে ‡
দূর-ভবিষ্যৎদর্শী মহর্ষি-নিচয়।
আনন্দে স্বভাব-শোভা করি সন্দর্শন
বেড়াইব বনে বনে শিখরে কন্দরে
সানুদেশে, যথা সুখে বিহরে সন্তত ¶
পশু পক্ষী,—প্রকৃতির সরল সন্ততি!
নির্ঝর হইতে কোথা ঝর্ ঝর্ স্বনে
ঝরে পূত বারিধারা সুধাধারা-নিভ

---

* রাজন্য=ক্ষত্রিয়।

‡ নিবন্ধ-নিবহ=গ্রন্থ-সমূহ।

¶ সন্তত=সর্ব্বদা।

নিরমল, পরিমল-পূরিত প্রসূনে
করিয়াছে সুরভিত চারু বনস্থলী
বিকশি ললিত অঙ্গে তরু লতিকার,
সু-সৌরভে। কোন স্থলে ছুটিছে গৌরবে
সুরসা রভসময়ী * কল কল নাদে
গিরিনদী। ধন্য মহাধ্যানের প্রসূতি
অরণ্যানী, † যথা নিত্য নিসর্গ-সুন্দরী
অনিন্দ্য স্বর্গের শোভা আহরি নির্জ্জনে
রাখিয়াছে যত্নভরে, যেই প্রতিকৃতি
চিত্রিছে কুহকময়ী তুলির অঙ্কনে
প্রকৃতি, তুলনে তার মানবীয় ছবি
দূর-পরাহত, দীপ্ত রবির কিরণে
দীপালোক যথা মরি! হতত্বিষ ‡ অতি।
শরীর-পোষণে শুধু প্রশস্ত ঔষধ
পরিশ্রম, অগণিত গুণের আশ্রয়।
বল-অগ্নি-স্মৃতি-মেধা-কান্তি-পুষ্টিকর

---

* রভসময়ী=বেগবতী।

† অরণ্যানী=মহাবন।

‡ হতত্বিষ=হীনপ্রভ।

হেন শ্রেষ্ঠ রসায়ন * কিবা আছে আর ?
শ্রমশীল সদা সুখী, সুদুঃসহ দুঃখ
অনুভবে কর্ম্মহীন অলস যে জন
এ ভবে। মৃগয়া অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম,
নাশে অলসতা, আশু করে প্রস্ফুরিত
বীরত্ব সামর্থ্য স্ফূর্ত্তি উৎসাহ সাহস।
শ্রমান্তে বিশ্রাম পুনঃ কিবা মনোহর !
প্রকৃতির সহ কভু নহি পরিচিত,
কদাচিৎ রাজধানী ছাড়িয়া কোথায়
করি নাই পদার্পণ দূর-ব্যবধানে।
হেরি হে বসুধাপতি ! সুধা-ধবলিত †
সৌধমালা চারিদিকে, ধাঁধিছে নয়ন।
চলিছে ঘর্ঘর-রবে শকট-নিচয়,
শিল্প-যন্ত্র-কুল আর বধিরি শ্রবণ ;
উঠিতেছে অহর্নিশ নর-কোলাহল
ঈর্ষা-নিন্দা-হলাহলে পরিপূর্ণ যেন
নগর। এজন্য বুঝি অরণ্য-বাসিনী

* রসায়ন=জরাব্যাধি নাশক ঔষধ।

† সুধা=চূণ, প্রলেপ, তদ্দ্বারা ধবলীকৃত।

শান্তিদেবী।" এত বলি মাগিলা বিদায়
প্রসেন, উৎসাহে তার উৎফুল্ল আনন।
ইষ্ট-দেবতার পদে নিবেশি মানস
ক্ষণকাল, ঊর্দ্ধপানে বারেক নেহারি
সত্রাজিৎ প্রদানিলা ভ্রাতৃ-স্নেহ-বশে
অমৃত-সন্মিত * চারু সম্মতি-বচন।
সহসা পরিয়া ভালে উজ্জ্বল সিন্দূর
কজ্জল-লোচনা রামা গোধূলি সুন্দরী
দেখা দিলা অস্তোন্মুখ তপন-সকাশে
ম্লানমুখী। যাত্রা করে দূর পরদেশে
পতি যবে, পতিব্রতা স্বামীর সমীপে
সুবেশা বিবশা যথা দাঁড়ায় সখেদে।
দ্রুতপক্ষ পক্ষি-কুল আকুলহৃদয়ে
উড়ে স্বীয় নীড় লক্ষ্যি, ক্রীড়া ছাড়ি আশু
রথাঙ্গ-অঙ্গনা † মরি! চির-রঙ্গ-প্রিয়
আসন্ন বিরহ ভাবি বিষণ্ণা সরসে,
পদ্মিনী বিচ্ছেদভয়ে মুদ্রিতনয়না।

ইতি স্যমন্তককাব্যে বিদায়গ্রহণ
নাম দ্বিতীয় বিকাশ।

---

* অমৃত-সন্মিত = অমৃত তুল্য।

† রথাঙ্গ = চক্রবাক। রথাঙ্গ-অঙ্গনা = চক্রবাকী।

তৃতীয় বিকাশ।

রাজ-পরসাদ লভিয়া প্রসেন
চলিলা প্রেয়সী কাছে।
নবীনা যুবতী 'সুব্রতা' সুন্দরী
পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছে।
নিরজন কক্ষ ;— সুপীত বরণে
রঞ্জিত প্রাচীর গাত্র
মসৃণ উজ্জ্বল। শোভিছে তাহায়
বিবিধ শোভন চিত্র।
পূরব প্রাচীরে সৃষ্টির আরম্ভ
রহিয়াছে সুচিত্রিত।
তিমিরের বক্ষে আলোকের উৎস
হইতেছে উদ্ভাসিত।
মহাব্যোম জুড়ি চৌদিকে কেবল
আঁধার ঘিরিয়া রয়।
দেখা দিছে ধীরে নবীন রবির
কিরণ হিরণ্ময়।

দক্ষিণ প্রাচীরে নিবিড় কাননে
চিত্রিত সাবিত্রী সতী।
সম্মুখে শমন নির্ভীকা রমণী ;
—কোলে নিয়ে মৃত পতি।
বাম করাম্বুজ প্রসারিয়া বামা
নিষেধিছে যম-দূতে।
নিজ দয়িতের মৃত দেহখানি
নাহি আসে যেন ছুঁতে।
কাল-দণ্ড প'রে রাখিয়া চিবুক
হেরিতেছে যমরাজ।
সাবিত্রীর দেহে সতীত্ব-প্রতিভা
কিবা বিস্ফুরিত আজ!
পশ্চিম প্রাচীরে অশোকের বনে
মরি! কি শোকের ছবি।
বাম করতলে রাখিয়া কপোল
অশ্রুমুখী সীতা দেবী।
বিমুক্ত কবরী, গৈরিক বসনে
আবরিছে কৃশ তনু।

ভীমা চেড়ী দল   দাঁড়ায়ে চৌদিকে,
—হাতে খাড়া শূল ধনুঃ।
শোভিছে সুন্দর   উত্তর প্রাচীরে
সমাধি-মগন হর।

গলে অক্ষ-মালা   শিরে জটাভার,
গৌর কান্তি মনোহর।
নগেন্দ্র-কন্দরে   পল্লবে প্রসূনে
শোভে নানা তরু লতা।
বসন্ত আপনি   ফুলময় সাজে
মূর্ত্তিমান্ আজি হেথা।
চৌদিকে কোকিল   ময়ূর প্রভৃতি
বিবিধ বিহগকুল।
শিবের সম্মুখে   বসি কামদেব
—রূপের নাহিক তুল।
বাম হাঁটু পাড়ি   আলীঢ়-বিধানে *
সমুত্থিত দক্ষজানু।
কুসুম বসন   কুসুম ভূষণ
করেতে কুসুম-ধনুঃ।

* আলীঢ়=উপবেশন বিশেষ।

কক্ষ মধ্যভাগে স্বর্ণ ত্রিপদিকা *
কাব্যগ্রন্থ তদুপরি।
তারি এক পাশে মোহিনী প্রতিমা
মরি মরি কি মাধুরী!
রতন-দর্পণ রয়েছে সম্মুখে
হেলাইয়া পৃষ্ঠে বেণী।
পায়ের আঙুল নাড়িয়া নাড়িয়া
হেরে বিম্ব বিনোদিনী।
—দেখিল বদন, নাসিকা, চিবুক
অলকের শোভা কিবা!
কভু বা অধর কপাল, কপোল
চাহিছে দশন জিভা!
কৌতুকে কখন মুকুরে মেদুর †
বাড়ায়ে আঙুল গুলি,
প্রতিবিম্ব তার দেখিছে ছুঁইয়া
—অতগুলি চাঁপা কলি!
দুয়ারের পাশে ছিল আড়ি পাতি
সমান-বয়সী সখী,

* ত্রিপদিকা=তেপায়া।
† মেদুর=কোমল, স্নিগ্ধ।

নাম শশিকলা শশি-কলা-প্রায়
হাসিল সে রঙ্গ দেখি।
চমকি সুব্রতা উঠিয়া তাহারে
টানিয়া লইল পাশে।
"দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাস কেন সখি?"
সুধালো মধুর ভাষে।
শশিকলা তার কি দিবে উত্তর?
—কহে পরিহাসচ্ছলে।
"শরতের পূর্ণ শশধর বসে
দিবসে আরসী-তলে!
হেন বর বপুঃ পতি-করগত
করা কি উচিত কহ?"
কহিল সুব্রতা "শুধু নহে বপুঃ
মনঃ প্রাণ তার সহ।"
কহে শশিকলা "কঠিন পুরুষ
ললনা কোমল অতি।
পুরুষ অনল নারী স্নিগ্ধ বারি
—বৈষম্যের কি দুর্গতি!

সমানে সমান হইলে মিলন
সতত সুখের হাসি,
বিষমে মিলন বড়ই বিষম
পদে পদে দুঃখরাশি !”
কহিল সুব্রতা “কঠিন কোমল
দুইটীর সম্মিলনে।
নর নারী দুই মিলি, মানবের
সম্পূর্ণতা সেই খানে।
জানিস্ রে সখি! বালিকা-বয়সে
ছিল মোর কত ক্রোধ।
নাহি ছিল ওই শারিকা মতন
পরের ভাবনা বোধ।
তোরা সব সখী মোর সুখ লাগি
করিতে পুরাণ পণ।
কত শত রূপে খাটি দিবা নিশি
তুষিতে আমার মনঃ।
এক দিন সখি! মনে ক'রে দেখ্
বসন্তের দিবাশেষে।

সব সখী মিলি আমোদে আমারে
সাজাইলে বর-বেশে।
হ'ল মাধবিকা অভিনব বধূ
সবার কনিষ্ঠা সেই।
সে ক্ষুদ্র মুখের মধুর হাসির
হায়রে তুলনা নেই!
পুরুষের মত পরালে আমায়
বসন, আঁটিয়া কটী।
সাজাইলে তনু স্বর্ণ-সাঁজোয়ায়
শোভা অতি পরিপাটী!
শিরেতে কিরীট সুবর্ণ-মণ্ডিত,
শিখি-পুচ্ছ-গুচ্ছ-সহ।
চরণে শোভিল কারুকার্য্যময়
সুমসৃণ উপানহ।
মাধবিকা-অঙ্গে কাঞ্চন-কাঞ্চুলী
হীরা-মণি-বিখচিত!
সুনীল নিচোল পরিধানে তার
কিবা শোভা অতুলিত।

মস্তকে মুকুট শোভে ঝল মল
গলে মুকুতার হার।
এরূপে আমরা বকুল-তলায়
বর-কন্যা চমৎকার!
তুমি সখি! নিজে হ'লে পুরোহিত,
—পরিধানে সাদা ধুতি।
গায়ে নামাবলী গলে উপবীত
কক্ষতলে লম্বা পুঁথি।
নাসাগ্র হইতে কেশাগ্র-অবধি
সুদীর্ঘ মৃত্তিকা ফোটা।
—পণ্ডিত ঠাকুর ডান হাতে ধরি
এক গাছি লাঠি মোটা।
যেন বড় বুড়া;— খক্ খক্ কাসি
কহিলে মিন্ মিন্ স্বর।
পা-পা-পাত্রীটীর মি-মিলেছে বেশ্
দি-দি-দিব্য ব-ব-বর।
ভুলিস্ নি বোন্ পরে যা ঘটিল
বলিলাম ক্রোধ ভরে!

'দিদি' কি রে পাজি? 'বব্বর' বলিয়া
গালি দিতেছিস্ মোরে?
এত বলি তব হাতের লাঠিটী
টানিয়া লইনু বলে।
হানিতে আঘাত মাধবিকা আসি
জড়ায়ে ধরিল গলে।
কহিল সে হাসি, 'সদ্যঃ ব্রহ্ম-বধ
হ'ত আহা! এইক্ষণ!'
উত্তরিলে তুমি 'শুভ বিবাহের
এ সবে স্বস্তিবাচন!'
'তা নয়' কহিল হাসিয়া সরলা,
'পুরোহিত মহাশয়!
মন্ত্র না পড়া'তে, আগেই দক্ষিণা
ব্যবস্থাটী মন্দ নয়!
ঠেঙ্গার গুতোয় আজিকে ঠাকুর!
ঘুচিত পণ্ডিত-পনা।
সন্ধ্যা নাহি যার দীর্ঘ ফোঁটা তার
তা মোদের আছে জানা।'

কহিলা সুশীলা 'বামুন দেবতা
পূজনীয় অতিশয়।
আমোদের ছলে তোদের এ ঠাট্টা
দিদি লো! উচিত নয়।
তার প্রতিফল দেখ হাতে হাতে,
—এই যে ঠেঙ্গার গুতো।
সত্য সত্য যদি করিতে অবজ্ঞা
না জানি কি দশা হতো?"
ভেবে দেখ সখি! এইরূপে হায়!
ঘটাইছি কত দিন।
সামান্য বিষয়ে কি তুমুল কাণ্ড
রাগে হ'য়ে বোধ-হীন।
কিন্তু যেই দিন প্রাণেশের করে
পরশিল মম কর।
সে দিন হইতে বহিল জীবনে
প্রবাহ নূতনতর।
কি ছিলাম আগে হইয়াছি কিবা
চেয়ে দেখ ওলো সখি।

এবে ইচ্ছা হয় দিয়ে নিজপ্রাণ
প্রাণেশেরে করি সুখী।
উত্তপ্ত পরাণ হইল শীতল
মরুভূমে প্রস্রবণ।
হৃদিভরা প্রেম, উচ্ছ্বাসে তাহার
সদাই বিভোর মনঃ।
ভয় ক্রোধ লাজ পলাইল লাজে,
কি আর অধিক সই!
পতির পরাণে ঢালিনু পরাণ
আমাতে যে আমি নই।
ছিল অভিমান, রাজার নন্দিনী
অতিশয় রূপবতী।
এবে মনে লয় পতির তুলনে
আমি যে কুৎসিত অতি।”
শশিকলা কহে “তাই কি দর্পণে
পরখিছ তনুখানি?
রূপের পসরা। কহিছ কুৎসিত?
—চক্ষুঃদোষ অনুমানি।

শরীরের রূপ না ধরে শরীরে
উছলি পড়িছে যেন!
ভুবন-মাঝারে ইহার মতন
কোন্ দেহে রূপ হেন?
আশৈশব ইহা হেরিয়া হেরিয়া
তৃপ্তির না হ'ল শেষ।
শশাঙ্কে কলঙ্ক আছে, এই দেহে
নাহি মলিনতা-লেশ!"
হাসিয়া সুব্রতা কহিলা "সজনি!
মোর ইচ্ছা এ রকম।
অন্য কথা কিবা? পতির পাদুকা,
—সেও হোক মনোরম।"
শশিকলা কহে "সুন্দর উপমা!
—এত হীন নারী জাতি?
পাদুকা হইয়া থাক তুমি তাঁর
পদ জুড়ি দিবা রাতি।"
"অবশ্য অবশ্য" কহিল সুব্রতা
"দেখ যেই প্রিয় যার,

তার সাধ এই, হউক সুন্দর
যে কিছু সকলি তার।
পতির বসন পতির ভূষণ
ভোগের সামগ্রীগুলি।
হেরিতে সুন্দর, নারীর অন্তর
নহে কিরে কুতুহলী?
এ নশ্বর দেহে পতির হৃদয়ে
হ'লে সুখ প্রিয়সখি!
নারীর জীবনে ইতোঽধিক আর
কি সৌভাগ্য বল দেখি?
পতির তোষণে শরীরের সজ্জা
নহে লো লজ্জার কথা।
মানব-অন্তর করে বিমলিন
বাহিরের মলিনতা।
কায়, মনঃ, বাক্য রাখিবে পবিত্র
পতির সেবার লাগি।
দেবার্চ্চনে চাহি পূত উপচার,
—অন্যথা পাতকভাগী।"

বলিতে বলিতে ত্রিপদিকা হ'তে
সুব্রতা লইল হাতে
কাব্য-গ্রন্থ। কহে "শুন শশিকলা!
লেখা আছে কি ইহাতে ?"
পড়িছে সুব্রতা (সুললিত কণ্ঠে
ক্ষরিছে সুধার ধারা।
ভাবের উচ্ছ্বাসে বিভোর হৃদয়
শরীর পুলকে ভরা।)
"ভালবাসা স্বর্গ; স্বর্গ, ভালবাসা।
—ধরণীর সার ধন।
বিষম নরক, ভীষণ শ্মশান
প্রেমশূন্য যে জীবন।
স্বার্থ-পরতায় মুগ্ধ যেই জন
লাভ ক্ষতি সেই গণে।
প্রেমের সাগরে ডুবিয়া প্রেমিক
আপনারে সুখী মানে।
প্রতিদান কভু নাহি চাহে সেই
প্রকৃত যে দাতা হয়।

আপনা ভুলিয়া ডুবিলে অপরে
তাহারে পিরীতি কয়।”
কহে শশিকলা “রাখ দিদি! রাখ
এ মোর না লাগে ভালো।
ভালবাসি কবে কে হয়েছে সুখী
বলিতে পারিবে কি লো?
প্রেমে কভু হাসি কভু হা-হুতাশ
—এমনি কুহক-ভরা!
প্রণয়ের ফাঁদে পড়িছে যে জন
সে জন জীয়ন্তে মরা।
জ্বরের প্রারম্ভে লঙ্ঘন-বিহনে
সে অতি প্রবল বাড়ে।
প্রেমের আরম্ভে সংযম-অভাবে
শেষে সে পরাণে মারে।
জ্বরিতের তরে আছে মহৌষধ,
—রয়েছে চিকিৎসা-বিধি।
পীরিতি জ্বরের নাহি রে ঔষধ,
এ বড় বিষম ব্যাধি!

সহসা অমনি প্রসন্ন-বদন
প্রসেন প্রবেশে ঘরে।
কহে শশিকলা "ধর সখে! ধর
সুব্রতা ডুবিয়া মরে।"
জিজ্ঞাসে প্রসেন, "কোথায়?" হাসিয়া
কিঞ্চিৎ বাড়ায়ে গলা,
"প্রেমের সাগরে" সুকোমল স্বরে
উত্তরিলা শশিকলা।
কহিলা প্রসেন, "তুমি কেন তবে
বৃথা পাও মনস্তাপ।
সখীর শোকেতে নয় কি উচিত
দিতে সে সাগরে ঝাঁপ?"
কহে শশিকলা "চাহি না সাগর;
সাগরের লোণা জল।
সুধার কলসী সখী যে সাগরে,
মোরা তাহে হলাহল।"
কহে যুবরাজ "সুধাপানে যেই
হইয়াছে মৃত্যুঞ্জয়।

কণ্ঠে হলাহল ধরে সে অনা'সে
করে কি বিষেরে ভয় ?
উত্তরিলা সখী "না-কভু-না কিন্তু
ভীত সদা ভূতনাথ
ভবানীর ভয়ে ; কি জানি কখন
ঘটায় সে কি উৎপাত ?"
সুব্রতা সুন্দরী হাসিছে সখীর
বচন-চাতুরী-জালে।
কহে শশিকলা "দেখ' যুবরাজ !
এ হাসি কি বিষ ঢালে !
রাগের লক্ষণ প্রকাশিছে গণ্ড,
ধরিছে রক্তিম আভা।
দেখ, দেখ এ কি অশোকের গুচ্ছ ?
রঙ্গণ কি রক্ত জবা ?"
হাসিয়া প্রসেন ফিরাইল মুখ
—সুব্রতা গম্ভীর হয়।
কহে শশিকলা "আজিকার রণে
শ্রীমতী শশীর জয়।

পুরুষ মানুষ যতই পড়ুক
বেদ-স্মৃতি-গীতা-শাস্ত্র,
সকলি বিফল ; অমোঘ অমোঘ
রমণী-বচন-অস্ত্র !
এ অস্ত্রের বলে বিদরে পাষাণ,
মানীর টুটয়ে মান।
বীরের বীরত্ব সাধুর সাধুত্ব
পালায়, জ্ঞানীর জ্ঞান।
আকাশের পাখী সাগরের মীন
কাননের মৃগচয়,
এ অস্ত্রে নির্জ্জিত ; গাও সবে আজি
শ্রীমতী শশীর জয়।"
কহিল প্রসেন "অস্ত্রের মহিমা
শুনি পুলকিত চিত।
সঙ্গে মৃগয়ায় নিয়ে গেলে, বুঝি
সময়ে দেখিবে হিত।"
কহিল সুব্রতা "যাবে মৃগয়ায় ?
সত্যই কি ? নাথ ! কবে ?"

কহিল প্রসেন "সম্মুখ-উষায়"।
"দাসী কি পড়িয়ে রবে ?"
কহিয়া সুব্রতা পতিমুখ-পানে
কাতরে চাহিয়া রহে।
হাসিয়া প্রসেন করিলা উত্তর
"গৃহলক্ষ্মী! রহ গেহে।
বহু দিন আমি থাকিব না কোথা,
সহসা আসিব ফিরে।
মৃগয়া আমার জানিবে কেবল
দু'চার দিনের তরে।"
"দুই চারি দিন ? দুই চারি যুগ !"
কহে শশী করি শ্লেষ।
"মৃগ-নয়নারে বধি, মৃগ-বধে
হাত পাকাইছ বেশ্ !"
কহিল সুব্রতা "থাম লো সজনি !"
চাহিয়া সখীর পানে।
"বলো না ওরূপ ; নাথ দয়াবান
পাইবে বেদনা মনে।

করুণার খনি প্রাণেশ আমার,
কষ্ট মোর হ'তে পারে
কাননে প্রবাসে ; নিবারিছে তাই
বৃথা গঞ্জ তুমি তাঁরে।"
উত্তরিল যুবা "কি আর কহিব ?
আমার মর্ম্মের কথা
যেই ভাবে তুমি বুঝিছ ; তেমন
অপরে বুঝিবে কোথা ?
তোমার কল্যাণে এ বিশ্বে সকলি
মধুর আমার কাছে।
মম সম সুখী হেন ভাগ্যবান্
নাহি জানি কেবা আছে ?
অহ ! এ সংসার কতই সুন্দর,
কত কি সুখের ঠাঁই !
এমন আনন্দ এমন সৌন্দর্য্য
বুঝি বা স্বরগে নাই।
যেই দিকে চাহি সেই দিকে হেরি
ক্ষরিছে আনন্দধারা।

ঘরেতে আনন্দ বাহিরে আনন্দ
পৃথিবী আনন্দে ভরা !
মানব-জীবন বড়ই সুখের
মরি কি আনন্দময় !
একটু আনন্দ হীরাখণ্ড হ'তে
বহু মূল্যবান্ হয়।
আনন্দ জীবন, মৃত্যু নিরানন্দ ;
সজীবের চিহ্ন হাসি।
যত দিন বাঁচি কেবল হাসিব
হাসি বড় ভালবাসি।
ওই যে মালতী গবাক্ষের পাশে,
দেখ চেয়ে একবার।
ফুলকুল-ভারে হাসিছে কেমন !
কি শোভা হয়েছে তার !
কিন্তু যেই দিন ওই ফুলগুলি
ঝরিয়া পড়িবে হায় !
সেই দিন তার ফুরাইবে হাসি,
শ্রীহীন করিবে তায়।"

কহে শশিকলা "তুমি যুবরাজ !
এ রাজ-গৃহের হাসি।
তুমি ছাড়ি গেলে গৃহ হবে বন
দেখা দিবে তমোরাশি।
চাও কি আনন্দ মোদের হৃদয়ে
প্রদানি দারুণ ব্যথা ?"
কহিল সুব্রতা "শশিকলা ! তুই
বলিস্ কি ? ও কি কথা ?
যেরূপে আনন্দ হ'তে পারে তাঁর
সাধিত হউক তাহা।
তাঁর সুখে যদি বাধা নাহি পাড়ি,
কি সুখ মোদের আহা !
কহিল প্রসেন "দেখ প্রিয়তমে !
দুর্গম কানন-ভূমি।
পশু-অন্বেষণে আমি কোথা যাই,
কোথা বা রহিবে তুমি।
তুমি যদি এথা কর অবস্থান
মম মনঃ রবে স্থির।"

এতেক বলিয়া স্নুব্রতারে চাহি
—ছল ছল নেত্রনীর,
কহিলা ; "হতেছে দেবের আরতি,
বাজিছে বাদিত্র ওই।
প্রেয়সি ! বিদায়," ডাকিয়া শশীরে
কহিলা "শুন লো সই !
তুই নর্ম্ম-সখী, তাই তোরে বলি
যাবৎ না আসি ফিরে,
সখীরে তোমার যতনে সতত
দেখিও, আমার কিরে।
আজি অধিবাস, চলিনু এখন,
গুরুর মন্দিরে র'ব।
মৃগয়ার তরে তাঁহার আদেশ
আর উপদেশ লব।"
বাহিরিল বীর অশ্রুমুখী শশী
রাণী ভূতাবিষ্ট-প্রায়।
ধরণী ধরিল ধূসর বরণ
যেন তার দুঃখে হায় !

জ্বলে দীপাবলী, ধূপ-ধূম-রাশি
চৌদিকে সুবাস ছাড়ে।
হতেছে উৎসব যাত্রা অধিবাস
রাণীর জড়তা বাড়ে।
শীতল বাতাস বহিতেছে ধীরে
তবু তার পোড়ে হিয়া।
জোছনার হাসি হীরকের ভাতি
নহে সুখী নিরখিয়া।
চঞ্চল পরাণ উদাস উদাস
সখী কত বুঝাইছে।
না ঘুচে অসুখ সুদীর্ঘ নিশ্বাস
থেকে থেকে বাহিরিছে।
সুবাসিত জল আনি শশিকলা
ধোয়াইছে মুখ তার।
করিছে ব্যজন অতি ধীরে ধীরে
নিকটে বসিয়া আর।
ক্রমশঃ রজনী হতেছে গভীর
বিশ্রাম লভিছে নর।

রাণীর অন্তরে বিষাদের রেখা
ক্রমে গাঢ় গাঢ়তর।
পড়িলা শয়নে, কিন্তু নিদ্রা তার
বসেনা নয়ন-পাটে।
কোথা শান্তি ? শুধু হাহাকার করি
এ পাশ ওপাশ কাটে।
না তিষ্ঠে পরাণ, উঠে ধীরে ধীরে
ভ্রমে কক্ষে ; অকস্মাৎ
হৃদয়ের গ্রন্থি যেতেছে ছিঁড়িয়া,
রাণী দেয় বুকে হাত।
গবাক্ষের ধারে দাঁড়ায়ে কখন
হেরিতেছে অনিমিষ।
নৈশ-প্রকৃতির মূরতি মোহন
কিন্তু মনে লাগে বিষ।
সুদীর্ঘ যামিনী হ'তে গেল ভোর
কোকিল দয়েল ডাকে।
প্রভাত বাতাস বহে ঝুর্ ঝুর্
জাগে সব একে একে।

মানবের স্রোতঃ বহিতে লাগিল ;
—প্রসেন দেউল হ'তে
হইলা বাহির, নমি গুরুজন
চড়িলেন শিবিকাতে।
বাতায়ন-পথে অস্ফুট অস্ফুট
সুব্রতা নেহারে সব।
চলিল শিবিকা, প'ড়ে গেল রাণী
সংজ্ঞাহীন যেন শব।
পোহাইল রাতি ;— নাহি এবে আর
তারকার মুখে হাসি।
নাহি রে এখন অমল ধবল
কৌমুদী—অমিয়রাশি।
চন্দ্রমা চলিয়া গেছে, আকাশের
হৃদয় করিয়া রিক্ত।
কুমুদ-নিচয় বিষাদে মুদিছে
নয়ন, শিশিরসিক্ত।

ইতি স্যমন্তক কাব্যে মৃগয়াযাত্রা নাম
তৃতীয় বিকাশ।

চতুর্থ বিকাশ।

প্রসেন নগর ছাড়ি, নানাদেশ জনপদ
ক্রমে ক্রমে করে অতিক্রম।
হেরিলা প্রান্তর মাঠ অনূপ-জঙ্গল-ভূমি
—অভিনব দৃশ্য মনোরম।
কোথায় গ্রামের ধারে বিশাল রসালমূলে
বসে বীর শীতল ছায়ায়।
আসে গ্রামাধিপ চয় সহ নানা উপহার
সসম্ভ্রমে ভেটিতে তাঁহায়।
গ্রাম্য যুবকের দল ছাড়ি নিজ নিজ কাজ
মহানন্দে হেরে যুবরাজ।
হতেছে বিস্মিত সবে নিরখি কুমার-অঙ্গে
রতনখচিত বীরসাজ।
কেহ ভাবে মনে মনে, ধনীর জীবন ধন্য
—ধনী কভু আমাদের মত
নাহি করে পরিশ্রম, দুঃখলেশ নাহি ভোগে,
থাকে সদা আমোদে নিরত।

শত শত দাস দাসী হস্তী অশ্ব অগণন
—ভোগসুখ নহে পরিমেয়।
দ্বিতল-ভবনে বাস পর্য্যঙ্কে শয়ন, অহ !
খাদ্য খায় কিবা উপাদেয় !
যখন সে বলে যাহা সকলে পালিছে তাহা
কার সাধ্য লঙ্ঘিতে আদেশ ?
শ্রমশীল কেহ ভাবে, ধনীর কি ছাই সুখ ?
—ধনী এক পুতুল বিশেষ !
সুন্দর চাকচিক্য-ময় বসনে ভূষণে রাখে
সতত সজ্জিত কলেবর।
চক্ষুঃ আছে নাহি হেরে, পদ আছে নাহি চলে,
—রুদ্ধ সদা মন্দির ভিতর।
অনুচর, পার্শ্বচর, সহচর, গুপ্তচর
চরগোষ্ঠী ধনীর গোচর,
যখন যে কথা কহে তাতে সেই মুগ্ধ রহে
পরহস্তে জীবন-নির্ভর।
পরমুখে খায় ঝাল বড় দুঃখে কাটে কাল
তনুজে অনুজে কত ভয়।

ভুক্ত উদরের অন্ন যতক্ষণ নহে জীর্ণ
ততক্ষণ না ঘুচে সংশয়।
কেহ পীড়ে দুর্ব্বলেরে, মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে
বিজ্ঞেরে অবজ্ঞা করে কেহ,
না চাহে দুঃখীর পানে; ঘৃণাভরে আলাপন
নাহি করে দরিদ্রের সহ।
দান-ভোগ-বিরহিত সতত সঞ্চয়কামী
আছে হেন ধনী বহুজন।
এ জগতে তাহাদের উপাস্যদেবতা শুধু
একমাত্র রৌপ্য-নারায়ণ!
দরিদ্র কামনা করে কমিয়া যাউক নিদ্রা,
নিভে যাক্ জঠর অনল।
সেই ক্ষুধা-নিদ্রাতরে ধনী সদা অকাতরে
সেবে নানা ঔষধ নিষ্ফল।
কহিতেছে বৃদ্ধগণ "নৃপতি সামান্য নয়
প্রত্যক্ষ ধর্ম্মের অবতার।
মহতী দেবতা রাজা অষ্ট-লোকপাল-অংশ
বর্ত্তমান শরীরে তাহার।

নরে নরাধিপরূপে বিভুর বিভূতি ব্যক্ত,
ভূপতি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
শ্রাদ্ধের বিধানে তাই অগ্রে ভূস্বামীর পূজা,
পরে পিতৃ-পিণ্ডের অর্চ্চন।
পুত্রসম প্রজাগণে পালে রাজা সযতনে
ভয়ার্ত্তেরে প্রদানে অভয়।
বড় ভাগ্যবলে মিলে রাজ-দরশন-লাভ
ঘটে যাহে পুণ্য অতিশয়।
রক্ষিতে প্রজার স্বত্ব রক্ষিতে প্রজার স্বার্থ
রাজা হ'ন বিশ্বস্ত প্রতিভূ।
প্রজা পীড়ে যেই জন, প্রজা-দুঃখে নহে দুঃখী,
সে প্রকৃত রাজা নহে কভু।
ভূতলে স্বর্গের সুখ ভুঞ্জে তথা প্রজাগণ,
নৃপতি যেখানে ন্যায়বান্।
রাজা যথা হন মন্দ প্রজাকুল নিরানন্দ,
ঘটে তথা অনর্থ মহান্।
রঞ্জিতে প্রজার মনঃ আপন কান্তারে রাম
বিসর্জ্জিলা গহন কান্তারে।

যুবক সন্তানে দুঃস্থ, অথর্ব্ব, করিয়া রাখে
যযাতি জঘন্য সুখতরে।
এ ধরণী কর্ম্ম-ভূমি, কর্ম্ম শুধু স্বার্থ-ত্যাগ,
কর্ম্ম শুধু পরার্থপরতা।
কেবল কর্ম্মের ভেদে মানবে দেখিতে পাবে
কে দানব, কেই বা দেবতা।”
কেহ কহে “যুবরাজ, রাজপ্রতিনিধি আর
কিম্বা রাজপুরুষ প্রধান।
সবাই ভক্তির পাত্র, চির-সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য,
—সর্ব্বোপরি রাজার সম্মান।”
এইরূপে নানাজনে নানাভাবে কথা কহে
নিরখিয়া নৃপতি-সোদর।
কুমার, মধুর বাক্যে সম্ভাসিয়া প্রজাগণে
জানাইলা প্রীতি সমাদর।
অদূরে জনতা মাঝে অনাথা বালিকা এক,
—শরীরেতে রক্ত মাংস নাই।
পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি
দিতে ছিল রাজার দোহাই।

প্রসেন চমকি চাহি আদেশিলা অনুচরে
"উহারে আসিতে দাও হেথা।"
আসিয়া দাঁড়াল বালা, সজল নয়ন তার
জানাইল মরমের ব্যথা।
অগণ্য লোকের মাঝে নগণ্য বালিকা হেন
বিমলিন অস্থিচর্ম্মসার।
যুবরাজ স্নেহভরে তুলিয়া দীনার করে
প্রদানিলা বিংশতি দীনার।*
পরিহরি সেইস্থল পল্লীর ভিতর দিয়া
যায় বীর শিবিকায় চড়ি।
দাঁড়ায়ে বাড়ীর ধারে দেয় উচ্চে হুলাহুলি
মিলি যত কৃষকের নারী।
হয় দেখি কেহ কয় "ওটী কোন্ জন্তু হয়
দীর্ঘ কেশ-গুচ্ছ পুচ্ছে যার?"
কেহ বা দেখিয়া হস্তী, সুধাইছে অপরেরে
"এইটী কি জীবন্ত পাহাড়?"
শোভিছে কুটীর গুলি উষ্ট্রপৃষ্ঠ-সম কুব্জ
—অনুচ্চ, অনতিপরিসর।

*দীনার=সুবর্ণ-মুদ্রা

চৌদিকে কদলী-বন ঘন গুবাকের শ্রেণী
আম জাম কাঁঠাল বিস্তর।
কোথা মন্দিরের মত রহিয়াছে স্তূপীকৃত
বিশুষ্ক পলাল-সমুচ্চয়।
গো-মহিষ-পশুগণ চরে কোথা অগণন,
কোথা খেলে রাখাল তনয়;—
সুদৃঢ় বেতসী লতা বাঁধিয়া বিটপি-শাখে
মহানন্দে ঢুলিছে হিন্দোলে।
কোথা ছোট ছোট শিশু করীষ-সংগ্রহ-হেতু*
পরস্পর নিরত কোন্দলে।
অদূরে ইক্ষুর ক্ষেত্র দেখিলে জুড়ায় নেত্র
কাণ্ড কিবা সরল সুন্দর!
নীল-পীত-বর্ণ-মাখা পর্ব্বের উপরে পর্ব্ব
শীর্ষে দীর্ঘ পত্র মনোহর।
কোথা পক্ক যব-শস্য কিবা চমৎকার দৃশ্য!
—স্তবক, কনক-সুবরণ।
আনন্দে সঙ্গীত গেয়ে বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে
কাটিতেছে কৃষীবলগণ।

---

*করীষ=শুষ্ক গোময়।

কোথায় বাঁশের বন শোভিতেছে সুশোভন
দেখাইছে শৈলমালা-প্রায়।
শ্যামা ঘুঘু আদি পাখী তাহার ভিতরে থাকি
ডাকিতেছে শ্রবণ জুড়ায়।
এরূপে প্রসেন, হেরি সরল পল্লীর শোভা
অপূর্ব্ব, নয়ন-অভিরাম।
অবশেষে উপনীত চারু উপত্যকা মাঝে,
—পার্শ্বে গিরি সৌকদম্ব নাম।
অতীব সুন্দর ভূমি নানাকৃতি নানা-বর্ণ
তরুলতা আছে অগণন,
উৎপন্ন যদৃচ্ছ-ভাবে বীথি-হীন বিশৃঙ্খল,
তবু কিবা চারু-দরশন!
তাহাদের মাঝখানে স্থান এক সুবিশাল
সমতল, প্রাঙ্গণ-আকার।
আদেশিলা যুবরাজ করিবারে সংস্থাপন
সেই স্থলে শিবির তাঁহার।
তপন হইল অস্ত সুনিবিড় অন্ধকারে
আচ্ছাদিল উপত্যকা-ভূমি।

প্রকাণ্ড দৈত্যের মত গণ্ড-শৈল-খণ্ডগুলি
রহিয়াছে নীলাকাশ চুমি।
মিলি বন-ঝিল্লী-দল, গাইতেছে অবিরল
মরি কিবা সুতীব্র নিক্কণ।
কর্কশ বিকৃত স্বরে হুতুম পেচক আদি
ডাকে নিশাচর পাখীগণ।
প্রহর হইল গত বনভূমে ইতস্ততঃ
ফেরুপাল নিনাদে দারুণ।
ক্বচিৎ ভীষণ ব্যাঘ্র ছাড়িছে হুঙ্কার উগ্র;
—মৃগ কোথা ডাকিছে করুণ।
সশস্ত্র প্রহরি-দল শিবিরের চারিদিকে
রহিয়াছে অতি সাবধান।
প্রসেন নিঃশঙ্ক চিতে যামিনী যাপিয়া সুখে
প্রভাতে করিলা গাত্রোত্থান।
হস্ত পদ প্রক্ষালিয়া, সমাপি আহ্নিক-ক্রিয়া,
প্রাতরাশ করিয়া আহার;
লয়ে অসি, ধনুঃ, শর মৃগয়ায় অগ্রসর
হইলেন প্রসেনকুমার।

তুরঙ্গে চড়িয়া রঙ্গে ভৃত্য এক লয়ে সঙ্গে
বনমাঝে করিলা প্রবেশ।
ঘুরে ফিরে নানাস্থানে অন্বেষিলা, কিন্তু কোথা
না পাইলা মৃগের উদ্দেশ।
মধ্যাহ্ন বিগতপ্রায় ;— স্বেদজলে সিক্তকায়,
যুবরাজ বিশ্রাম-কারণ
অশ্ব হ'তে অবতরি বসিলা পিপ্পল-মূলে ;
ভৃত্য তাঁর ধরিল বাহন।
সুশীতল সমীরণ আশু কুমারের অঙ্গে
সঞ্চারিল শকতি নবীন।
হেনকালে অকস্মাৎ দূরে আমলক-বনে
হেরে বীর একটী হরিণ।
অমনি ছুটিয়া তথা বিমুক্ত শরের মত
প্রসেন হইলা উপনীত।
শর-সন্ধানের কালে পলকে ধাইয়া মৃগ
মহাবনে পশিল চকিত।
বীরবর হ'য়ে ব্যগ্র অমনি করিলা সেই
কুরঙ্গের পশ্চাৎ ধাবন।

পশিলা গভীর বনে, ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত
অস্তমিত হইল তপন।
ফিরিল না যুবরাজ;— ভৃত্য ফিরে সমাচার
প্রদানিল অনুচরগণে।
করি উচ্চ ভেরীনাদ অন্বেষিলা সবে মিলি
সারানিশি ঘুরি বনে বনে।
ক্রমে বহুদিন ধরি ভ্রমি বন গিরি দরী *
সকলে সহিয়া বহু ক্লেশ,
খুঁজিলা অনেক স্থান ; কোন মতে কুমারের
কিছু মাত্র না পায় উদ্দেশ।
পরিশেষে সবে মিলি নগরে ফিরিয়া আসি
ভূপতিরে দেয় সমাচার।
"মৃগ এক অনুসরি মহাবনে যুবরাজ
প্রবেশিল, ফিরিল না আর।
পাতি পাতি করি মোরা অন্বেষিনু বহুদিন
না পাইনু কোন নিদর্শন।
নাহি জানি অসহায় বিজনে কুমার হায়!
কোন্ ভাবে আছেন এখন।

---

*দরী=গুহা।

শুনি রাজা সত্রাজিৎ অধরে অধর চাপি
একদৃষ্টে অধোমুখে রহে।
নয়নে পলক নাই; রুদ্ধ যেন নাসা-পথ,
—নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহি বহে।
হৃদয়ের অন্তস্তল গিয়াছে শুখিয়া হায়!
নিদারুণ শোকের উত্তাপে।
ঝরিলনা অশ্রুবিন্দু; বাক্য নাহি সরে মুখে,
কর-শাখা ঘন ঘন কাঁপে।
বিকল শরীর-যন্ত্র, বেদনার অনুভূতি
বুঝি কিছু বুঝিতে না পারে!
যেন মহাশূন্য' পরে ঘুরিতেছে চক্রাকারে,
—শূন্যময় ভাবে আপনারে।
এইরূপে বহুক্ষণ রহিলেন সত্রাজিৎ
চিন্তাকুল সভাসদগণ।
অকস্মাৎ মুখে তার গভীর ফুৎকার সহ
নিঃসরিল নিশ্বাস পবন।

ইতি স্যমন্তক কাব্যে প্রসেনবিয়োগ নাম
চতুর্থ বিকাশ।

পঞ্চম বিকাশ।

প্রসেনের অদর্শনে প্রতিগৃহমাঝে
বিসাদের লহরী খেলায়।
পুরবাসী নর নারী কাঁদে উচ্চস্বরে
রাজধানী শ্মশানের প্রায়।
রাজ-অন্তঃপুর মাঝে সুব্রতা যথায়
শোকের তরঙ্গ যায় ছুটে।
বজর পড়িল যেন রাণীর মাথায়
আলু থালু পড়ে ভূমে লুটে।
মুখে ফেন, চক্ষুঃ স্থির, শরীর নিশ্চল,
—সুব্রতার পলাইছে জ্ঞান।
সখী সব দিশাহারা কাঁদিছে কেবল
দাস দাসী শোকে ম্রিয়মান।
শশিকলা চখে মুখে ছিটাইছে জল,
রাণীর মূরছা হ'ল দূর।
থর থর কাঁপে বামা শরীর বিকল
নাচে হিয়া দুর্ দুর্ দুর্।
চাহিয়া সখীর পানে আধ আধ ভাষে
বলিতে লাগিলা ধীরে ধীরে।

"জীবিত আছে কি প্রভু? পুনঃ কি আবাসে
সখিরে! আসিবে কভু ফিরে?
কি ফল জীবনে সখি? —নারীর জীবন
পতি বিনা শোভা নাহি পায়।
ফুলের গৌরব কিবা? ফুটে অকারণ;
—না লাগিলে দেবতা পূজায়!
পতির বিরহ-তাপ জাগে সদা মনে
অধিক কি কব সখি! আর,
না ডরি মরণে, কেন শত বজ্রাঘাত
না হইল মস্তকে আমার?
সখি! তুই নিকরুণ;— যাতনা-শিখায়
পোড়া'তে আমায় মতি তোর।
হই যবে সংজ্ঞাহীন, কেন রে জাগা'স?
—মূরছাই প্রিয়সখী মোর!
বাঁচাবারে কেন সবে করিস্ যতন?
বাঁচিলে যে যাতনা অশেষ।
জ্বলন্ত চিতায় সখি! করিলে দাহন
নিবারিত হ'ত মোর ক্লেশ।

তোদের আশ্বাসে, বৃথা বিশ্বাস-স্থাপন
ছিন্নবৃন্ত দিতে চাস্ যোড়া ?
ছিঁড়িবার যাক্ ছিঁড়ে এ পোড়া জীবন
বাধা তায় কেন দিস্ তোরা ?
যেই দিন গৃহে নাহি হেরি প্রাণনাথে
মরিয়াছি সেই দিন হ'তে
দেহ মোর কাছে ; প্রাণ গেল তাঁর সাথে
তিল সুখ নাহি কোন মতে।
ভুলাইতে মোরে তোরা করিস্ যে গান,
বিষ-সম লাগে মোর কাণে।
মধুরতা বিনা এবে বীণা ধরে তান,
—হৃদি মোর বাজে আর তানে।
তোরা সখি ! মোরে নিয়া খেলিস্ যে খেলা,
নাহি লাগে তাহে মোর চিত।
না পারি খেলিতে, কত করি অবহেলা ;
প্রতীকার না পাই উচিত।
ব্যঙ্গ পরিহাস গল্প কৌতুকে আমায়
পীড়া কিছু নাহি দেয় কম।

নীরবে নির্জ্জনে বসি ভাবিলে তাঁহায়
তবে কিছু লভি উপশম।
মলয় বাতাস স্নিগ্ধ সুরভি-সহায়
বহিতেছে ধীরে ধীরে ধীরে।
জ্বলন্ত পাবক-শিখা লাগে মোর গায় ;
—কি আগুন জ্বলিছে শরীরে !
ওই যে শারিকা পাখী স্বরে সুধা মাখি
মুহুর্মুহুঃ ডাকে "যুবরাজ"।
শুনি হিয়া যায় ভেঙ্গে, ভূমে বুক রাখি ;
সখি ! ত্যজিয়াছি লোক-লাজ।
অঙ্গভার এবে মোর বসন ভূষণ,
সময়ে সকলি প্রিয় হয়।
অসময়ে সকলই দুঃখের ভাজন
এবে সখি ! বুঝিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বস্মৃতি পাপীয়সী সতত আমায়
সখি রে ! করিছে জ্বালাতন।
সে মুরতি, সেই হাসি হৃদয়ে জাগায়
সে সোহাগ, সে প্রীতি-বচন।

গেল সে ত্রিদিবাবাসে ছাড়িয়া সংসার
লোক মুখে শুনি এই কথা।
সখি ! সব ফুরাল রে ফুরাল আমার
আমি আর থাকি কেন এথা ?
ভানুছাড়া সরোজিনী বাঁচে কোথা হায় ?
শশী বিনে কুমুদিনী মরে !
উন্মূলিত হলে তরু, লতিকা ধূলায়
সেই সঙ্গে লুটাইয়া পড়ে।
দিও ছেড়ে শারিকায় ; আছে একাকিনী।
—বুঝি সেই করমের ফলে !
পতির বিরহানলে আমি পাতকিনী
দিবানিশি মরিতেছি জ্বলে।
ভাল যদি বাস মোরে, শুনহ আদেশ ;
সিন্ধু-তীরে করিও দাহন।
সমাধি-মন্দিরে (এই অভিপ্রায় শেষ)
—হর-গৌরী করিবে স্থাপন।
চারিটী কামিনী-তরু প্রাঙ্গণের ধারে
রোপিবে, বকুল মাঝে আর।

প্রণয়-কবিতা ল'য়ে লিখিবে পাথরে
কবিগণে দিয়ে পুরস্কার।
প্রেমাকুল পিকবধূ বকুলের ডালে
বর্ষিবেক বিলাপ-লহরী।
পড়িবে শোকাশ্রু-রূপে শ্মশানের কোলে
ঝুরু ঝুরু ফুলগুলি ঝরি।
কামিনীর কুঞ্জে পাখী উষার আলোকে
চৌদিকে করিবে কলরব।
মলয়-অনিল আসি পথিকের নাকে
বিতরিবে ফুলের সৌরভ।
আমার মর্ম্মের দুঃখ উচ্চে উচ্ছ্বসিয়া
গাবে সিন্ধু আকুলি বিকুলি।
দাঁড়ি মাঝি তালে তালে ক্ষেপণী ফেলিয়া
গাইবে খেদের গানগুলি।
যুগলমিলন-মূর্ত্তি প্রেম-দেবতার,
চরণে পরশি নিরবধি,
বিরহ-অনল-তাপে চির-তাপিতার
শীতলিবে সন্তপ্ত-সমাধি।"

বলিতে বলিতে, চক্ষে বহে অশ্রুধার ;
শশিকলা উঠাইল কোলে।
চোখ মুখ মুছাইয়া দেয় বার বার
আপনার বসন-অঞ্চলে।
বলিতে লাগিলা, গায়ে বুলাইয়া হাত
"সখি ! তুমি না হ'ও কাতর।
অবশ্য আসিবে ফিরে তব প্রাণনাথ
আজি কিংবা দুই দিন পর।
তোমার বিহনে সখি ! তাঁহারো তেমন
যাতনা হতেছে অবিরল।
তাঁহারো হৃদয় জেনো তোমারি মতন,
—তোমাতেই বিলীন কেবল।
এসে ফিরে যদি, পুনঃ না দেখে তোমায়
ধৈরয না ধরিবে কখন।
চিরদিন শান্তিহীন পাগলের প্রায়
কাটাইবে দুঃখে আজীবন।
শুন সখি ! কিন্তু যদি তব চারু মুখ
বিলোকন করে একবার,

ঘুচিবে যাতনা শত, না রহিবে দুঃখ;
—তুমি তাঁর শান্তির আধার।
মরণ বিফল সখি! কি ফল মরিয়া?
নহে কভু মরণ,—বিশ্রাম।
জীবেরে সংসার-চক্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া
চলিতে যে হয় অবিরাম।
জনম মরণ, পুনঃ জনম মরণ,
যাতায়াত আছে বার বার।
এই সুখ, এই দুঃখ, —অলঙ্ঘ্য নিয়ম;
—সুখে দুঃখে জড়িত সংসার।
অদৃষ্টের সুগভীর সমুদ্রের তলে
কেবা জানে কিবা লুক্কায়িত?
কারো বা কঙ্কর লাভ! রত্ন কারো ফলে;
—যার ভাগ্যে যাহা নির্দ্ধারিত।
শোক, দুঃখ বৃথা সখি! যখন যা ঘটে
সহিতে হইবে বুক পেতে।
ছাড়িয়া সম্মুখ-যুদ্ধ পিছু যেই হটে
হয় তার নরকে পঁচিতে।

পরমেশে কর ভর দয়ার সাগর ;
পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার।
যে পারে সহিতে দুঃখ নিঃক্ষোভ-অন্তর
সেই জন যোগ্য প্রশংসার।
ছাড়িয়া ক্ষিপ্ততা সখি! কর উপাসনা
হৃদয়ে লভিবে দিব্য বল।
যারে চাও তার শুভ করহ কামনা
অবশ্য হইবে সুমঙ্গল।
উপাসনা একমাত্র সিদ্ধির সোপান,
সখি রে ভাবনা শুধু মিছে।
জীবন মরণ সখি! সম যার জ্ঞান,
তার বল কি অসুখ আছে?
মানবের সুখ দুঃখ মনের অধীন
শরীর তাহার চিরদাস।
মনঃ যার অবিচল, ঈশপদে লীন,
দুঃখ তার সুখের উচ্ছ্বাস।
চখে সখি! বল কত পায় দেখিবারে?
দৃষ্টি-শক্তি মনের বিশেষ।

বিরহে বান্ধব-জনে স্ফুটতর হেরে
মানস-নয়নে অনিমেষ।
প্রিয়জন যেই যার দূরে কি নিকটে
কিছুতে সে স্বতন্তর নয়।
শরীরের ছাড়াছাড়ি ব্যবধানে ঘটে,
মনঃ কিন্তু মিলে মিশে রয়।
প্রেমিকের মনে সেই মিলনের সুখ
সদাই রয়েছে জাগরিত।
আত্মঘাতী মহাপাপী, সে সুখে বিমুখ
মরণে কেবল প্রতারিত।"
এইরূপে শশিকলা বুঝাইছে কত
সুব্রতা নীরব অচঞ্চল।
কীটদষ্ট ক্ষতমূল লতিকার মত
দিন দিন বিশীর্ণ দুর্ব্বল।
হাহুতাশ নাহি মুখে, বুকে শোক জ্বলে
পয়নের অনল যেমন!
ক্ষুধা তৃষ্ণা হাসি কান্না সুখ দুঃখ ভুলে
দিনরাত কেমন কেমন।

ছাড়িয়াছে আশা-হাল ; জীবনের তরী
ডুবিল ডুবিল এইবার।
উত্তাল তরঙ্গ-মুখে যদি যায় পড়ি'
পতঙ্গ কি পায় রে উদ্ধার ?
ছিন্নবৃন্ত অৰ্দ্ধস্ফুট কমলকোরক
শুখাইল হায় রে ! বিষাদে।
বিরহ-শিশির তার জীবন-নাশক
অকালে পাড়িল পরমাদে।
প্রতিহৃদে দ্বারকার শোকের উচ্ছ্বাস
প্রতিঘরে রোদনের রোল।
সুখের প্রতিমা দুটী লভিল বিনাশ
সবাকার মুখে এই বোল !
দেবদূত দেবকন্যা যেন ধরাতলে
কত দিন লীলা খেলা করি।
ডুবাইয়া রাজধানী শোকসিন্ধু-জলে
চলি গেল পৃথিবী আঁধারি।
শশিকলা কাঁদে দুঃখে করি হাহাকার
সুব্রতার বুকে বুক রাখি।

পরাইয়া বেশ ভূষা শরীরে তাহার
কস্তূরী কুঙ্কুম দিল মাখি।
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ ধূপ রাশি রাশি
জ্বালাইয়া জ্বালিলেক চিতা।
অনলে অনল যথা শব গেল মিশি
দিগঙ্গনা ধূমে ধূসরিতা।
সরোদন বেদধ্বনি করে চারিভিতে
রাজকুল পুরোহিতগণ।
সে উজ্জ্বল চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে
হল ভস্ম-মুষ্টিতে গণন।
সহসা সুখের দৃশ্য হ'ল অন্তর্হিত
শোকের উপরে পুনঃ শোক।
সুখের প্রদীপ দুটী হল নির্ব্বাপিত
ক্ষণ তরে প্রদানি আলোক।
সুবর্ণ-পিঞ্জরে দুটী শারী শুক পাখী
আমোদে খেলিয়া নিরন্তর।
কোথায় উড়িয়া গেল সবে দিয়া ফাকি?
—শূন্য পড়ি রহিল পিঞ্জর।

প্রসেন পুরুষরত্ন, স্ত্রীরত্ন সুব্রতা,
স্যমন্তক মণি-রত্ন আর।
একদা বিলুপ্ত হেন তিন রত্ন যথা
হেথা শুধু বিরাজে আঁধার।
বিরচিলা কবিগণ ভাবের উচ্ছ্বাসে
নানাছন্দে বিষাদ-সঙ্গীত।
পথে যেতে পথিকেরা গায় শোকাবেশে,
শুনি চিত্ত হয় বিগলিত।
কিবা ঘোর অভিশাপ অনলে জ্বলিয়া
সুখ-সৃষ্টি পুড়িল অকালে ;
রাজা, রাজ্য পরিতপ্ত, সকলে মিলিয়া
করাঘাত হানিছে কপালে।
প্রচারিছে কোন কোন রাজকর্ম্মচারী
স্বার্থবশে মিথ্যা সমাচার।
"শ্রীকৃষ্ণ লইলা মণি প্রসেনে সংহারি ;
—চক্রীর চাতুরী বুঝা ভার।"

ইতি স্যমন্তক কাব্যে শোকোচ্ছ্বাস নাম
পঞ্চম বিকাশ।

ষষ্ঠ বিকাশ।

মহর্ষি তপন বসি, ঋষিকুল-পতি
বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ, যথা বৈশ্বানর
ভস্মমাঝে তেজোময় ;
নিঃস্পন্দ নয়নদ্বয়,
শিরে জটাভার কিবা শোভিছে সুন্দর,
ধ্যান-মগ্ন নির্ব্বিকার গম্ভীরমূরতি !
পর্ণাশা নদীর তীরে 'শতবিল্ব'-বনে
ঋষি মণ্ডলীর কিবা সুচারু আস্থান।
যজ্ঞবেদী সারি সারি,
অহ ! কিবা মনোহারী
কুটীর বিরাজে শত, পর্ণ-নির্ম্মাণ,
সঞ্জীবিত ঋষিপত্নী-পুত্র-কন্যা-গণে।
সেফালী বকুল বক জবা করবীর,
অশোক কিংশুক নীপ চাঁপা কোবিদার,
ছোট বড় নানা মত
বিল্বতরু শত শত
শোভিছে তুলসী কত ঘেরি চারি ধার,
অদূরে তটিনী বহে, স্বাদুস্বচ্ছ নীর।

ধূপগন্ধ গন্ধবহ করিয়া হরণ
দূর হ'তে অভ্যাগতে করে অভ্যর্থনা,
পাখীর ললিত গানে
অমিয় বরষে কাণে,
ঘুচায় মনের তাপ অশেষ যাতনা,
আশ্রম, ভূতলে যেন স্বর্গের স্বপন।

কোথা বসি কৃতচূড় ঋষিপুত্র মিলি,
সুমধুর স্বরে সাম করিতেছে গান।
কুসুম-কোমল-করে
কেহ বা চয়ন করে
বনজ কুসুম নানা, সুরভি-নিধান;
সমিধ-সংগ্রহে কেহ অতি কুতূহলী।

কুশপত্র ঋষিদের বহুমূল্য ধন,
কুটীরের চালে ন্যস্ত শোভা অতিশয়।
পত্র, পুষ্প, দুর্ব্বাদল,
বন্যফল, নদীজল;
প্রকৃতি-সুলভ বস্তু পূজার বিষয়,
সরস দারিদ্র-ব্রত করে উদ্‌যাপন।

গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র কারো পরিধানে,
ভূর্জ্জত্বক্ করে কারো অঙ্গ আচ্ছাদন;
বিভব কেবলমাত্র,—
সঙ্গে অলাবুর পাত্র,
রুদ্রাক্ষ, বৈণবদণ্ড, ভস্মবিলেপন;
ধনশালী এঁরা সব অধাতব ধনে।

শরীরে সরলা সাধ্বী তাপস-পত্নীর,
স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কার শোভেনি কখন;
বনলতা, বনফুল,
সর্ব্ব-আভরণ-মূল।
মুখে হাসি; প্রেম-রাশি, হৃদয়ে ভূষণ।
ঋষিপত্নী, প্রতিকৃতি চারু প্রকৃতির।

আশ্রমতরুর মূলে কেহ কক্ষে করি,
পর্ণাশার স্নিগ্ধ বারি করিছে সিঞ্চন।
আপন অপত্য-জ্ঞানে
নীবারতণ্ডুল-দানে,
তুষিতেছে কেহ কোথা মৃগ-শিশুগণ,
বাধা-ভীতি-পরিশূন্য বন্য শুক শারী।

ধন-লক্ষ্মী চঞ্চলার কৃপার ভিখারী
নাহি হেথা ; জ্ঞান-লক্ষ্মী পূজে ঋষিকুল।
—অচঞ্চলা শ্বেতমূর্ত্তি
বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফূর্ত্তি
শ্বেতগন্ধ অনুলেপ, ভূষা শ্বেতফুল,
শ্বেতাব্জ আসন —হৃদ্‌পদ্ম অনুকারী।

কল্পনা-বল্লকী বাজে মৃদুল মধুর,
লেখনী-পুস্তক-হস্তা সুবিদ্যাদায়িনী ;
মুখে শরদিন্দুভাস,
মৃদু হাসি পরকাশ ;
বাগীশ্বরী জ্ঞানরত্নোজ্জ্বল-কিরীটিনী,
অজ্ঞান-তিমির-পুঞ্জ করিতেছে দূর।

ঋষিদের জটাজূট-বিমণ্ডিত শিরঃ,
কবিতার উৎস ; নানা জ্ঞানের আধার।
—সুকঠিন নারিকেলে
মিষ্ট জল যথা মিলে ;
সরস্বতী করে অন্তঃপ্রবাহ-সঞ্চার,
ধূর্জ্জটির জটে যথা বহে গঙ্গানীর।

ঋষিগণ সর্ব্বভূতে দয়া-পরবশ,
নির্ম্মল-হৃদয়, পাপ-আসক্তি-বিহীন,
জ্ঞানের প্রদীপ তায়,
জ্বলে দীপ্ত-প্রতিভায়।
ছাই ভস্মে দেহকান্তি করিছে মলিন,
বাহিরে কর্কশ ভাব, অন্তর সরস।

সত্রাজিৎ নরপতি ছাড়ি রাজ্যপাট,
আচার্য্য-সদনে যায় বিষাদিত মনঃ।
আশ্রমের কি মহত্ত্ব!
শোক-উপহত-চিত্ত
জুড়াইল, শান্তিরসে ডুবিল জীবন;
মোহরুদ্ধ হৃদয়ের খুলিল কপাট।

গুরুপদ-সরসিজে করি প্রণিপাত,
বলিলা কাতরে, শিরে নিয়ে পদধূলি।
"প্রভো! করুণার নিধি!
শোকে শোকে নিরবধি
জ্বলিতেছি; সেই জ্বালা যেতে নারি ভুলি,
জুড়া'তে উপায় কিছু নাহি পাই নাথ।

ভাসিত প্রসেন-রূপ সোণার কমল
মানস-সরসে মোর প্রদানি আমোদ;
কাল-মদমত্ত-করী
সমূলে নির্ম্মূল করি
উৎপাটিল তারে, মনঃ না মানে প্রবোধ;
জীবনের সুখ শান্তি ঘুচিল সকল।

অসার এ জীবনের আশার উদ্যানে,
মমতার চারুলতা রোপি, অকাতরে
সিঞ্চিলাম স্নেহ-জল;
হায়! না ফলিতে ফল,
দুর্য্যোগ-ঝটিকা আসি ছিঁড়িল তাহারে,
আজি এ জগৎ শূন্য সে লতাবিহনে।

সুকোমল লতিকাটী মূর্ত্তি নম্রতার,
একটী আঁচড় কভু গায়ে লাগে নাই।
জানেনি বুঝেনি বালা,
সংসারের দুঃখ জ্বালা;
অকস্মাৎ বজ্রানলে পুড়ে হল ছাই!
—রহিলনা জীবলোকে কোন চিহ্ন তার।

কুলপতি!, কুলক্ষয় এবে অনুমানি;
আকুল পরাণ সদা শোকের তাড়নে,
পুনঃ পুনঃ কি বিপদ,
ভরসা শুধু শ্রীপদ,
—শান্তিসরোবর ইহা সংসার-শ্মশানে।
সুখের পরশমণি ওচরণখানি।

হায়! কিবা হতলিপি, দগ্ধ অদৃষ্টের,
মুহূর্ত্ত ভাবিতে নাহি পাই অবসর।
পদ-রক্তকোকনদ,
জীবের অমৃতহ্রদ;
দরশনে জুড়াইতে নয়ন অন্তর,
আগমন-প্রয়োজন আজি এ দাসের।

ইচ্ছা হয় থাকি সদা পড়িয়া এথায়!
দিবা রাত্রি সেবা করি চরণকমল।
বিষয়-পাবককুণ্ডে
জ্বলি পুড়ি দণ্ডে দণ্ডে,
রাজত্ব, প্রজার ঘোর দাসত্ব কেবল।
হৃদয়ে চিন্তার ঢেউ সতত খেলায়।"

"বৎস !" হাসিমুখে ঋষি করিলা উত্তর,
"রাজত্ব, তোমার শুধু মহত্ত্ববিকাশ।
তোমায় নির্ভর করি,
শত শত নর নারী
দুর্ব্বল, প্রবল হতে নাহি পায় ত্রাস ;
দীন দুঃখী তব কাছে জুড়ায় অন্তর।

প্রজার নিয়ন্তা তুমি, যোগ্য এ কাজের ;
তাই গুরুভার তোমা দিলা ভগবান্।
প্রজার পালনকর্ম্ম
এ নহে সামান্য ধর্ম্ম,
নিরুদ্বেগে করি মোরা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান
তোমার আশ্রয়ে, তুমি ভাগী ষষ্ঠাংশের

সমাজের বহির্ভূত ধর্ম্ম কভু নয়।
কর্ত্তব্যের পথে সদা হও অগ্রসর
বিশ্বের হিতৈষী যাঁরা
বিশ্বেশের প্রিয় তাঁরা,
দয়া-স্নেহ-শোক-মাখা যাঁদের অন্তর,
ভূতলে দেবতা তাঁরা নাহিক সংশয়।

সংসারের দুঃখে যার নাহি দুঃখ-জ্ঞান,
প্রলয় হলেও যার না পড়ে পলক,
পর অশ্রু নিরখিয়া
নাহি পোড়ে যার হিয়া ;
হউক্ সে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক,
পৃথিবীর ঘোর শত্রু কে তার সমান ?

অই যে কানন-তরু কত উপকার
করিছে ধরার, কত জীবের আশ্রয় !
কিন্তু যেই উদাসীন
সমাজ-সম্পর্ক-হীন,
সংসারের একপ্রান্তে যাপিছে সময় ;
তার চেয়ে শিলাখণ্ড শত প্রশংসার ।

সমাজ-সুদূরে হেথা মোদের আবাস,
দেখ বৎস ! কিন্তু মোরা ছাড়িনি সমাজ,
একমাত্র অবিরত
লক্ষ্য পরহিত-ব্রত ;
বিশ্বের মঙ্গলচিন্তা, আমাদের কাজ,
বিপথগামীর শাস্তা শাস্ত্রের প্রকাশ ।

শুধু এই ঋষিদের পবিত্র আশ্রম,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি করিয়া সঞ্চার,
উচ্চ সভ্যতার শীর্ষে
স্থাপিলা ভারতবর্ষে ;
করিয়াছে বরণীয় সমগ্র ধরার।
বিধানিছে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজনিয়ম।

সদাচার নীতি ধর্ম্ম করিয়া পালন,
করিবে স্বধর্ম্ম-সেবা রক্ষিতে সমাজ।
সমাজের শ্রেষ্ঠগণ
করে যাহা আচরণ,
কিম্বা তারা সমর্থন করে যেই কাজ,
অনুকৃতি করে তার জনসাধারণ।

সুবিশাল সমাজের মস্তক আমরা
ঋষিকুল ; উপদেষ্টা ব্রাহ্মণনিকর
সমাজের মুখ চারু।
ক্ষত্র বাহু, বৈশ্য উরু ;
শূদ্রগণ আর (যাতে করিয়া নির্ভর
চলিছে সমাজ) পদ ইহার তাহারা।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যার যা আছে বিহিত,
যদি কোন শ্রেণী হয় নিষ্ক্রিয় নিশ্চল,
হায়! যথা পক্ষাঘাতে;
তবে যায় অধঃপাতে
সমাজ, হারায় আশু হৃদয়ের বল,
প্রতিপদে ঘটে তার নিতান্ত অহিত।

বেদ-ব্রাহ্মণ্যের প্রতি করি দোষারোপ,
তখন সমাজদ্রোহী যত কুলাঙ্গার,
ইন্দ্রিয় সুখের কামী
সহজে বিপথগামী
ধরে বিজাতীয় ভাব, চলে স্বেচ্ছাচার!
করে স্বীয় জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম লোপ।

রাজা প্রজা ধনী দীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল,
উচ্চ নীচ গৃহী যতি বিজ্ঞ নিরক্ষর,
একি সমাজের অঙ্গে
বাস করে এক সঙ্গে
এক পরিবারভুক্ত সবে চিরকাল,
সহায়তানিরপেক্ষ নহে পরস্পর।

তুমি রাজা, নাহি কর প্রজার পালন ;
তবে তুমি প্রজাদ্রোহী স্বধর্ম্মে পতিত।
প্রজাদের শান্তি সুখ
সাধিবারে পরাঙ্মুখ
হও যদি, রাখ রাজ্য দৃষ্টিপথাতীত,
অর্জ্জিবে পাতক,—পাপ কর্ত্তব্যলঙ্ঘন।

ভোগের বাসনা সদা অন্তরে প্রবল,
বাহিরে বৈরাগ্যভাব তপঃ-আচরণ,
সে যে শুধু কায়ক্লেশ,
নাহি তাতে পুণ্যলেশ ;
কাজেতে সংসারী, ফলে ত্যাগী যেই জন,
সেই যোগী, সেই সুখী ভূতলে কেবল।

ধন মান জয় কিম্বা নামের কাঙ্গাল,
যে জন বিষয়ি-প্রায় সুখ-ভোগ-কামী,
রোগে শোকে যায় গ'লে,
অথচ মুখেতে বলে,
'সোঽহম্'—'আমিই ব্রহ্ম'—'পরমাত্মা আমি' ;
সে যদি সন্ন্যাসী, তবে কে আর চণ্ডাল ?

ভোগসুখে অনুরক্ত সকাম মানব,
অনুষ্ঠিবে বর্ণাশ্রম-বিহিত আচার।
স্রোতোবেগ-অনুকূলে,
সাঁতারি যাইবে বলে
গম্যস্থান লক্ষ্য যেন থাকে পরপার;
প্রতিকূলে যে চলিবে তার পরাভব।

ক্রমে ক্রমে রোগ শোক বিরহ যাতনা
সাহসে নির্ভরি শিরে লইবে পাতিয়া।
বিপদে করোনা ভয়,
"ঈশ্বর করুণাময়"
এ দৃঢ় ধারণা মনে রাখিবে পুষিয়া,
বিষয় অনিত্য, বৃথা সুখের কামনা।

এরূপে নিষ্কাম চিত্ত যবে মানবের,
কোথাও কিছুতে ক্ষুব্ধ নহে তার মনঃ।
লাভ নাহি চাই সেই,
অলাভে বিরক্তি নেই,
ক্রীতদাস-সম করে নিদেশ পালন;
ফলভোগ-স্পৃহা-শূন্য আপন কাজের।

কর্ম্মশীল হয়ে করে স্বভাবের বশে,
আহার বিহার কিম্বা ধর্ম্ম আচরণ;
ঘটনা-চক্রের সনে
ঘুরে ফিরে, কিন্তু মনে
আসক্তির বীজ নাই, যা ঘটে যখন
ক্ষুতজৃম্ভনের মত করে অনায়াসে।

বিষাদের হেতু মাত্র আসক্তি কেবল,
'সে আমার' 'আমি তার' এই ক্ষুদ্র জ্ঞান,
সমস্ত দুঃখের মূল।
তবু মানবের ভুল,
বিশ্বের কল্যাণ-ব্রতে নহে ধাবমান ;
বুঝেনা 'সবার আমি' 'আমার সকল'।

মানবের আদি অন্ত দুই(ই) অন্ধকার,
কোথা হ'তে আসে জীব কোথা চ'লে যায় ?
চির দিন নাহি রয়,
দু'দিনের পরিচয়,
জীবন চলিয়া গেলে সম্বন্ধ ফুরায়।
কেবা তুমি ? শোক বল করিতেছ কার ?

জননী-জঠরে যবে জীবের উদয়,
তখনি মরণ তাকে রহে আলিঙ্গিয়া;
সারাজীবনের পথে
ভ্রমিয়া মৃত্যুর সাথে,
প্রতিপদে প্রতিপলে মরিয়া মরিয়া
চলে জীব, মরণেরে মিছে কেন ভয়?

আত্মার বিনাশ নাই; করমের ফলে
নিজ নিজ গতি লাভ করে জীবগণ।
সলিল-বুদ্‌বুদ-প্রায়
একান্ত নশ্বর কায়,
তারতরে বৃথা খেদ করে মূঢ় জন;
মরণ অবশ্যম্ভাবী, ঘটে যথাকালে।

নানা-দূর-দেশাগত প্রবাসিসকল,
পান্থশালে কিছুক্ষণ করি অবস্থান,
যার যথা অভিপ্রায়
অনায়াসে চ'লে যায়;
পুনর্ব্বার কেহ কারো না লয় সন্ধান।
ইথে শোক দুঃখ ভাবি আছে কোন্ ফল?

নানা-জ্বালা-পূর্ণ এই ভব-কারাগারে,
আছে যদি এত সুখ জীবের লাগিয়া ;
এ কারা ছাড়িবা মাত্র
বিশাল উন্মুক্ত ক্ষেত্র
লভি জীব পরলোকে কতসুখ পায়,
কেন তুমি মনে হেন দেখ না ভাবিয়া ?

সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিন প্রকৃতির রীতি ;
কিবা ইচ্ছা বিধাতার কিবা লীলা তাঁর !
আণবিক দ্রব্য যত
অণুতেই পরিণত,
কালে কালে ধরিতেছে বিবিধ আকার ;
রূপান্তর, প্রকৃতির প্রধান প্রকৃতি।

দেখ প্রভাতিক সূর্য্য অহ ! কি উজ্জ্বল,
কিবা শোভা তপ্ত লৌহপিণ্ডের মতন ;
আবার মধ্যাহ্নাকাশে,
দেখিতে দেখিতে ভাসে,
বাড়া'য়ে সহস্র কর, ধাঁধা'য়ে নয়ন।
এখনি ডুবিবে সাঁঝে—আঁধারি ভূতল।

কর বৎস ! অবধান, চেয়ে দেখ কাছে ;
এই যে বিটপী বট দাঁড়ায়ে উন্নত,
বীজ-গর্ব্ভে বিনিহিত
ধূলিমাঝে লুক্কায়িত
ছিল কতকাল হায় ! পরে ক্রমাগত
বে'ড়ে ক'মে বন যু'ড়ে এই ভাবে আছে।

আবার কালের বশে, কি আছে সংশয় ?
ধূলিমাঝে পরিণত হবে এর দেহ ;
দিবাকর, নিশাকর,
মহাসিন্ধু, মহীধর,
শুন বৎস ! চিরস্থায়ী নয় নয় কেহ,
ভিন্নভাব ধরে সবে বিভিন্ন সময়।

এই যে পর্ণাশা নদী আশ্রমের ধারে,
ছিল পাষাণের গাত্রে স্বেদধারা যথা;
শুষ্ক পর্ণ সরাইয়া
মৃদু মন্দ প্রবাহিয়া
চলিতে দেখেছি, এই সে দিনের কথা ;
স্ফীত-বক্ষে এবে চলে কত বেগ-ভরে !

এই যে লহরী তার উপর হইতে
অনন্ত সিন্ধুর মুখে করিছে গমন।
গড়াইয়া গড়াইয়া
একে অন্যে আঘাতিয়া
উত্থান, পতন ; ক্রমে উত্থান, পতন ;
কোথা তার পরিণতি কে পারে বলিতে ?

এই যে উঠিল শব্দ (ছোটিকার ধ্বনি
করিলেন ঋষিবর)—শুনিলে শ্রবণে ?
ছিল কোথা ? গেল কই ?
অণুর কম্পন বই
নহে কিছু ইহা। কিন্তু অনন্ত গগনে
পরিপাক তার, ইথে বল কার হানি ?

আত্মা অবিনাশী, নাই অণুর বিনাশ ;
ইহাদের তরে শোক সমুচিত নয়।
যতদিন নহে মোক্ষ,
পরোক্ষ কি অপরোক্ষ
জন্ম, জরা, মৃত্যু আদি অবস্থা-নিচয়,
প্রকৃতির সাময়িক স্ফুরণ—বিকাশ।

এক গৃহ ছাড়ি গৃহী, অন্য গৃহে যথা
প্রবেশে আপন কাজ করিতে সাধন।
সেইরূপ নিরন্তর
দেহ ছাড়ি দেহান্তর
সমাশ্রয় করে দেহী, এ যদি মরণ;
ভেবে দেখ আছে ইথে শোকের কি কথা?

দাস দাসী পরিবার আত্মীয় স্বজন,
ধন ধান্য গৃহ আদি বিভব সম্বল,
চিরস্থায়ী নহে কিছু;
দুই দিন আগু পিছু
আমি যাব, তুমি যাবে—যাইবে সকল।
আপন শরীর হায়! নহে রে আপন।

রঙ্গালয়ে নর নারী মিলি এক সাথে,
হাসি কান্না নানাভাব করে প্রদর্শন।
কেহ পিতা, কেহ পুত্র,
কেহ শত্রু, কেহ মিত্র,
কেহ ভ্রাতা, কেহ পতি, পত্নী কোন জন।
ঘুচে এই মিছা রঙ্গ যবনিকা-পাতে।

জন্ম মৃত্যু বিধাতার মঙ্গল বিধান ;
তাঁরি শুভ ব্যবস্থায় দিবা-রাত্রি-ভেদ।
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
তাঁহার ইচ্ছার জয়
হউক সাধিত ; বৃথা না করিও খেদ।
যে দিলা, লইলা পুনঃ সেই ভগবান্।

যে বিধির কৃপা-চিহ্ন, গর্ব্ভপূর্ণকালে
মাতৃস্তনে স্তন্যরূপে করি নিরীক্ষণ।
ছাড়ি কর্ত্তৃত্বাভিমান,
তাঁর প্রতি আস্থাবান্
হও সদা, কর স্বীয় কর্ত্তব্য পালন ;
শান্তি সুখ পাবে তাঁর অনুগ্রহ-বলে।

রাশি রাশি অর্থব্যয়ে যারে এত দিন
পুষিলে যতনে ; সেই নির্ম্মম এখন।
না করিও দুঃখবোধ ;
এরূপে হইল শোধ,
জন্মান্তরে তোমাতে যা ছিল তার ঋণ।
সংসারীর পক্ষে এই সান্ত্বনা-বচন।

কায়মনে কর সেবা সতত বিভুর,
তাতেই পরমা প্রীতি পাবে তুমি হৃদে।
নিজ-প্রভু-কলেবরে
যে জন ব্যজন করে
সেও হয় সুশীতল, মাখে প্রভুপদে
তৈল যেই, হস্তজ্বালা তারো হয় দূর।

দেখ বৎস! দৃঢ়তর অঙ্কুশ-তাড়নে,
গম্য পথে করিবর বেগে দ্রুততর
হয় যথা প্রধাবিত।
সেইরূপ সমুচিত,
ধর্ম্ম-পথে মানবের হ'তে অগ্রসর;
শোকে দুঃখে দারা-পুত্র-মিত্রের নিধনে।

সাধনা কঠিন, সিদ্ধি সুকঠিন অতি,
নিতান্ত চঞ্চল তাহে মানবের মনঃ;
দেখ বৎস! ওই মূর্ত্তি
হৃদয়ে লভিবে স্ফূর্ত্তি,
সিদ্ধি-দাতা গণপতি বিঘ্ন-বিনাশন,
অধ্যবসায়ের কিবা জীবন্ত মূরতি।

প্রারম্ভে উৎসাহ চাহি ; অদম্য সাহসে
ঐরাবত-শুণ্ডসম উফাড়িবে যত
সম্মুখের বাধা ঠে'লে ;
সঞ্চারিবে বাহুমূলে
দ্বিগুণ শকতি, কভু না হবে বিরত।
কার্য্য দেখি "চতুর্ভুজ" লোকে যেন ভাষে

নির্ভরিবে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার উপর ;
সেই ভিত্তি সাধনার, মুষিক যেমন
ক্রমে ক্রমে স্বীয় পথ
কে'টে করে নিরাপৎ
শিলা কাষ্ঠ অন্তরায় না ডরে কখন ;
ধীর, কিন্তু স্থিরভাবে কার্য্যেতে তৎপর।

চাহি সহিষ্ণুতা, দেখ স্থূল খর্ব্ব তনু ;
কিন্তু সিদ্ধি একমাত্র লক্ষ্য দৃঢ়তর
হস্তিদন্ত-সম স্থিত,
না হইবে সঙ্কুচিত।
কি উল্লাস হৃদয়ের দেখ পৃথূদর!
ক্লান্তিহীন কান্তি, যেন নবোদিত ভানু।

দেখ বৎস! কিবা উচ্চ-ভাব-সমাবেশে
হইয়াছে এ অপূর্ব্ব মুর্ত্তির নির্ম্মাণ।
সর্ব্ব-ক্রিয়ারম্ভে তাই
উৎসাহের পূজা চাই,
সাধক সম্মুখে রাখি আদর্শ মহান্,
সাধিবে সঙ্কল্প নিজ নির্ভয়-মানসে।

যাও বৎস! রাজধানী, স্থির কর মনঃ,
উদ্বিগ্ন প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার বিহনে।
অত্যাচার উৎপীড়ন
হত্যা চুরি বিলুণ্ঠন
হইতেছে, কেহ কারো বাধা নাহি মানে,
উন্মত্ত, বন্ধন-মুক্ত ষণ্ডের মতন।

রাজার অভাবে দুষ্ট কর্ম্মচারি-চয়,
নিজদোষে আনে রাজ্যে বিসমবিপ্লব।
ধর্ম্ম অর্থ হয় নষ্ট,
প্রজাপুঞ্জ ভোগে কষ্ট,
চারি দিকে উঠে ঘোর হাহাকার রব,
বহে অশান্তির বায়ু পূতি-গন্ধময়।"

সত্রাজিৎ কিছু দিন যাপিয়া আশ্রমে,
ফিরিলা আলয়ে ; হল শোকের প্রবাহ
ক্রমে মন্দ মন্দতর,
পুনর্ব্বার নৃপবর
রাজকার্য্য যথাবিধি করিছে নির্ব্বাহ,
অথচ কিছুতে লিপ্ত নহে কোন ক্রমে।

যেন সে স্বর্গের প্রজা, স্বরগের দ্বার,
খুলিয়া রয়েছে তার নয়নের আগে।
ফুরালে প্রবাস-বাস,
প্রারব্ধ হইলে নাশ,
মিলিবে মঙ্গলময়ে সদা হৃদে জাগে,
দেখিবারে পায় স্নিগ্ধ করুণা ধাতার।

ইতি স্যমন্তককাব্যে শোকাপনোদন নাম
ষষ্ঠ বিকাশ।

সপ্তম বিকাশ।

আসিল শরৎ ঋতু, বিশ্ব আলোকিয়া।
বহে ধীরে নিরমল সুনীল অম্বরে
ধবল জলদ-স্তূপ,
মরি কিবা অপরূপ!
প্রশান্ত সাগরে শুভ্র বাস্প উগারিয়া,
ছুটিছে অর্ণবপোত যেন অতি ধীরে।
পথ ঘাট পরিশুষ্ক, কর্দ্দমের রেখা
নাহি কোথা; সুখ-গম্য সর্ব্বত্র ভূতল।
প্রসারি উদার কর,
বর্ষিতেছে শশধর
রজত-চন্দ্রিকা-ধারা স্নেহ-সুধা-মাখা,
বসুধা-রাণীর শিরে,—অভিষেক-জল।
ধবল-চামর-সম সুষমা বিকাশি,
বিকশিত কাশ-কুশ-কুসুম-স্তবক।
প্রকাশে বিমল ভাতি,
আকাশে তারার পাঁতি;
—হেরি হেরি নিশাকালে হাসে অট্টহাসি,
গরবে সরসীজলে কৈরব-কোরক।

সাজিয়া অপূর্ব্ব সাজে শরৎসুন্দরী,
চলিছে হেমন্ত-গৃহে প্রফুল্ল-অন্তর।
মধুর মধুর হাসে,
আননে আনন্দ ভাসে;
নিশ্বাস-পবনে বহে সেফালী-মাধুরী।
প্রকৃতির মহোৎসব অহ কি সুন্দর!

প্রকাশিল দশদিক্ সুবর্ণ-প্রভায়;
—প্রকৃতির দশ বাহু শোভিল উজ্জ্বল।
অন্তরীক্ষ, জল, স্থল,—
তিন চক্ষুঃ সুবিমল,
কমলে চরণ শোভে অপূর্ব্ব শোভায়;
লতাপুঞ্জ, জটাজুট-উপমার স্থল।

মণিরত্ন-বিখচিত-মালার তুলনে,
অপরাজিতার মালা, যাই বলিহারি!
—নিশ্চয় অ-পরাজিতা,
অতিশয় শোভান্বিতা,
নিকুঞ্জ উজলি রহে সুনীল বরণে;
ফুটিছে বাঁধুলী-ফুল ওষ্ঠ-অনুকারী।

কদলী দাড়িম্ব ধান্য হরিদ্রা মানক।
কচু বিল্বতরু আর জয়ন্তী অশোক।
আহরিয়া সযতনে
প্রকৃতির অভিজ্ঞানে,
(হায় রে উদ্ভিদ্ কত মঙ্গলদায়ক
মানবের !)—ভক্তিভরে পূজিতেছে লোক

প্রচণ্ড নিদাঘ ঘোর মহিষ-আকার
না হতে বিলীন, একি ভয়ানক বীর
প্রমত্ত মাতঙ্গরূপ
মেঘপুঞ্জ স্তূপ স্তূপ,
কিবা বহুরূপী—অর্দ্ধ-মহিষ আবার ;
-আজি দেবী-পদাক্রান্ত নিস্তেজ শরীর।

দলিয়া দক্ষিণ-পদে প্রমত্ত কেশরী—
দারুণ শিশিরে,—রণ-রঙ্গিণীর বেশ
ধরিছে প্রকৃতি দেবী,
মরি কি মোহন ছবি!
শরতে ; বসন্তে যথা বাসন্তী সুন্দরী।
-মহানন্দে মহোৎসবে পরিপূর্ণ দেশ।

শুভ বিজয়ায় যাত্রা মণির উদ্ধারে
করিলেন বাসুদেব চিন্তিত-অন্তর।
ভ্রমি নানা গিরি বন
উপনীত নারায়ণ
সৌকদন্ধ-গিরি-মূলে হংসবতী-তীরে ;
প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি কিবা মনোহর !

কত শৃঙ্গ উপত্যকা অধিত্যকা কত,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া বীর অন্বেষিয়া চায়।
শ্বাপদের পদ-ক্ষুণ্ণ
মাঝে মাঝে পথ-চিহ্ন
দেখা যায়, তবু নহে গমনে বিরত ;
প্রবেশিলা পরিশেষে ভীষণ গুহায়।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরু অতি দীর্ঘতর,
স্থানে স্থানে স্থির ভাবে আছে দাঁড়াইয়া
ঊর্দ্ধে বাড়াইয়া মাথা
ভূধরের সমুচ্চতা
স্পর্দ্ধা করিতেছে যেন, অথবা তৎপর
হেরিতে তপন-মুখ শিরঃ উত্তোলিয়া।

অথবা সংসার-ভীত যোগীর মতন,
পৃথিবীর পাপ-তাপ-ঝটিকা হইতে
বাঁচাতে আপন কায়
গহ্বরে লুকায়ে হায় !
রহিয়াছে ধ্যান-রত, সমাধি-মগন ;
কতদিন কতযুগ গেল হেন মতে।

লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ, আঁধার কেবল ;
কে আছে সাহসী হেন পশিতে গুহায় ?
ভুজঙ্গম শত শত,
শার্দ্দূল ভল্লুক কত।
যেন সে গহ্বর মহাকালের কবল।
সিংহের গর্জ্জন কোথা মেঘ-মন্দ্র-প্রায়।

একাকী ভীষণ বনে (অহ! কি সাহস!)
অঙ্গে বর্ম্ম, সঙ্গে মাত্র তীক্ষ্ণ তরবার।
চলিলেন যদুপতি
বিন্দুমাত্র নাহি ভীতি,
মৃত্যুর অধিক দুঃখ ভাবে অপযশঃ
সাধুগণ ; অসাধুরে নিন্দা অলঙ্কার।

বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ গহ্বরের কায়।
পদাগ্র নূতন পথ করিছে নির্ম্মাণ।
বৃক্ষ-মূল তৃণ লতা
অবলম্বি চলে কোথা,
হেন মতে বহু কষ্টে নামিয়া গুহায়,
শুনিলা ক্বচিৎ বাল-সান্ত্বনার গান।

"ওরে সোণা মণি! ওরে বাছাধন!
কি সুন্দর মণি দেখ মোর হাতে।
আয়, কোলে নিয়ে যাব রে এখন
বেড়াইতে তোর মামার বাড়ীতে।

হেথা তোর মাসী আসি হাসি হাসি,
কোলে নিয়ে তোরে দিবে চাঁপাকলা।
মামী দিবে ক্ষীর, মামা দিবে বাঁশী,
দাদা তোর গলে দিবে গুঞ্জা-মালা।

তোর দিদি বুড়ী হাঁটে গুড়ি গুড়ি;
আদরে চুমিয়া তোর মুখখান,
কোলে নিয়ে তোরে মাথা নাড়ি নাড়ি,
কত কি গাইবে আহ্লাদের গান।

আয় সোণা! আয় মোর যাদুধন!
কেঁদে কেঁদে বাছা! কষ্ট পাও শুধু;
বাবা তোর, ঘরে আসিবে যখন
বলিব আনিতে টুনটুনে বধূ।

কাঁদিতে মাণিক; মুকুতা, হাসিতে
ঝরিবে তাহার কিবা নিশি দিবা।
"বাবা" ব'লে মোরা তোমারে ডাকিতে
ডাকিবে তোমারে সেও "বাবা" "বাবা"

আছে এক বুড়ী ও বনের ধারে;
মুলো-পানা দাঁত কুলো-পানা কাণ।
দুই পায়ে গোদ, পিঠে কুঁজ ধরে,
গলে গণ্ডমালা; দেখে কাঁপে প্রাণ!

চুপে চুপে সেই ফিরে বাড়ী বাড়ী,
কাঁদিতে শুনিলে ধরে ছেলে পিলে।
লতা দিয়া মুখ দৃঢ় বদ্ধ করি
তাড়াতাড়ি ঝাঁড়ী পূর্ণ করে থ'লে।

ঘরে নিয়া লৌহ-চিমটা পুড়িয়া,
চোখ দুটী তার খসাইয়া লয়।
না পারে সে কোথা পালাতে ছুটিয়া,
যেই খানে রাখে সেই খানে রয়।

নাহি দেয় খে'তে রাখে অনাহার;
কফ থুথু দেয় শিশুদের গালে।
দেয় টিপিবারে গোদ, কুঁজ তার,
মারে কাঁটা দিয়া সকালে বিকালে।

আয় যাদুমণি! আয় বাছা! কোলে,
কি সুন্দর মণি দেখ মোর হাতে!
আয়, পরাইয়া দেই তোর গলে;
হেন বস্তু আর নাহি এ জগতে।

প্রসেনেরে সিংহ করিল সংহার,
সিংহেরে বধিল তোমার জনক।
কেঁদোনা কেঁদোনা বাছা 'সুকুমার'!
ধরহ তোমার এই স্যমন্তক।"

বিজন গহ্বরে হেন বামা-কণ্ঠ-স্বরে
সহসা মানব-মনে কত ভাব জাগে।
শব্দমাত্র লক্ষ্য করি
ধীরে ধীরে অগ্রসরি
দেখিলা রমণী-মুর্ত্তি দাঁড়ায়ে কুটীরে;
ছল ছল আঁখি এক শিশু পুরোভাগে।

অপসারি তমঃ-পুঞ্জ মণি স্যমন্তক
শোভিছে শিশুর হস্তে ;—শ্রীকৃষ্ণের চিত
উৎফুল্ল, উৎকণ্ঠাযুত,
তবু নহে মনঃপূত
কাড়িয়া লইতে মণি, বাল-ক্রীড়নক ;
অথবা রমণী-অগ্রে হ'তে উপস্থিত।

গৃহ-স্বামী-অপেক্ষায় রহি কতক্ষণ,
দেখিলা অদূরে আসে চলিয়া হেথায়।
কিবা মূর্ত্তি সুভীষণ !
—দেখি সবিস্ময় মনঃ
বলিষ্ঠ বিশালবক্ষঃ প্রৌঢ় এক জন
অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্ব-স্থূল-কায়।

পরিধানে চর্ম্ম, শিরে তরঙ্গিত চুল
স্কন্ধ-বিলম্বিত, দীর্ঘ ঘন শ্মশ্রু-ভার
আবরি রয়েছে আস্য ;
মরি কি ভীষণ দৃশ্য !
স্থূল ওষ্ঠ, স্থূল নাসা, উদর সুস্থূল,
দীর্ঘ দন্ত, দীর্ঘ নখ, ভল্লুক-আকার।

সঙ্গেতে তনয়া তার কনক-বরণী
গিয়াছিল স্নানে, জল-প্রপাত-ধারায়।
জল-সিক্ত নীলশাটী
কি স্নেহে ধরিছে আঁটি,
সদ্যঃস্নাত বালিকার দেহ-লতা-খানি,
কি লাবণ্য মরি মরি ফুটিয়াছে তায়!

অগ্রসরি জাম্বুবান্ অতি ক্রোধ-ভরে
সেই আগন্তুক-পানে, করিয়া সন্দেহ
সিংহরাজ-গুপ্তচর;
কহে উচ্চে রে পামর!
কেন হেথা পশিয়াছ মরিবার তরে?
নিষেধিতে বন্ধু তোর নাহি ছিল কেহ?

এ বিশাল ভুজ মম কভু কোথা বাধা
পায় নাই, ধরে বজ্র-অধিক শকতি।
একই মুষ্টির ঘায়
করিব অবলীলায়
এখনই তোর মুণ্ড বিচূর্ণ শতধা;
আজি তোর শেষ দিন জানিস্ দুর্ম্মতি!

চর-বৃত্তি, চৌর-বৃত্তি একই সমান ;
তস্করে পাইনু যদি আপনার পুরে,
মা দণ্ডি কিরূপে ছাড়ি ?
কানন-বাসিনী নারী
গর্ব্ভে নাহি ধরে কভু তেমন সন্তান,
আততায়ী পেয়ে যেবা না মারিয়া ছাড়ে।

সিংহের সেবকাধম তুই গুপ্তচর।
রে জম্বুক ! জাননা কি আমি জাম্বুবান্ ?
ধূর্ত্তপনা যত আছে
না খাটিবে মোর কাছে ;
এখনি টুটাব সব দিয়ে এক চড়,
হে সন্ধানী ! যম তোরে করিছে সন্ধান।

নবীন-নীরদ-কান্তি, কি গাম্ভীর্য্যময় !
প্রতিভা-প্রভায় কিবা ললাট উজ্জ্বল !
রূপে তোর শত ধিক্,
কর্ম্মে ধিক্ ততোঽধিক ;
এ দস্যুতা কভু তোর উপযুক্ত নয়।
বাহিরে সরলশোভা অন্তরে গরল।

আজি যদি এ গরল নাহি করি ক্ষয়,
কাননের সুখ-শান্তি হইবে বিনাশ।
বহ্নি-কণা প্রধূমিত
না করিলে নির্ব্বাপিত
অচিরে পুড়িয়া রাজ্য হবে ভস্মময়।
শত্রুর প্রণিধি তুই; তোরে কি বিশ্বাস?

এত বলি এক লম্ফে ধরিলা সাপটি
আগন্তুকে জাম্বুবান্ মহাক্রোধ-ভরে।
তাহা দেখি যদুবর,
ধরি তারে দ্রুততর
নিঃক্ষেপিলা দূরে,—ভূমে পড়িয়া উলটি
উঠি ঋক্ষরাজ পুনঃ ধরিল তাঁহারে।

তুই বীরে মল্ল-যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর;
বনভূমি থর থরি কাঁপিল সঘন,
যথা ঘোর ভূ-কম্পনে।
অতি ভয়াকুল-মনে
পলাইল বনান্তরে যত বনচর,
বিমর্দ্দিত হ'ল লতা গুল্ম অগণন।

কতক্ষণে বাসুদেব ধরিয়া সবলে
ঋক্ষবরে, শূন্যে তুলি আঁখির নিমেষে
ভূতলে ফেলিলা ধীরে ;
স্তনন্ধয় শিশুটীরে
সন্তর্পণে রাখে মাতা যথা শয্যাতলে।
বিস্ময়-প্রবাহে গেল অভিমান ভে'সে।

এবার উঠিয়া প্রৌঢ় কহিলা বিনয়ে
নিরখিয়া আগন্তুক প্রতিদ্বন্দ্বি-জনে।
"কেবা তুমি বীরবর ?
দেব যক্ষ কিবা নর ?
এ ভীষণ গুহামাঝে বল কি আশয়ে
পশিয়াছ ? বল তব কি উদ্দেশ্য মনে ?

বীরত্ব কৌশল তব অতি চমৎকার !
দেবের অধিক বল তোমার শরীরে।
কি লজ্জা ! বলিতে হায় !
ক্রীড়া পুত্তলিকা-প্রায়
আছাড়িলে একে একে সপ্তদশ বার।
পরিচয়-দানে বীর তোষহ আমারে।

উত্তরিলা বীর "বাস দ্বারাবতী-পুরে,
বসুদেব-সুত আমি দৈবকী-নন্দন,
শ্রীকৃষ্ণ আমার নাম,
মথুরা জনমধাম;
মিথ্যা-অপবাদ মম দূর করিবারে
গহনে গহ্বরে করি মণি অন্বেষণ।

আরম্ভিলা জাম্বুবান্ অবনত লাজে;
"ক্ষম অপরাধ, কৃষ্ণ! ধৃষ্টতা আমার।
কেশব! দেবতা তুমি,
সমগ্র ভারতভূমি
ঘোষিছে সুযশঃ তব; বনভূমি-মাঝে
পশিয়াছে এইরূপ প্রতিধ্বনি তার।

"অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের পতন
ঘটে যথা; আবির্ভাব সেখানে তোমার।
বিনাশি দুষ্কৃতগণে
উদ্ধারিয়া সাধু জনে
করিবারে সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন,
দেখা দাও হ'য়ে তুমি যুগঅবতার।

পিতা উগ্রসেনে রুদ্ধ করি কারাগারে,
মথুরার সিংহাসন কংস দুরাচার
লভি, পুনঃ নিজপদ
করিবারে নিরাপদ্
রাখে কারাগৃহে ভগ্নী, ভগিনী-পতিরে ;
নিজ ভাগিনেয়গণে করিলা সংহার।

সামান্য সামন্তমাত্র, জনক তোমার
বসুদেব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ-গরিমায়।
মথুরাধিপের কন্যা
রূপে গুণে অগ্রগণ্যা
ধার্ম্মিকা দৈবকী দেবী ধর্ম্মপত্নী তাঁর।
বহু তপস্যায় দোঁহে লভিলা তোমায়।

কংসের করদ রাজা নন্দ বৃন্দাবনে
তব পিতৃ-সখা, বলী হৃদয়ের বলে,
কন্যা-প্রাণ-বিনিময়ে
বাঁচাইল দুঃসময়ে
তোমারে ; হইলে তুমি পালিত যতনে
যশস্বিনী যশোদার স্নেহচ্ছায়া-তলে।

অনিন্দ্য সুষমার স্থান মর্ত্ত্যে বৃন্দাবন,
তাহে মনোরম অতি কালিন্দীর তীর।
তাহে চারু-কুঞ্জবন,
কুঞ্জে দিব্য গোপীগণ ;
গোপবধূ-মাঝে কৃষ্ণ ভুবন-মোহন,
কৃষ্ণ-মুখে হাসি পুনঃ মরি কি রুচির !

সে হাসিতে যশোদার ক্ষরে স্তন্য-রাশি,
ফিরায় প্রবাহ-গতি রবি-তনয়ার।
গাভীগণ যায় ভুলি,
অর্দ্ধ-গ্রস্ত তৃণগুলি ;
ভক্ত-মনোমুগ্ধকারী সেই স্নিগ্ধ-হাসি,
শত্রু-হৃদে করে মহাভীতির সঞ্চার।

জলদস্যু নাগপতি কালিয় ভীষণ,
নিয়ে শত শত তরী, যমুনার জলে,
হরিত নির্ভয়-চিত্ত,
মথুরাবাসীর বিত্ত
গোধন প্রভৃতি, তারে করিলে দমন,
গর্ব্বোদ্ধত শিরঃ তার দলি পদতলে।

শুনিয়াছি আরো কত বীরত্ব-কাহিনী
তোমার, পুতনা আদি দৈত্য-নির্য্যাতন,
গোবর্দ্ধন গিরিবরে
উঠাইলে ছত্রাকারে;
যমল অর্জ্জুন-বৃক্ষ উফাড়িলে টানি,
শৈশবে করিলে তুমি শকট-ভঞ্জন।

বধিলে কংসেরে; তার সেই সিংহাসন,
—বিজয় লক্ষ্মীর দত্ত প্রীতি-উপহার
অহ! কি সরল মনে
প্রদানিলে উগ্রসেনে;
প্রবেশিলে অবশেসে সহ পরিজন
দ্বারকায়, সিন্ধু নিজে পরিখা যাহার।

জীবিকা লুণ্ঠন, আর নিবাস গহ্বরে
আমার, নৃপতি আমি হই এই বনে।
বিংশতি সহস্র প্রজা
খর্ব্বাকৃতি মহাতেজাঃ,
আপন-ইচ্ছায় তারা কাননে বিহরে,
কিন্তু আজ্ঞাধীন সবে সংগ্রামে লুণ্ঠনে।

শত-ক্রোশ-ব্যবধানে কিরাতের পুরে,
সিংহরাজ প্রসেনেরে করিয়া সংহার
বলদৃপ্ত সুপ্রমত্ত
হরিল প্রজার বিত্ত
নারী-সুত-সুতাগণে ; বধিয়া তাহারে
আপনার প্রজাগণে করিনু উদ্ধার।

পোড়াইনু দেশ তার ; মম সৈন্যগণ
লুটিয়া ভাণ্ডার লয় যে ইচ্ছা যাহার।
—চর্ম্ম শৃঙ্গ দন্ত হাড়
শেল শূল তরবার
নানাবিধ ধনুঃ তূণ শর তীক্ষ্ণধার,
আমি লইলাম মণি,—জয়-নিদর্শন।

মাণিকের মান শুধু বিলাসীর কাছে,
মস্তকে হৃদয়ে তারে বহিছে নিষ্ফল।
আলোদান বিনে আর্য্য!
সাধিবে সে কোন্ কার্য্য?
বল সেই আলোকের কিবা শক্তি আছে
মানবের মনোরাজ্য করিতে উজ্জ্বল?

দেবপ্রতিমার অঙ্গে এ যদি বিরাজে,
সুন্দরে সুন্দরে হয় অপূর্ব্ব মিলন!
স্বর্গের সরল হাসি
ল'য়ে এ ধরায় আসি
হাসে যে শিশুটী; তার হাতে ইহা সাজে,
—খেলনকে তুষ্ট সদা বালকের মনঃ।

তুমি কৃষ্ণ! নারায়ণ নাহিক সন্দেহ,
পদার্পণ হেথা তব নহে নিরর্থক।
মম এই অনুরোধ
না করিয়া ঘৃণাবোধ
জাম্ববতী কন্যা মম করহ বিবাহ,
কৌতুকে যৌতুক দিব মণি স্যমন্তক।

হে কৃষ্ণ! হে ভগবান্! কি বলিব হায়!
তব নিজ প্রতিবেশী বিমূঢ় মানব
তোমা হেন শ্রেষ্ঠ জনে
চিনিলনা; অকারণে
স্যমন্তক-অপহারী ভাবিল তোমায়।
নিজদেশে গুণী কভু না পায় গৌরব।

নিকটের মহাতীর্থ কে করে আদর?
গৃহস্থিত শালগ্রাম, যাহে অধিষ্ঠান
সতত বিষ্ণুর, হায়!
প'ড়ে থাকে উপেক্ষায়।
সংসারের রীতি এই হেরি নিরন্তর
দেশের ঠাকুর, দেশে না পায় সম্মান।

তোমার মহিমা সবে বুঝিবে অচিরে,
যবে উপস্থিত হবে তনয়া আমার
তব সনে দ্বারকায়,
—প্রত্যক্ষ প্রমাণ হায়!
পাইবে সকলে;—পশি ভীষণ গহ্বরে
কিরূপে করিলে তুমি মণির উদ্ধার।

মিথ্যা-অপবাদ তব যে মণিরতরে,
সে মণি করিবে তব গৌরব-বর্দ্ধন।
করিয়া অশেষ যত্ন
পালিয়াছি কন্যা রত্ন,
উৎসর্গিতে তব পদে বাসনা অন্তরে
কেশব! করহ তারে আনন্দে গ্রহণ।

স্বীকরিলা বাসুদেব, পরিণয়হারে
বরিলেন জাম্ববতী অতি রূপবতী ;
ততোঽধিক গুণ তার
শান্ত শিষ্ট ব্যবহার
অস্পৃষ্ট অঘৃষ্ট মণি যেমন আকরে
ভূগর্ব্বে ; গুহায় এই রমণী তেমতি।
কিবা প্রেম বালিকার, তুলনা তাহার
নাহি কিছু ; নাহি জানে কাপট্য ছলনা।
সরল তরল হাসি
গুহারি তিমির নাশি
নাশে হৃদয়ের তমঃ, ক্লেশ-দুঃখ-ভার,
দেবতার পুণ্যছবি অহ সে ললনা!
কোথা দ্বারকার সেই ঐশ্বর্য্য অসীম ?
কোথা গহ্বরের আর কঠোর দীনতা ?
তথাপি কৃষ্ণের চিত
নহে তাহে বিষাদিত
যোগীশ্বর হরি অহ কি মহামহিম!
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, ধন্য সহিষ্ণুতা!

ইতি স্যমন্তককাব্যে রত্নোদ্ধার নাম
সপ্তম বিকাশ।

অষ্টম বিকাশ।

কতদিনে যদুপতি সঙ্গে নিয়া জাম্ববতী
উপনীত দ্বারকাভবনে।
শ্রীকৃষ্ণের আগমনে প্রতিবেশী জনগণে
লভিল অতুল প্রীতি মনে।
সরলা রুক্মিণী সতী অতি হরষিত মতি
পেয়ে পতি জাম্ববতী সহ।
অঙ্গ হ'তে আপনার খুলি সর্ব্ব অলঙ্কার
সাজাইলা নবীনার দেহ।
সহ স্যমন্তক-প্রভা শ্রীকৃষ্ণ আলোকি সভা
প্রবেশে যথায় সত্রাজিৎ।
প্রণমি নৃপের পায় অর্পণ করিল তায়
নিন্দকেরা নিতান্ত লজ্জিত।
আদি অন্ত বিবরণ কহিলেন নারায়ণ
প্রসেন মরিল যেই মতে।
অমাত্য সামন্তচয় শুনিতেছে সবিস্ময়
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এক-চিতে।
সত্রাজিৎ ভাবে মনে বাসুদেবে অকারণে
সন্দেহ করিনু, কিবা ভুল!

এই মণি স্যমন্তক হিংসকের কালান্তক
সাধুর সম্পদ-বৃদ্ধি-মূল।
প্রসেন আপন দোষে মরিল কালের বশে
বিন্দুদোষ নাহি গোবিন্দের।
প্রসেনের মৃত্যু-কথা ছিল প্রহেলিকা যথা
তুর্ব্বিজ্ঞেয় অচিন্ত্য মোদের।
কৃষ্ণের অপ্রিয়পাত্র হ'য়ে থাকা বৃথামাত্র
মরণেও নাহিক নিস্তার।
বিনয়ে চাহি"ব ক্ষমা প্রদানিব সত্যভামা
ইথে রাগ রহিবেনা তাঁর।
কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ অবশ্য ইঁহাকে দান
করিতে, উচিত তনয়ায়।"
এতভাবি সত্রাজিৎ অতীব বিনয়ান্বিত
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-ভিক্ষা চায়।
সকলে আনন্দে মগ্ন শুভদিন শুভলগ্ন
দেখিয়া বিবাহ আয়োজন।
সুসজ্জিত রাজবাটী কিবা শোভা পরিপাটী
কারুকার্য্যে শোভিত তোরণ।
পূর্ণ কুম্ভ ঠাঁই ঠাঁই পতাকার সংখ্যা নাই
রম্ভা তরু পথের দুধারে।

নৃপতির ব্যয়-সাধ্য নৃত্য গীত নানাবাদ্য
—মহোৎসব ভিতরে বাহিরে।
যতেক মহিলা মিলি দেয় জয়-হুলাহুলি
সমস্বরে গগন ভেদিয়া।
সে স্বর-লহরী সহ কিবা শ্রুতি-সুখাবহ
সুধারাশি যেতেছে বহিয়া।
পুষ্পের স্তবক-মালা- ভূষিত মাঙ্গল্য-ডালা
ধান্য দুর্ব্বা স্বস্তিক কাঞ্চন।
শঙ্খ দীপ গোরোচনা কজ্জল প্রভৃতি নানা-
-বস্তু, প্রিয়-পবিত্রদর্শন।
যদুকুল-নারী যত সকলেই সমাগত
ষোড়শী যুবতী কত তায়।
কিবা রঙ্গ কিবা ঠাট বসিছে চাঁদের হাট
দরশনে নয়ন জুড়ায়।
হেথা রাজা সত্রাজিৎ সহ স্বীয় পুরোহিত
উপনীত বিবাহ-ভবনে।
অতি ভক্তিযুত মনে বরিলেন নারায়ণে
সহ নানা বসন ভূষণে।
আপনার সহচরী সত্যভামা সঙ্গে করি
দ্বিতল হইতে অবতরে।

মালা হ'তে ফুলগুলি যেন বা পড়িছে খুলি
কিম্বা মন্দাকিনী-ধারা ক্ষরে।
পাত্র পাত্রী দুজনার শোভে রূপ চমৎকার
বিবাহ-মণ্ডপ আলোকিয়া।
অতিশয় সাবধানে সবল বাহকগণে
বর কন্যা পৃথক্ লইয়া।
স্বর্ণপীঠাসন ধরি উঠাইছে ধীরি ধীরি
দরশনে মুখ-চন্দ্রমার।
কৃষ্ণ নবঘন জিনি, সত্যভামা সৌদামিনী
বেষ্টি তাঁরে ঘুরে সাতবার।
দোঁহে দোঁহা দরশনে বহিল দোঁহার মনে
প্রেমের তাড়িৎ সুপ্রখর।
দিয়ে কুশ দৃঢ়তর বাঁধে হাত পরস্পর
প্রণয়ের নিগূঢ় নিগড়।
সপ্তপদ অনুসরি দম্পতী বেদিকা'পরি
ধীরে ধীরে উঠে সসম্ভ্রমে।
লাজাহুতি শেষ ক'রে চাহে দোঁহে মিশিবারে
—যেন গঙ্গা সাগর সঙ্গমে।
সকৌতুক সখীগণ করে পুষ্প বরষণ
আবির-কুঙ্কুম-মুষ্টি কেহ।

অক্ষত হরিদ্রাযুত কেহ বর্ষে অবিরত
চর্চ্চি নবদম্পতীর দেহ।
শ্রীকৃষ্ণ আপন বক্ষে বালিকার পৃষ্ঠ-রক্ষে
কন্যা বাঁধে, কৃষ্ণ-আধা-তনু।
আয়াসেতে ঢলাঢলি দৃঢ়তর কোলাকুলি
মেঘকোলে যেন ইন্দ্রধনুঃ।
সকল সখীরা মিলি মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি
দিতেছে পঞ্চমে তুলি তান।
সবে যেন আত্মহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা
ভুলিয়াছে লোক-লজ্জা-জ্ঞান।
বাসুদেবে অনুরাগী সকলে বাসর জাগি
করে কত রঙ্গ পরিহাস।
ইথে সত্রাজিৎ-সুতা পরম হরষযুতা,
—বাড়ে তার প্রেমের উচ্ছ্বাস।
পূর্ব্ব-পরিচিত-প্রায় কৃষ্ণ, সখীদের গায়
বুলাইয়া হাত সমাদরে।
অতীব মধুর বোলে সুধাইছে কুতূহলে,
শিষ্টাচারে তুষিছে সবারে।
ক্রমে ভোর হল নিশি দিগঙ্গনামুখে হাসি
দেখা দিল, অরুণ উদয়ে।

সহ সখী পঞ্চ জন সত্যভামা নারায়ণ
যাত্রা করে আপন আলয়ে।
জয়ধ্বনি চলে আগে রোদন পশ্চাদ্ভাগে,
—আগে আলো, পাছে অন্ধকার।
দেখি কৃষ্ণ সুচরিত্র, কিবা শত্রু কিম্বা মিত্র
প্রশংসে সকলে বার বার।
রুক্মিণী প্রাসাদশিরে দেখিতেছে ঘুরে ফিরে
শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মহিমা।
কত রথ, হস্তী, হয়, বাদ্যভাণ্ড ঘটাময়
অনুযাত্রীদের নাহি সীমা।
আনন্দে কহিছে সতী "যে পায় শ্রীকৃষ্ণে পতি
তার সম সুখী কে ভূতলে ?
সেই পাদপদ্ম তাঁর, যেই শিরে একবার
পরশিছে, সেই সব ভুলে।
কৃষ্ণ-প্রেম মহাসিন্ধু ; উহার একটী বিন্দু
লভিয়াছে ভাগ্যে যেই জন।
অতৃপ্তির পিপাসায় মরিতে হবেনা তায়
মৃত্যু তার কৈবল্য-সদন।
রুক্মিণী দেখিলা কত নারী আপনায় কত
বিনিহিত শ্রীকৃষ্ণের পায়।

মহাসাগরের বুকে যেন নানা অভিমুখে
নদী সব আদরে গড়ায়।
দারুকের চারু রথ ক্রমে বাহি রাজপথ
উপনীত শুদ্ধান্ত-অঙ্গনে।
ধায় রাণী এলো মেলো সঙ্গে দীপমালা ঝুলো
আগু বাড়াইয়া দোঁহে আনে।
কৃষ্ণের ঈষৎ হাসি রুক্মিণীর হাসিরাশি
সহসা উঠায় উছলিয়া।
নিতান্ত হরষভরে তুলিয়া লইল ক্রোড়ে
সপত্নীরে আদর করিয়া।
আমোদ-প্রমোদে নিত্য সবাই প্রফুল্লচিত্ত;
—কৃষ্ণ পুণ্য প্রয়াগ যেমতি।
মিশিছে রুক্মিণী সতী, সত্যভামা, জাম্ববতী,
—জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী।
একে পরিপূর্ণ জ্ঞান, দ্বিতীয়েতে অভিমান,
অন্যে শোভে সারল্যের শোভা।
সত্ত্ব-তমো-রজোবেশে প্রকৃতি আপন বশে
পুরুষে করিছে লীলা কিবা।
একদা নিদাঘকালে তপন কিরণজালে
প্রদানে উত্তাপ দুর্নিবার।

গরবিণী সত্যভামা দয়িত-দর্শন-কামা
ভ্রমে রামা কক্ষে আপনার।
ক্ষণে ভাবে এই আসে যায় দুয়ারের পাশে,
কভু উঠে কভু পুনঃ বসে।
এইরূপে বহুক্ষণ, কিন্তু কোথা নারায়ণ?
—অবশেষে চলিল উদ্দেশে।
দেখিল রুক্মিণী-কক্ষে শ্রীকৃষ্ণের চারুবক্ষে
জাম্ববতী সুখে নিদ্রা যায়।
রুক্মিণী ব্যজন ধরি দোলাইছে ধীরি ধীরি
গন্ধবারি ছিটাইছে গায়।
রুক্মিণী সম্ভ্রম করি দূর হ'তে আগুসারি
সপত্নীরে আনিল হরষে।
পর্য্যঙ্কে বসায়ে তাঁয় ব্যজন করিছে গায়;
—কিন্তু তাহে অনল বরষে।
সত্যভামা ক্রুদ্ধমনে কহিলেন নারায়ণে
"দেখ চেয়ে ওহে নিরদয়!
একি প্রেমিকের রীতি? সম্মুখে কেবল প্রীতি
পিছে কিন্তু সব মিছে হয়।
অথবা কি দোষ তব, সংসর্গের ফল সব,
—গোপকুলে ছিলে বহুদিন।

কতরূপ লুকোচুরি কিবা ছল কি চাতুরী !
—কৌটিল্যে হৃদয় বিমলিন।
লইয়া পাঁচন বেণু কাননে চরাতে ধেনু,
—শিক্ষা-দীক্ষা, গোচারণ সার।
ছিলে রাখালের স্বামী হায় রে কিরূপে তুমি
জানিবে ভদ্রতাব্যবহার ?
কোন্ গুণে এ রুক্মিণী হ'ল তব সোহাগিনী ?
জাম্ববতী পরাণপুতুলী !
যাদের অঞ্চল ছাড়ি কিঞ্চিৎ নড়িতে হরি !
নাহি পার মুহূর্ত্তেক ভুলি।
যে নারী পুরুষ অন্য পাঠা'ল পতির জন্য
স্বামী বেছে বেছে যেই ফিরে।
ভগবতী-পূজাচ্ছলে পথের পথিকগলে
বরমালা সমর্পণ করে।
কলঙ্কিয়া পিতৃকুল লাজ মান নিরমূল
ক'রে যেই রেখেছে সুখ্যাতি !
ছি ছি কি ঘৃণার কাণ্ড ! অতি আদরের ভাণ্ড
সেই এই রুক্মিণী যুবতী !
সে কি দোষী একমাত্র ? তুমিও কি কম পাত্র ?
এ রত্ন আনিলে করি চুরি।

এখন মাহেন্দ্র-যোগ, কর সুখে উপভোগ,
—চোরাপ্রেমে বড়ই মাধুরী !
ছি ছি কি বলিব আর, এ কি রাজ-ব্যবহার ?
—ভিখারিণী সহিত প্রণয় !
আর এই জাম্ববতী, কেবা পিতা, কিবা জাতি,
কোথা জন্ম, নাহিক নির্ণয়।
অস্পৃশ্য অশুচি ব'লে যার কর-স্পৃষ্ট জলে
বৃদ্ধ গুরু না ধোয় চরণ।
হাসি পায় কিবা কব সে ভল্লুকী বক্ষে তব,
—যোগ্য পাত্রে পাত্রীর মিলন।
অথবা এমন কই, তেমন সুন্দরী কই
যে পারে জিনিতে সত্যভামা ?
ছাই ! কি বলিব আর তুমিই না কতবার
শতমুখে প্রশংসিছ আমা।
সে কি তব চাটুবাণী ? কিংবা বল চক্রপাণি।
যুবকের দৃষ্টির বিভ্রম ?
প্রকৃত বিচার নাই, মণি কাঁচ এক ঠাঁই,
ময়ূর পেচক একসম ?
বুঝেছি তোমার নীতি হেরি ভ্রমরের রীতি,
—কত কালো ভিতরে বাহিরে।

শুষ্ক কাষ্ঠে কিবা মধু ? তবু বিঁধে মরে শুধু
পদ্মিনীর ক্রোড়নীড় ছেড়ে ।”
কৃষ্ণ ক'ন “সত্যভামা ! কেন আজি এত ভীমা ?
ইহাদের নাই তিল দোষ ।
তোমাকে আমায় পেতে বাধা এরা কোন মতে
দেয় নাই ; কেন এ আক্রোশ ?”
সত্যভামা কহে হাসি' “সব দোষে আমি দোষী
তিল মোর দেখ তুমি ভাল ।
চ'লে যাই রসময় ! ভীমা দেখি পাও ভয়,
কান্তা নিয়ে সুখে কাট কাল ।”
এত বলি অভিমানে সত্যভামা স্বীয় স্থানে
চলে, ক্রোধ-বিষে জরজর ।
শু'য়ে পড়ে নিজ কক্ষে অভিমান-অশ্রু চক্ষে
বহিতেছে দর দর দর ।
ছিঁড়িল গলের মালা, খসায়ে হাতের বালা
নিক্ষেপিছে পৃষ্ঠে বসুধার ।
ছাই পাশ ভাবে মনে গালিপাড়ে সখীগণে
উলটে পালটে বার বার ।
হেনকালে যদুপতি আসে তথা ধীরগতি
সত্যভামা রহিল নীরব ।

অতিশয় সমাদরে বলিতে লাগিল তাঁরে
সুমধুর বচনে কেশব।
"ছাড় প্রিয়ে! অভিমান সশরীরে বিদ্যমান
এই আমি, দেখ মোরে হেথা।
সত্য বলি সত্যভামা! তুমি মম প্রিয়তমা
বৃথা মনে পাইতেছ ব্যথা।"
সত্যভামা কহে ধীরে "এ ব্যথার ব্যথী কিরে?
চাটুকথা না কহিও আর।
আমি তব কিছু নহি বাড়াওনা কথা কহি
নির্ব্বাপিত অনল আমার।"
কৃষ্ণ ক'ন "চিরদিন আমি তব প্রেমাধীন;
এ উত্তর উচিত কি হয়?
এ সংসারে দেখ ধনি কাহারেও নাহি গণি
যে কিছু তোমারে মাত্র ভয়।
কখনো তোমার প্রতি কমেনি আমার প্রীতি
চপলে! ছাড়হ মান ছল।"
এ বলিয়া করমূলে ধরিলেন কুতূহলে
সত্যভামা হাসে খল খল।
কৃষ্ণ ক'ন "দেখ সত্যা। ঘুচিছে মানের বাত্যা
—এবে কিবা প্রশান্ত মুরতি।

কৃষ্ণ-প্রেম-পারাবার করিবারে তোলপাড়
একমাত্র তুমি সে যুবতী।”
রাজ-অন্তঃপুর-চর হেনকালে দ্রুততর
নিবেদন জানাইতে আসে।
কহে সে বিনয় সহ “পাণ্ডবের বার্ত্তাবহ
প্রভো! দাঁড়াইয়া দ্বারদেশে।”
আদেশিলা যদুপতি “যাও তুমি শীঘ্রগতি
বিশ্রাম-ভবনে নেও তায়।
পরি দিব্য পরিচ্ছদ বাসুদেব দ্রুতপদ
শশব্যস্ত চলিল তথায়।
রাজদূত ভূমি লুটে প্রণমিয়া করপুটে
লিপি এক দিলেন কেশবে।
শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া পত্র বুঝিলা নাশের সূত্র
এত দিনে ঘটিছে কৌরবে।
জ্ঞাতি-হিংসা কি অদ্ভুত! করিবারে ভস্মীভূত
সহ কুন্তী পাণ্ডু-সুতগণ।
তাই কি বারণাবতে নির্ম্মাইলা কৌশলেতে
জতুগৃহ নৃপ দুর্য্যোধন।
এই বার্ত্তা কি যথার্থ? বৃকোদর কিম্বা পার্থ
ছিল যদি সে ঘোর দাহনে,

মধুখ-পুত্তলী-প্রায় সহজে গলিল হায়।
চেষ্টাহীন অম্লানবদনে ?
এ পঞ্চ পাণ্ডব বীরে বিধাতা সৃজিলা কি রে
পোড়ায়ে মারিতে জতুগৃহে ?
হায় রে পাণ্ডুর বংশ এরূপে হইল ধ্বংস
স্মরণে রোমাঞ্চ হয় দেহে।
ধন-লোভে মুগ্ধ নর বিচারে না আত্মপর ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করে বিচার ?
দয়া মায়া সরলতা সকলি কথার কথা ?
স্বার্থই কি সংসারের সার ?
বিপন্ন পাণ্ডবগণ, বিলম্বের প্রয়োজন
পলমাত্র না হয় উচিত।
এত ভাবি ব্যস্তমতি চলিলেন যদুপতি
অতিমাত্র হ'য়ে ত্বরান্বিত।

ইতি স্যমন্তককাব্যে সত্যভামাপরিণয়-নাম
অষ্টম বিকাশ।

——o——

নবম বিকাশ।

নগর ভিতরে আজি বাজিছে গম্ভীরে
নর-কণ্ঠরব সহ মিশি ঘোর রবে
মৃদঙ্গ,—উৎসব-রঙ্গে মত্ত পুরবাসী,
নিজ নিজ গৃহকর্ম্ম তুচ্ছ ভাবি মনে,
কৃত্তিবাস-কীর্ত্তি উচ্চে করিছে কীর্ত্তন।
শোকাতুর মহাশোক (যাহার সন্তাপে
পোড়ে হিয়া ধক্ ধকি) গিয়াছে ভুলিয়া ;
ভুলিয়া গিয়াছে রোগী রোগের যন্ত্রণা
সুদুঃসহ ; আজি পুণ্য শিব-চতুর্দ্দশী।
চতুর্দ্দিকে দলে দলে বাল বৃদ্ধ যুবা
বাহিরিছে আহরিতে আহ্লাদের সহ
বিল্বদলে, হেনবস্তু কি আছে ভূতলে
ভোলানাথ-মনভোলা? সাজিহস্তে কেহ
ধুস্তূরপ্রভৃতি পুষ্প তুলিছে বিস্তর
প্রদানিতে পুষ্পশর-হর-পদযুগে,
ভুলিয়াছে চিরাভ্যস্ত পানাহার-ক্রিয়া ;
ক্রয়ি-বিক্রয়িক-শূন্য পণ্যবীথি আজি।
বসি কুশাসনে দ্বিজ আবৃত্তিকুশল

বামে কোশা-কুশী রাখি, সুগন্ধ কুসুমে
মণ্ডিয়া গণ্ডকীজাত শিলাখণ্ডরূপী
নারায়ণ, পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,
গাইছে উদাত্তস্বরে পুরাবৃত্ত-কথা
পাঠক ; ভাসিছে মহা-আনন্দের স্রোতে
শ্রোতৃ-বৃন্দ, একচিত্তে সে বিচিত্র কথা
চিত্র-পুত্তলিকাসম শুনিছে নিশ্চল।
কাংস্য ঘণ্টা করতাল পটহ দুন্দুভি
একত্র উঠিল বাজি, তা সবার সহ
চৌদিকে কীর্ত্তনশব্দে যেন রে মাতিয়া
সমগ্র আনর্ত্তপুরী* করিছে নর্ত্তন।
ক্রমে দেখা দিল রবি প্রতীচী-অঞ্চলে
দিবাশেষে। ভক্তবৃন্দ হইল চঞ্চল
তামসীর অন্ধকারে পূজিবার তরে
অন্ধকারি। ডুবে' গেলে সহস্রকিরণ
সন্ধ্যার তিমিরে যবে ঢাকে ধরাতল,
বিকাশে রজনীগন্ধা গন্ধরাজকলি,
অপূর্ব্ব সুগন্ধ-সুধা বিতরি চৌদিকে।

*আনর্ত্ত=দ্বারকা।

মল্লিকা মালতী যূথী সেঁউতী প্রভৃতি
আর (ও) কত শত পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত
নিকুঞ্জে। তারকাপুঞ্জ শোভে নীল নভে
বিমল হীরকনিভ। ঘন-ঘনকোলে
প্রকাশে বিজলী-ছটা উজলি আকাশে;
—ধ্যানের আলোক ফোটে সান্দ্র অন্ধকারে।
প্রদানে প্রদীপমালা প্রতি নিকেতনে
কুলাঙ্গনা। দেখা দিল গগন-প্রাঙ্গণে
লক্ষ লক্ষ দীপরূপে নক্ষত্র-নিকর
দীপ্তিময়। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলুর ধূমে
করিতেছে আমোদিত দিক্‌ দিগন্তর।
সুব্রতার চিতামঠে অর্দ্ধনারীশ্বরে
নিরখি আগ্রহভরে, নমে নর নারী
সে বিগ্রহে;—বাম-অর্দ্ধ সুবর্ণ-খচিত,
সুগঠিত অপরার্দ্ধ বিশুদ্ধ রজতে।
আধেক তপনে মিশি যেন আধ-শশী
নির্ম্মিত নির্ম্মল বপুঃ, হিমকূট-শিরে
নীহার-মুকুট কিম্বা রবি-বিম্ব-পাতে
শিখরার্দ্ধে; সন্নিবদ্ধ শুভ্র-অভ্র-পাশে

অথবা সিন্দূরে মেঘ শারদ-সন্ধ্যায়।
সুঠাম কৈশোর-কান্তি ভাসে অবয়বে
প্রতিমার, প্রতিঅঙ্গ হর-দম্পতীর
মিলিয়াছে সৌসাদৃশ্যে—দৃশ্য মনোহর।
ভূষণের সঙ্গে রঙ্গে মিলিছে ভূষণ।
বিরাজে শঙ্কর-শিরে কৃষ্ণবর্ণ ফণী
অর্দ্ধ জটাজূট বেড়ি, বড় শোভে বেণী
তেমতি পার্ব্বতী-শিরে,—একত্র মিলিয়া
রচিয়াছে মিত্রভাবে বিচিত্র কবরী
এ দোঁহে। গৌরীর ভালে অগ্নি-শিখা-রাগে
সুন্দর সিন্দূরফোঁটা, পদ্মরাগ মণি
বহ্নি-অনুকারী শোভে কপাল উজলি
কপালীর *। বিরূপাক্ষ বিদিত এ ভবে
যোগ-নিমীলিত-নেত্র, উর্দ্ধ-দৃষ্টি সদা;
কিন্তু সে ভবের ভাব বিপরীত হেথা।
প্রেমাবেশে হেরে হর উমার উরসে
সুপীবর-কুচ-রুচি, সঙ্কুচিত তেঁই
ঈষৎ, ঈশান-আঁখি, বামনেত্র-সম

---

* কপালী=শিব।

মৃড়ানীর, ব্রীড়া-হেতু যাহা স্বভাবতঃ
বঙ্কিম, পঙ্কজ যথা অর্দ্ধ-নিমীলিত
প্রত্যূষে। ত্রিবলীযুত গৌরীর গ্রীবায়
—যারে হেরি পশে কম্বু অম্বুরাশি তলে
অপমানে—গ্রৈবেয়ক * ইন্দ্রনীল-হার।
শোভে তার সাথে মিশি অতি অপরূপ
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে মালা নীলকান্তময়ী।
নাগযজ্ঞ-উপবীত স্ফটিকে গঠিত
ঝল্ ঝলে হরহৃদে, উমার হৃদয়ে
সু-শুভ্র মৌক্তিকহার উজ্জ্বল তেমতি।
শোভিছে দক্ষিণভুজ-প্রকোষ্ঠ † বেড়িয়া
রত্নময় ভুজঙ্গম, বলয় যেমন
শোভাকরে সব্যকরে ‡ হায়! যার সহ
মৃণাল তুলনা দিতে ঘৃণা বাসি মনে।
বামপদতলে সিংহ—বিদিত সংসারে
নিতান্ত হিংস্রক, মহাভয়ঙ্কর জীব

---

* গ্রৈবেয়ক=গ্রীবাভূষণ।

† প্রকোষ্ঠ=কনুয়ের নিম্নহইতে হস্তসন্ধি পর্য্যন্ত।

‡ সব্যকরে=বামহস্তে।

মাংসাশী। বিরাজে পুনঃ দক্ষপাদতলে
মহোক্ষ * মহোগ্র হেন আছে ধরাধামে
কোন্ জন্তু? —কিন্তু হেথা প্রশান্ত উভয়;
কপোলে কপোল রাখি যেন পরস্পরে
জানাইছে ভালবাসা। হরগৌরী-পদে
স্থিতি যার, বৈরভাব কভু অন্য জীবে
সম্ভবে কি হৃদে তার ও পদ-প্রভাবে?
পুরীর সম্মুখে শোভে সুন্দর মন্দির
চন্দ্রভাগা দেবী তাহে, চন্দ্রকান্ত-যোগে
দীপ্তিমতী,—প্রাপ্তি যাঁর চন্দ্রভাগা-জলে,
অষ্টভুজা। সঙ্গে তাঁর আছে প্রতিষ্ঠিত-
গঙ্গাধর-নামে লিঙ্গ মঙ্গললক্ষণ।
হেরিতেছে মহানন্দে ভক্তবৃন্দ মিলি
শঙ্করী-শঙ্করে; অই গভীর টঙ্কারে
প্রহর বাজিল দুই। পরম উল্লাসে
কল্লোলিয়া বহে যথা সিন্ধু-অভিমুখে
নদী-স্রোতঃ, গৃহমুখে বহে জন-স্রোতঃ
তেমতি, অর্জ্জিয়া পুণ্য, শূন্য দেবালয়।

* মহোক্ষ=মহাবৃষ।

কুলপ্রথা অনুসরি রাজা সত্রাজিৎ
পশিয়া মন্দিরমাঝে লাগিলা পূজিতে
শঙ্করে নিঃশঙ্কচিতে, নাগরিকগণ
মহোৎসাহে আজি সবে রত মহোৎসবে।
পুণ্যদৃশ্য-অভিনয়, পবিত্র সঙ্গীত
হইতেছে রঙ্গালয়ে, পূজে লিঙ্গ কেহ
পার্থিব ভোগার্থী হয়ে, কেহ যুক্তকরে
যাচিতেছে মুক্তিপদ ভক্তি-সহকারে।
সম্বিদা-সেবনে কেহ সংবিৎ-রহিত †
মন্ত্রমুগ্ধবৎ কিংবা কাষ্ঠমূর্ত্তি যথা
শূন্যদৃষ্টি ;—স্বপ্নরাজ্যে বিহরে জাগিয়া!
গঞ্জিকার ধূমপুঞ্জ ভুঞ্জে কোন জন
পুলকে পূর্ণিত গাত্র, ঘূর্ণিত লোচন!
কোথা বা আসবপানে প্রমত্তের দল
কেহ হাসে, নাচে, গায়, কেহ বা আলাপে
ভগ্নকণ্ঠ, কেহ নগ্ন, লুণ্ঠিত ভূতলে।
অপরে করিছে স্তুতি ভণ্ডযোগিবরে

---

* সম্বিদা=সিদ্ধি, বিজয়া, ভাঙ্।

† সংবিৎরহিত=জ্ঞানশূন্য।

শিখিতে, কিরূপে হয় স্বর্ণ প্রস্তুত
কোন্ কোন্ বস্তুযোগে ; কেহ বা সাধিছে
জানিবারে তন্ত্র মন্ত্র সাধিতে পিশাচ
ভূত যক্ষে, লভি কৃপাকটাক্ষ যাদের
সর্ব্ববাঞ্ছা পূর্ণ হবে ভাবে সে নির্ব্বোধ।
অন্যে চাহিতেছে কোন রোগের ঔষধ,
অথবা কবচ যন্ত্র সৌভাগ্যবর্দ্ধক।
এরূপে দুরাশাগ্রস্ত মানবে ছলিয়া
জীবিকা অর্জ্জন করে সহজে দুর্জ্জন
সংগ্রহিয়া শিষ্য, তার সর্ব্বস্ব হরিয়া
কৌশলে। কুশাগ্রমতি বচনকুশল
আপনারে ভাগ্যবেত্তা দিয়ে পরিচয়
ধূর্ত্ত কেহ, ভাগ্যফল-গণনার ছলে
বঞ্চিয়া অবোধে অর্থ করিছে সঞ্চয়
অবাধে ;—শুনিয়া তার কাল্পনিক কথা
হতেছে বিস্ময়মুগ্ধ স্বল্পবুদ্ধি জন।
সু-মহাব্যসনী কেহ ঘোর সাংসারিক,
মহার্হ বিলাস-সাজে হইয়া সজ্জিত
অপূর্ব্ব পরমহংস! (চর-মুখে তার

প্রচারিত চারিদিকে প্রশংসার বাণী,
শাস্ত্রনিন্দা, দেব-গুরু-নিন্দা তার সহ)
ভাণ্ডিছে কুতর্কজালে মূর্খ লোকদলে
গণ্ডাভণ্ড। হায়! যথা বসিয়া কৈলাসে
খুলিয়া সিদ্ধির ঝুলি দেব উমাপতি
পঞ্চমুখে আহ্বানিয়া দেয় ভূতদলে
সিদ্ধি তুলি, তেমতি এ অপরূপ যোগী
রৌপ্যখণ্ড-বিনিময়ে দিতেছে তুলিয়া
হাতে হাতে সিদ্ধি, তারে আসে যেবা দলে।
শিখাইছে কিবা গুপ্তসাধন-প্রক্রিয়া!
—ধর্ম্মশাস্ত্রে যার কোথা নাহিক উল্লেখ,
কিংবা মুনিঋষিগণ জানে নাহি যাহা
কোনকালে,—যোগ-অঙ্গ, কামিনী-কাঞ্চন!
—স্বর্গের কুঞ্চিকা * যাতে মিলিবে নিশ্চিত!
সুচারু মন্দিরমাঝে একাকী ভূপতি
উরুযুগে পদযুগ করিয়া স্থাপন
রচিয়া স্বস্তিকাসন বসে ঋজুভাবে।
বিন্যস্ত উপর্য্যুপরি আপনার ক্রোড়ে

---

* কুঞ্চিকা=চাবি।

হস্তযুগ, রসনাগ্র স্পৃষ্ট তালুকায়,
মিলিত অধরে ওষ্ঠ, দশনে দশন ;
সঞ্চারিত যুগপৎ নাসাযুগ-পথে
সমীরণ অতিমৃদু সঙ্কুচিত গতি,
ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ লক্ষ্য নিরুদ্ধ নয়ন।
কতক্ষণে উজলিয়া ললাট-ফলক
ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, ফুটিল তাহাতে
পুণ্ডরীক, স্বর্ণবর্ণ দেখা দিল ধীরে
পদযুগ্ম সে পদ্মের কর্ণিকার মাঝে
প্রভাময়, শোভা তার পারে বর্ণিবারে
কে ভূতলে ? শ্রীপদের বেষ্টিয়া পরিধি
পরিবৃত তেজঃপুঞ্জ কিঞ্জল্ক-নিকর *
চতুর্দ্দিকে। সমুজ্জ্বল হীরাখণ্ড জিনি
নখর-নিকর শোভে প্রখর কিরণে
পদাগ্রে, হায় রে ! হেরি ও পদ-মাধুরী
আনন্দে আপ্লুত হয় সমগ্র হৃদয়।
সুখদ সামগ্রী হেন বসুধার তলে

---

* কর্ণিকা=বীজকোষস্থান।

† কিঞ্জল্ক=পুষ্পকেশর।

কি আছে উপমা দিতে সহ পা দুখানি ?
মণিময় সিংহাসনে মানস-নয়নে
আপন অভীষ্টদেবে হেরিলা ভূভুজ*
সমাসীন, ভুজাবলী শোভিছে উজলি
বরাভয় দিব্যঅস্ত্র দিব্যআভরণে।
শারদ শশাঙ্ক জিনি শোভে মনোহর
বদনমণ্ডল, মরি ! রতন-মণ্ডিত
মকর-কুণ্ডল দোলে শ্রুতিযুগ-মূলে
আলোকিয়া গণ্ডস্থল ; কিবা অলৌকিক-
শোভা প্রকাশিছে তাহে। উপাস্য দেবের
অধরে, সুহাস্য-রেখা অতি সুমধুর
দেখাদিল ধীরে যদি, আবেশে ভূপতি
ভূপতিত, মূরছিত, পুলকিত-দেহ,
গলদশ্রু। এইরূপে থাকি কিছুক্ষণ,
উঠিয়া বসিলা ; পুনঃ কৃতাঞ্জলি-পুটে
স্তুতি করে সত্রাজিৎ স্তোত্র পাঠ করি।
"দেবদেব ! তুমি যথা দেবের ঈশ্বর,
তেমতি প্রমথ ভূতগণের (ও) রক্ষক

---

* ভূভুজ = রাজা।

বিরূপাক্ষ !—নিরপেক্ষ তুমি চিরকাল
সর্ব্বেশ্বর ! তব চক্ষে সকল সমান ;
পাপী তাপী দীন হীনে নাহি তুচ্ছভাব
তোমার। কখন তোমা হেরি সুমসৃণ
পদ্মাসনে অধ্যাসীন ; কভু বা বলদে
চড়িয়া বেড়াও মূড় ! অতিবড় সুখে,
হায় রে ! আসন সেই কর্কশ কঠিন ;
—বৃসভ-বাহন ভব, কে না জানে ভবে ?
বৃন্দারক-বৃন্দ, সদা আনন্দিত মনে
তোমার পদারবিন্দ করিছে বন্দনা
সমন্তাৎ। দেবকুলে কে তব সমান ?
কিন্তু আম-মাংস-ভোজী পিশাচাদি তব
অন্তরঙ্গ, তা সবার সঙ্গে রঙ্গভরে
ঈশান ! করহ ক্রীড়া শ্মশান মশানে।
দীপিয়া কপাল তব ওহে লোকপাল !
দিবা নিশি ভয়ঙ্কর জ্বলে হুহুঙ্কারে
বহ্নি-শিখা ; জটাজূটে জাহ্নবীর ধারা
বহিতেছে কল কল, শীতাংশু-শকল *

* শীতাংশু-শকল=চন্দ্রখণ্ড।

ভালে শোভিতেছে ভাল শীতল কিরণে।
প্রসন্ন! সুন্দর! শান্ত! প্রিয়-দরশন!
—তেঁই তুমি বামদেব সদানন্দ ভোলা
আশুতোষ! চিরভদ্র শিব শুভঙ্কর
দয়ার-সমুদ্র-রূপী ; মহারুদ্র পুনঃ
অঘোর প্রচণ্ড উগ্র তাণ্ডব-নিরত *
সংহারক ধ্বংসপ্রিয় ভৈরব ভীষণ।
তুমি হে কৈলাসপতি! ওগো বিশ্বেশ্বর!
কাশীপুর-অধিকারী, কি কব অধিক
অন্নদা গেহিনী তব, সুপ্রসন্না সদা
তোমা প্রতি, সখা পুনঃ কুবের আপনি
ধনেশ্বর ; তবু নিঃস্ব কপালী ভিখারী,
শ্মশান-নিবাসী তুমি দারিদ্র- ভূষণ;
হ'য়ে পূর্ণ ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী
কি আশ্চর্য্য ত্যাগ-শিক্ষা প্রদানিছ লোকে
পশুভাব, বীরভাব, স্বতন্ত্র উভয় ;
—তন্ত্রমতে সাধনার দুই ভিন্ন রীতি।
কিন্তু তুমি পশুপতি, তুমি বীরেশ্বর

* তাণ্ডব=উদ্ভটনৃত্য।

মহাদেব ! গুণাতীত ভাবাতীত তুমি ।
প্রেমরসোল্লাসচিত্তে ধরিছ আদরে
তোমার উত্তম-অঙ্গে সুরতরঙ্গিণী
গঙ্গারে, বামাঙ্গে পুনঃ করিছ ধারণ
অঙ্গনা-কুলের গর্ব্ব, বরাঙ্গী দুর্গারে।
কিন্তু তুমি জিতেন্দ্রিয় হে চন্দ্রশেখর,
ঊর্দ্ধরেতাঃ মহাযোগী, অবলীলাক্রমে
করিয়াছ কন্দর্পের দর্প বিমর্দ্দিত
হে কপর্দ্দী ! করে তব শোভে বরাভয়
এ জগৎ রক্ষাহেতু, অজগব * ধনুঃ
ত্রিশূল, পরশু পুনঃ ধরিছ ভীষণ
সংহারার্থ। কভু তুমি মৃদঙ্গ, ডম্বরু
বাজাইয়া সুমধুরে গাহিছ প্রেমের
সু-সঙ্গীত, কভু শিঙ্গা ধ্বনিছ গম্ভীরে
প্রলয়ের সম্ভাবনা করিয়া সূচিত
হে শম্ভো ! দেবতাগণ অমর বলিয়া
বিখ্যাত এ মর্ত্ত্যভূমে, মৃত্যুঞ্জয় ! তুমি
তা সবার প্রভু হ'য়ে শবরূপে পুনঃ

---

* অজগব=শিবের ধনুঃ, এই নামে প্রসিদ্ধ।

কালিকার পদতলে,—পারিনা বুঝিতে
এ রহস্য—যে দেবীর পদাব্জ-প্রভাবে
নাশে সদ্যঃ কালভয়, লভে অমরতা
মর নর, চতুর্ব্বর্গ-ফল সদা ফলে।
হে মহেশ! মহৌষধি বিবিধপ্রকার
করিয়াছ আবিষ্কার, শারীরবিজ্ঞানে *
বিজ্ঞ তুমি, কিন্তু কথা বড় হাস্যকর,
বৈদ্যনাথ হ'য়ে হও উন্মত্ত আপনি;
হে পাগল! এক চিত্তে যে লয় স্মরণ
তোমার, তারেও তুমি করহ পাগল।
কভু তব কলেবরে শোভে আভাময়
রত্ন-আভরণ মরি!—কি বিস্ময়কর
দৃশ্য পুনঃ, স্মরহর! সর্ব্ব অঙ্গে তব
চিতা-ভস্ম, কটিতটে চিতা-বাঘ-ছাল!
—হে ভব! তোমার ভাব ভাবিতে হৃদয়
অস্থির হইয়া উঠে, নর-অস্থি-মালা
শোভে বক্ষঃস্থলে তব রুদ্র-অক্ষ সহ
নিষ্প্রভ; হে প্রভো! কভু স্থূলরূপে তুমি

---

* শারীর বিজ্ঞান=শরীরের তত্ত্ব নির্ণায়ক-শাস্ত্র।

প্রকট, কভু বা ধ্যেয় ওঙ্কার-স্বরূপে
হে শঙ্কর! জ্যোতির্ম্ময় পুনঃ চিন্তাতীত
বাক্য-মনঃ-অগোচর তুমি গো মহান্
মহাদেব। তুমি গুরু পথ-প্রদর্শক
ধরমের, কিন্তু তোমা নিরখি সতত
শৌচাশৌচ-জ্ঞান-শূন্য মহাভ্রষ্টাচার;
হে সর্ব্বজ্ঞ! দুর্ব্বিজ্ঞেয় চরিত্র তোমার।
কভু হেরি গৌরীকান্ত! গৌরকান্তি তব
রজত-পর্ব্বত-নিভ, হায় রে কখন
মসীসম অসিতাঙ্গ; কভু বা নিরখি
কালীপার্শ্বে ধূম্রবর্ণ মহাকালরূপে।
তুমি পীযূষাশী, তুমি উগ্রবিষপায়ী।
হায়! যবে দেবাসুর মথিল মন্দরে
বিশাল ক্ষীরোদসিন্ধু,—শেষফল তার
হলাহল; তুমি তাহা গলাধঃকরণে
শঙ্কর! রাখিলে বিশ্ব বিষমসঙ্কটে।
তুমি যজ্ঞ, যজমান, তুমি যজ্ঞেশ্বর,
তুমিই দক্ষের যজ্ঞ নাশিলে অনায়াসে
হে চণ্ড! ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরাট্ স্বরূপে

রহিয়াছ প্রতিষ্ঠিত ; অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণে
তিষ্ঠিতেছ পুনঃ সদা জীবদেহ-পুরে।
জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, অনিল, অনল,
তোমার সত্তার সাক্ষ্য দিতেছে সতত
পঞ্চভূত, ভূতনাথ ! সেই পঞ্চমুখ
তোমার, ত্রিনেত্র তব ত্রিকাল-সূচক।
সুকঠিন-সুকোমল, আলো-অন্ধকার,
জীব-জড়, বিষ-সুধা, জীবন-মরণ,
অগ্নি-জল, মণি রত্ন ছাই ভস্ম আর
নাই হেন কোন বস্তু এ বিশ্বের মাঝে
যা নাই তোমাতে দেব ! ওহে দিগম্বর !
তথাপি অপরিহার্য্য উলঙ্গতা তব !
এ রঙ্গ তোমার কিছু বুঝিতে না পারি।
একাধারে সন্নিরুদ্ধ তোমাতে কেবল
হেরি বিভো ! ভাবচয় অন্যোন্য-বিরোধী
হে শম্ভো ! অন্যান্যদেবে কভু কি সম্ভবে ?
যুগে যুগে মর্ত্ত্যভূমে আবির্ভবি তুমি
ধরি অপরূপমূর্ত্তি নাশ অত্যাচারী
দৈত্যচয়ে ; তুমি নিত্য সত্য সনাতন।

শৈশবে যৌবনে আমি হে চন্দ্রশেখর।
যাপি অবসর তব প্রসঙ্গ-চর্চ্চায়
স্বর্গসুখ-অনুভূতি লভেছি ভূতলে ;
পাইয়াছি রোগে শান্তি, শোকেতে সান্ত্বনা
চিরদিন। কৃপাসিন্ধো। জীবন-সন্ধ্যায়
(ভক্তিহীন আমি, গতি না দেখি আমার।)
আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ, সান্ধ্যবায়ু-ভরে
অশ্বত্থের পত্র যথা সরোবর-তীরে।
হৃদয়-মন্দিরে মম, হে বিশ্ব-বন্দিত।
ভক্তির প্রদীপ-শিখা করি প্রজ্বলিত
দূর কর অন্ধকার অন্ধক-অন্তক।
অন্তরের, মোহান্ধেরে দেখাও শরণি
শরণ্য! অশেষ-দোষে দোষী ও চরণে
এ দাস, স্বগুণে তুমি ক্ষমা না করিলে
এ নির্গুণে ; ক্ষমিবে কে কহ ক্ষেমঙ্কর ? ”
এত বলি সত্রাজিৎ হইলা নীরব,
যোগ-নিদ্রা-অভিভূত মুদ্রিত-লোচন।
ইতি স্যমন্তককাব্যে স্তুতিবাদ-নাম
নবম বিকাশ।

দশম বিকাশ।

অতীত তৃতীয় যাম ; বিঘোরা যামিনী।
নিমগ্ন নীরন্ধ্র মহাঅন্ধকার মাঝে
বসুন্ধরা। ঘনমেঘে ঘিরিছে গগন
ঘোররূপে, সদাগতি গতিহীন এবে।
অনমিত্র-পৌত্র, নিঘ্ন-হৃদয়নন্দন
আনন্দে আবিষ্ট ইষ্টদেবতার ধ্যানে
নিস্পন্দ, প্রদীপ্ত অন্তর্জ্জ্যোতির প্রভায়
দীপগর্ব্ভ কাঁচপাত্র উজ্জ্বল যেমতি !
কতক্ষণে দিব্যচক্ষে তন্ময়মানসে
উন্নত ভূধরশৃঙ্গ হেরিলা সম্মুখে
সত্রাজিৎ, মণিময় সানুদেশে তার
সারি সারি কল্পতরু প্রসারিয়া শাখা
আশা-অনুরূপ ফল প্রদানিছে সদা
যাচকে ; নিভৃতে তার পল্লব-মাঝারে
কুহরিছে পরভৃত উল্লসিত মনে
কুহুরবে। নিরন্তর বসন্ত নিবসে
এ ধামে ; বিমানচারী অপ্সর অপ্সরা
প্রেমালাপে পরস্পরে তোষে সমাদরে

নাচিয়া গাহিয়া মুহুঃ মধুর সুস্বরে
শিবগুণ ; অলিকুল গুন্ গুন্ রবে
পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে করিছে ভ্রমণ
আহরিয়া মকরন্দ সানন্দ-অন্তরে।
ফলে ফুলে সুশোভিত চারু তরুচয়
আছে হেথা অগণন, তা সবার মাঝে
একমাত্র বিল্বতরু ! তোরে রে বাখানি,
বড় ভাগ্যবান্ তুই, তোর পত্র হরি
ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দ দেয় হর-পদে
উপহার। চারিধারে বেষ্টি তরুমূল
স্বর্ণ-মরকত-হীরা-বৈদূর্য্য-খচিত
বেদিকা। শার্দ্দূল-আদি শ্বাপদ-নিচয়
নিতান্ত দুর্দ্দম যারা নির্দ্দয় সতত
হেথা সুপ্রশান্ত। মৃগ নির্ভয়-হৃদয়ে
করিছে বৃকের অঙ্গে গাত্র কণ্ডূয়ন।
অহি-নকুলেতে হেথা মিত্রভাব ধরে।
সর্ব্বত্র অহিংসা-ভাব বিরাজে এ পুরে।
পবিত্র অলকনন্দা মেখলা-আকারে
সুরম্য পরিখাসম বেষ্টিয়া কৈলাসে

বহে কল কল নাদে ; পীন-পয়োধরা
দিব্য বিদ্যাধরীকুল অনিন্দ্য-সুন্দরী
করিছে সানন্দ-মনে মন্দাকিনী-নীরে
জলক্রীড়া, ব্রীড়াশূন্য, যদিও সতত
হাস্য-পরিহাসে রত, হেরি তাহাদেরে
কামভোগ-তৃষানল নাহি জ্বলে হৃদে
দর্শকের। পুরীমধ্যে অতি মনোরম
শোভিছে পীযূষসরঃ, তীরভূমি তার
পীতরাগ পদ্মরাগে বদ্ধ সুকৌশলে।
অতি নিরমল নীর ;—না থাক্ পিপাসা,
ইচ্ছা করি তবু লোকে করে তাহা পান।
—অমৃতে অরুচি ভবে হয় কি কাহার ?
কুমুদ কহ্লার আদি জলজ-প্রসূন
শোভে সেই জলে, যাহে আহ্লাদে বিহরে
কাঞ্চন-বরণ-পক্ষ ক্রৌঞ্চ সুলক্ষণ,
মণিসম চক্ষু যার স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল।
চারি তীরে পারিজাত অশোক বকুল
চম্পক কদম্ব নিম্ব দাড়িম্ব রসাল
চন্দন প্রভৃতি নানা সুন্দর পাদপ

শোভিতেছে সারি সারি। সলিল-সমীপে
রাশি রাশি সোমলতা; কোমলতা কিবা
পত্রে তার। বর্ণ স্বর্ণ-সিন্দুরের মত
ঊর্দ্ধ পৃষ্ঠে; নিম্নপৃষ্ঠ রজত-ধবল।
সদ্যঃকৃত গব্যঘৃত-সদৃশ তাহার
সুঘ্রাণ, অতীব দিব্য। পদ্মমধু-সম
রস তার সুমধুর পবিত্র নির্ম্মল।
সোমকলা সহ ক্রমে বৃদ্ধি পায় তাহা
শুক্লপক্ষে, রসে পূর্ণ হয় পূর্ণিমায়।
কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন ঘটে তার ক্ষয়
ক্রমশঃ, অমায় পত্র শুষ্ক হ'য়ে ঝরে।
এই সোমরস-সুধা করে যেবা পান
একবার, ক্ষুধা তারে না পারে পীড়িতে
দ্বাদশাব্দ, শব্দে গুণ কে বুঝাবে তার?
অমর্ত্ত্যগণের ভোগ্য অমৃতও বুঝি
এমন সরস নহে! সরসী-উত্তরে
বিরাজিছে গণ্ডশৈলে প্রকাণ্ড মন্দির
স্বর্ণময়, চূড়া তার ছুঁইছে গগন;
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব অম্বুরাশি-তলে।

মন্দির-ভিতরে রত্ন-সিংহাসন' পরে
উমাসহ উমানাথ যুগল-মিলনে
উপবিষ্ট ; দেববৃন্দ বন্দিছে চরণ
আনন্দে। কহিছে শিবে দেবেন্দ্র বাসব
বৃত্রজিৎ—(সত্রাজিৎ শুনে স্বপ্নাবেশে)
" রচিয়া ত্রিপুরাসুর মহাশূন্য'পরে
ধাতুময় পুরত্রয় অভেদ্য সর্ব্বথা
হে শর্ব্ব ! প্রহারে দুষ্ট ভীম প্রহরণ
(ভিন্দিপাল, শেল, শূল, ভুশুণ্ডী, তোমর
নারাচ, পট্টিশ, শক্তি, খেটক প্রভৃতি)
অলক্ষিতে দেবগণে ; সংসার ধ্বংসিতে
উদ্যোগী ; ভীত গীর্ব্বাণ-নিকর * ।
নিগ্রহিছে গো-ব্রাহ্মণ-অবলা-বালকে
অবলীলাক্রমে বলী বিক্রমী অসুর।
শূলপাণি ! তার কাছে এ মম কুলিশ
ব্যর্থ সদা, বিরূপাক্ষ ! রক্ষ এ বিপদে ।
দেখ সবিষাদে আজি দিবিষদ্গণ
ত্রিদিব ছাড়িয়া সবে লইছে শরণ

---

* গীর্ব্বাণ=দেবতা। † দিবিষৎ=দেবতা।

তোমার, অমরনাথ ! দেবতার প্রতি
তুষ্ট হ'য়ে আশু চিন্ত প্রতীকার তার
আশুতোষ ! আশু তোষ তা সবারে তুমি
অই শুন 'পরিত্রাহি' 'পরিত্রাহি' রবে
নিনাদে ত্রিপুর-ত্রাসে ত্রিলোক-নিবাসী।
জ্বালাও লোচনে তব অনল দুর্ব্বার
ত্রিলোচন ! পুনর্ব্বার, পোড়াও তেমতি
ত্রিপুরে, মদনে যথা পোড়াইলে তুমি
চন্দ্রচূড় !—কিঙ্করের পুরাও বাসনা
হে শঙ্কর ! ” এত শুনি রুদ্র-দলপতি
সমুদ্র-নির্ঘোষ-সম কহিলা গৰ্জ্জিয়া
ধূর্জ্জটি, “ নিশ্চয় জেনো হে গীর্ব্বাণপতি
ত্রিপুরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব রে আজি
এ মুহূর্ত্তে, সর্ব্বনাশ করিব সাধন
তাহার,—পুড়িব পুরী পোড়ে যেইরূপে
দাবাগ্নি, নিদাঘ-শুষ্ক শরতৃণ-রাশি।
বাজায়ে বিষাণ উচ্চে, লাগিলা নাচিতে
ঈশান, ধরিল তাল আনন্দিত মনে
নন্দী ভৃঙ্গী, ইঙ্গিতজ্ঞ কিঙ্করপ্রধান

শঙ্করের, অপরূপ মুখভঙ্গি সহ
আঘাতি মৃদঙ্গ ঢোল নাচিছে উভয়ে
ঢুলি ঢুলি, উঠে রোল মেঘমন্দ্র জিনি।
ফণাধরি রঙ্গভরে নাচে ফণধর
হর-অঙ্গে ; নাচে গঙ্গা তরঙ্গে উছলি
মস্তকে। রুদ্রাক্ষমালা সহ বক্ষঃস্থলে
নাচে নর-অস্থি-মালা ঠন্‌ঠনি দোঁহে।
ধরিয়া ভৈরবমূর্ত্তি আরক্ত-নয়ন
'মাভৈঃ' মাভৈঃ' রবে ছাড়িয়া হুঙ্কার
কহিলা শঙ্কর পুনঃ "শঙ্কা পরিহর
অমর! পামর এই মরিবে নিশ্চিত
এই দণ্ডে, ভুজদণ্ডে ধরি কি শকতি
দেখ সবে"। এত বলি চামুণ্ডা-বল্লভ
সহসা কর-পল্লবে লইলা তুলিয়া
প্রকাণ্ড কোদণ্ডরূপে সুমেরু-ভূধর
ভূতনাথ। সে ধনুকে বাসুকি আপনি,
—ধরে যে সতত শীর্ষে নয়ন-রঞ্জিনী
ধরারে, শিঞ্জিনীরূপে * মিলিল আসিয়া।

---

* শিঞ্জিনী=ধনুকের ছিলা।

মহাক্রোধে মহাদেব নাড়িয়া মস্তক
বিস্তারিলা জটাজাল, আকাশমণ্ডল
ছাইল, মার্ত্তণ্ড হ'ল হীনপ্রভ অতি
মধ্যাহ্নে ; ধরিল রাগে বহ্নিসম তেজঃ
শিব-আঁখি—সদ্যঃস্ফুট রক্তজবা যথা,
কিম্বা যেন অস্তাচল-শিখর-আসীন
সান্ধ্যরবি। বসুন্ধরা হইল স্যন্দন,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গচয় সে রথের চূড়া,
চন্দ্র সূর্য্য চক্র তার, তুরঙ্গ আপনি
মরুৎ, সারথি নিজে হল পুরুহূত *
সে রথে, সায়করূপে শোভিলা মাধব
হরি হিরণ্ময়-বপুঃ রিপু-দর্পহারী।
ছাড়িয়া হুঙ্কার যবে টঙ্কারিলা ধনুঃ
ব্যোমকেশ, শূন্যপথে ব্যোমরথ-সম
সবেগে ছুটিল ধরা, লাগিল উঠিতে
ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে—উঠে গৃধ্র যথা
মহাকাশে ; মহাক্রোশে তীক্ষ্ণ শরজাল
বিক্ষেপিছে বিরূপাক্ষ বিক্ষোভিত করি

---

* পুরুহূত=ইন্দ্র।

অন্তরীক্ষ, লক্ষ লক্ষ খধূপ যেমতি,
ছুটিতেছে ;—থর থরি কাঁপিছে ত্রিপুর
সরোষে শম্ভুর প্রতি মহাদম্ভ-ভরে
অসুর ছাড়িলা আশু, শূল শেল আদি
প্রহরণ, সুপ্রকাণ্ড শিলাখণ্ড-রাশি।
নিবারিছে তা সবারে বাণ-বরষণে
বাণেশ্বর। ক্ষিপ্র-হস্তে যুড়িয়া কার্ম্মুকে
ত্রিলৌহ-নির্ম্মিত শর দুর্ম্মতি অসুর
ত্রিপুর, ছাড়িলা লক্ষ্যি মহেশের প্রতি
মহেষ্বাস, রুদ্র-বক্ষে পড়িতে আসিয়া
দ্রুতবেগে, ঠেকি রুদ্র-অক্ষ-মালিকায়
বিমুখ হইয়া শর ছুটিল তির্য্যক্,
প্রকাশি আলোকচ্ছটা ধূমকেতু-সম
আকাশে ; সভয়-চিত্ত ভূমণ্ডল-বাসী।
কিন্তু শক্তিহীন এবে, দিব্য-দৃষ্টিপাতে
সম্বরিল তেজঃ তার সম্বরারি-অরি।
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে ছাড়িল শঙ্কর
হুঙ্কার ; সহসা মহাভয়ঙ্কর বেগে
বহিল নিশ্বাস, সহ প্রবল নিস্বন।

রুদ্র-নাসা-রন্ধ্র হ'তে নিঃসরিয়া তাহে
ত্রিপাদ্ ত্রিশিরাঃ জ্বর বিস্ময়-মূরতি
প্রহারিল অকস্মাৎ ভস্ম-প্রহরণ
ত্রিপুরে, নির্জ্জর-রিপু ঘোর অন্তর্দ্দাহে
জর্জ্জর, প্রবল শীতে কম্পিত সঘন,
তৃষ্ণার্ত্ত, অস্থির অস্থি-শিরোবেদনায়।
-সাপটি প্রকাণ্ড এক ধাতুপিণ্ড ধরি
বজ্রগর্ব্ব, মহাবেগে শূন্যে দিল ছাড়ি
দানব, পড়িল তাহা ঘুরি ঘোরনাদে
শিবরথে, চূড়া এক গুঁড়া হয়ে গেল
সে আঘাতে। চন্দ্রচূড় দন্ত কড়মড়ি
ছাড়ে শূল সূচীমুখ, মুখ ব্যাদানিয়া
দৈত্যপতি অনায়াসে গ্রাসিল তাহারে,
গ্রাসে লোক যথা চৈত্র-শুক্লা-অষ্টমীতে
পূত তীর্থোদক সহ অশোকের কলি।
কিন্তু সেই শূল, তার পশি নাভিমূলে
ঘুরিতেছে,নাড়ী ভুঁড়ি যেতেছে ছিঁড়িয়া
ঘূর্ণনে, স-শব্দে মুহুঃ হতেছে উদ্গার
অন্ন, জল ; বেদনায় দিয়ে গড়াগড়ি

দম্ভুজ-কুঞ্জর দন্তে কামড়ায় মাটী
ধাতুময়। অকস্মাৎ উঠি দাঁড়াইল
অসুর বিকৃত-আস্য, দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
মুহূর্ত্তেকে কোটি কোটি যোজন যুড়িল
দেহ তার, বাড়াইয়া হস্ত সুবিশাল
চন্দ্র কুজ বুধ আদি গ্রহ উপগ্রহ
উফাড়িছে টেনে টেনে কক্ষচ্যুত করি
তা সবারে, নিক্ষেপিছে নক্ষত্র-সংহতি
মুঠে মুঠে; ঘটাইছে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়।
সহসা ত্রিপুরে চাহি হানিলা ধূর্জ্জটি
তীক্ষ্ণশর, নিমিষার্দ্ধে পাড়িল কাটিয়া
মুণ্ড তার; উল্কাপিণ্ড হায় রে যেমতি
শূন্য হ'তে শূন্যান্তরে পড়িছে ছুটিয়া
দ্রুতবেগে। বিশ্ববাসী গাইল হরষে
"জয় শিব শম্ভু" "বম্ হর হর হর।"
—নিরখি অদ্ভুতকাণ্ড বিস্মিত ভূপতি
সস্মিত বদনে উচ্চে উচ্চারিছে সুখে
"জয় শিব শম্ভু" "বম্ হর, —হেনকালে
নৃপতির মুখে বাক্য না হইতে শেষ,

শতধনুঃ প্রহারিল সু-শাণিত অসি
গ্রীবায়,—শোণিতধারা বহিল সবেগে
কণ্ঠ হ'তে,—ছিন্ন দেহ লুণ্ঠিত ভূতলে।
উচ্চারি খণ্ডিত-তুণ্ড আকাঙ্ক্ষিত বাণী
–হর হর” চিরতরে হইল নীরব!
অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কাঁপিছে ধরণী,
কাঁপিছে নিবাতদীপ, দেবালয়-চূড়া
আমূল; স্পন্দিত দ্রুত ঘাতক-হৃদয়।
সে কম্পনে শতধনুঃ পড়িল আছাড়ি
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে। তামসীর তমঃ-আবরণ
ঘোরতর ঘনীভূত হ'য়ে আবরিল
নেত্র তার; কিছুমাত্র না পায় হেরিতে
গৃহকক্ষে, অসি পুনঃ তুলিতে অক্ষম
স্বহস্তে, অধীরচিত্ত হেরিলা ঘাতক
রুধিরপ্রবাহ যেন উঠিল উজলি
শারদচন্দ্রিকা-সম বিশদ কিরণে।
বৈদ্যুতিক-প্রভাময় দিব্য-দেহধারী
দেখা দিল তার মাঝে মনোজ-সদৃশ
সুদৃশ্য পুরুষ এক, অনন্ত আকাশে

পলকে পালায় উড়ি আলোকি ভূলোক
সে মুহূর্ত্তে। মুহুর্ম্মুহুঃ লাগিল ঘুরিতে
সমগ্র মন্দির যেন ঘোর আবর্ত্তনে,
ঘোরে কুম্ভকার-যন্ত্র যথা চক্রাকারে।
প্রদীপ্ত-পাবক-পূর্ণ কটাহ বিশাল
নিরখিলা অধোদেশে রৌরব-অধিক
শতধনুঃ।—জ্বলিতেছে বহ্নি নীলশিখ
অনির্ব্বাণ। শতকোটি যোজন হইতে
ঘৃণাস্পদ বাস্প তার পশে নাসারন্ধ্রে
দুর্গন্ধ, গন্ধক-স্তূপে লাগিলে যেমতি
অনল, কম্বল কিম্বা পোড়া যায় যদি
ঊর্ণাময়; ঘূর্ণিপাকে লাগিল ঘুরিতে
শতধনুঃ। দ্রুতপদে আসি হেনকালে
অক্রূরের নিয়োজিত অনুচরগণ
লইল সে মহাক্রূরে অক্রূর-সদনে
সংগোপনে। নৃপতির জীবন-প্রদীপ
এরূপে নিভিল হায়! আততায়ি-করে।

ইতি স্যমন্তককাব্যে সত্রাজিৎনিধন নাম
দশম বিকাশ।

একাদশ বিকাশ।

হস্তিনায় কুরুসভা, ভুবনে অপূর্ব্ব দৃশ্য !
—নানাবিধ মণির নির্ম্মাণ।
উপবিষ্ট চারিদিকে অমাত্য সামন্তচয়
বীরমূর্ত্তি মহা-তেজীয়ান্।
মহামানী দুর্য্যোধন, স্বর্ণসিংহাসন মাঝে,
বামে খট্বা রজত-গঠিত,
শ্রীকৃষ্ণ আসীন তায় ; স্বচ্ছসরসীর বুকে
নীলপদ্ম যেন বিরাজিত।
ভয়ে সে সভার গৃহে পবন সঞ্চরে মৃদু
তেজোহীন রবির কিরণ।
হেনকালে দীর্ঘকায় অক্ষমালা-বিভূষিত
পশে তথা ঋষি একজন।
শরীর সুবর্ণ-বর্ণ, ধবল-চামর জিনি
শ্মশ্রুরাশি বদনে বিভাসে।
বক্ষে শ্রুতি আরণ্যক বদ্ধ উপবীতাকারে
রুরু-চর্ম্ম-উত্তরীয়-পাশে।
উজ্জ্বল-গভীর দৃষ্টি, ললাট মহিমান্বিত
মুখে শুভ্র হাসি শোভা পায়।

কৃষ্ণ দূর হ'তে হেরি উঠিলেন সসম্ভ্রমে
আগু বাড়াইয়া আনে তাঁয়।
দাঁড়ালেন দুর্য্যোধন সিংহাসন হ'তে নামি,
দাঁড়াইল সভাসদ্ সব।
নৃপতির দক্ষভাগে সমুচ্ছ্রিত ব্যাসাসনে
বসালেন তাঁহারে কেশব।
দুর্য্যোধন, যদুপতি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা
করিলেন ঋষির চরণ।
উত্থিত সদস্যগণ প্রণমিল করযোড়ে
নোয়াইয়া মস্তক আপন।
জিজ্ঞাসিল কুরুরাজ স্বাগত-কুশল-প্রশ্ন,
কিবা নাম, কোথায় নিবাস।
কৃষ্ণ কন "নরপতি! ইনিই নারদ ঋষি,
—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য-পরকাশ।
কিঞ্চিৎ হাসিয়া ঋষি, কিবা শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ
কহিলেন "শুন নৃপবর!
উপাধির ব্যবহার প্রয়োজন সংসারীর
তীর্থ-চারী জনের কি ঘর?

জিজ্ঞাসিলা দুর্য্যোধন "কোথাতীর্থ ? কিবা সেই ?"
—উত্তর করিলা নারায়ণ।
"কোথা তীর্থ ? শুন কহি সেইস্থান তীর্থভূমি
যেখানে এঁদের পদার্পণ।
দুর্ল্লভ মানবজন্ম, বিপ্রজন্ম সুদুর্ল্লভ,
তাহে ঋষি, মণিতে কাঞ্চন।
সমগ্র মেদিনী এই সদা ব্রাহ্মণের পদে
ঋণে বাঁধা, ভূদেব—ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা, জগতের
নিঃস্বার্থ হিতৈষী কেবা আর ?
শুধু কি ধরেছি বক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন
চূর্ণিয়া কৌস্তুভ-অহঙ্কার ?
প্রকৃত তাপস যাঁরা ধর্ম্ম-উপদেশ-দাতা
জিতেন্দ্রিয় সাধু সত্যবাদী।
যে শাস্তি বিধানে তাঁরা সেই শাস্তি বিধানিতে
কভু নাহি পারে দণ্ডবিধি।
ঈশভক্তি, বিশ্বহিত, সকল ধর্ম্মের মূল ;
তারি জন্য ক্রিয়া অনুষ্ঠান।

সে উদ্দেশ্যে ঋষিগণ করিলেন নানা তীর্থ
যাগ যজ্ঞ ব্রতের বিধান।
কি আর অধিক কব? সেই তাপসের পদ
নানাবিধ-তীর্থ-প্রকাশক।”
কহিলা নারদ ঋষি “ভাবরাজ্য তীর্থসব,
তীর্থসব উত্তমশিক্ষক।
পিতৃ-ভক্তি গয়াক্ষেত্র, ভোগসুখে নির্ম্মমতা
প্রয়াগ, শ্মশান—বারাণসী,
যেথায় অন্তিমে জীব লাভ করে শিবপদ
পার্থিব-পার্থক্য-প্রবিনাশী।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি একদেব একজাতি
সকলি একের উপাসক।
এ চরম ব্রহ্ম-জ্ঞান উজ্জ্বল উৎকল-ক্ষেত্রে
জাতি-বর্ণ-ভেদ-বিনাশক।
ভক্তির উচ্ছ্বাস যথা স্বতঃই বহিয়া ছুটে,
সাধুসঙ্গ, গঙ্গা পাপহরা।
এইরূপে তীর্থসব নানাস্থানে নানাভাবে
পবিত্রিছে এই বসুন্ধরা।”

কহিলেন দুর্য্যোধন "বড়ব্যথা পাই মনে
নিবেদিতে তোমারে গোঁসাই !
কেন এই তীর্থ মাঝে প্রতারণা নিষ্পীড়ন
দাম্ভিকতা দেখিবারে পাই।

কহিলা নারদ ঋষি "দেখিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা
হয় লোক আকৃষ্ট সহজে।
যতেক ভিক্ষুক, ভণ্ড ধরে ছদ্ম-সাধুবেশ
—তীর্থ পূর্ণ ধূর্ত্তের সমাজে।

আরো দেখ নৃপবর ! সংসারের হিত তরে
কোন্ প্রথা প্রবর্ত্তিত নয় ?
অসতের আচরণে অতি হিতকরী প্রথা
হ'য়ে পড়ে মন্দ অতিশয়।

নদীগর্ব্ভে স্রোতোবেগ মৃদুতর যেই খানে
সেখানেই কর্দ্দমের স্তর।
এইরূপে তীর্থক্ষেত্র সংসারের শান্তিধাম
হইতেছে পঙ্কিল বিস্তর।

তথাপি মাহাত্ম্য তার ভস্মাবৃত-বহ্নিসম
সম্পূর্ণ হয়নি নির্ব্বাপিত।

ধর্ম্ম-পিপাসুর চিতে দয়া, শান্তি, জ্ঞান, ভক্তি,
সতত করিছে প্রবোধিত।

পুণ্যক্ষেত্র পুণ্যতিথি যাহার মানসে জাগে
পাপে কি সে হয় অগ্রসর ?

তীর্থ-দরশনে তার হৃদয়ের মোহ-ভার
ক্রমে হয় লঘু, লঘুতর।

সংসার-চক্রেতে ঘুরি প্রতিদিন একভাবে,
মনের আনন্দ নষ্ট হয়।

মাঝে মাঝে শুভযোগে তীর্থক্ষেত্র-দরশনে
অভিনব সুখ উপজয়।

নিত্য গুহাশায়ী যেবা সংসারের অভিজ্ঞতা
নাহি পারে লভিতে কখন।

তাই গৃহী কি তাপস সকলের তুল্যরূপে
তীর্থ-দরশনে প্রয়োজন।

চিত্তশুদ্ধি, সাধুসঙ্গ সংসারে দুর্ল্লভ যাহা
ঘটে তাহা তীর্থের কৃপায়।

ঘৃণাপাত্র অতি হেয়, ব্রণ যথা চারু দেহে,
কুলোকের কুচরিত্র তায়।

পাপের কালিমা-রাশি পুণ্যের গৌরব-প্রভা
তীর্থ-ধামে করি দরশন।
দাঁড়াইয়া সন্ধিস্থলে পরম পবিত্র পথ
বেছে নিতে পারে বিচক্ষণ।
ধনী দীন সকলের তীর্থে তুল্য অধিকার;
—মহৎ অধম সমতুল।
তবে যে উৎপাত এত সে যে বিষয়ের ধর্ম্ম!
—অর্থ যত অনর্থের মূল।
কিবা গৃহে কিবা তীর্থে সর্ব্বত্র লাগিয়া আছে
বিত্ত পাছে বিপত্তি ভীষণ।
শুনেছ কি কোন্ ঋষি অথবা ভিক্ষুক কেহ
দস্যুহস্তে ত্যজিছে জীবন?
অহ! নৃপ সত্রাজিৎ কিবা শান্ত, কত শিষ্ট,
—শত্রু হস্তে ত্যজিলা জীবন।
যে করিল হেন কাজ কেমন পাতকী সেই
—তার প্রাণ না জানি কেমন!"
দুই চক্ষুঃ ছল্ ছল্ কুঞ্চিত যুগল ভূরু
"কি বলেন?" বলিলা কেশব।

কহিলেন দুর্য্যোধন "এমন নিরীহ যেই
তার হন্তা থাকা অসম্ভব।"
কহিলা নারদ ঋষি "সামান্য বস্তুর লাগি
ভ্রাতা পিয়ে ভ্রাতার শোণিত।
রাজ্যখণ্ড-লাভহেতু কি নারে করিতে লোক ?
—বুঝে ধর্ম্মাধর্ম্ম ? হিতাহিত ?
যুদ্ধনামে ধরা মাঝে ঘোর নরহত্যা-পাপ
প্রবর্ত্তিত হ'ল কার তরে ?
পৃথিবীর লোক যত অর্থ-আহরণ-হেতু
ধর্ম্মেরে দলিছে পদভরে।
ছিল নাকি পাণ্ডুসুত নিরীহ অজাতশত্রু ?
জতু-গৃহে—"বাধাদিয়া তায়
জিজ্ঞাসিলা যদুপতি "সত্রাজিৎ নৃপতিরে
কে বধিল বলুন্ আমায়।"
কহিলা নারদ ঋষি "গিয়াছিনু দ্বারকায়
ছিনু তথা অতি অল্পক্ষণ।
হতভাগ্য অভিশপ্ত, নাম কি পড়েনা মনে,
যে হরিল নৃপের জীবন।

এতকাল দুঃশাসন নীরবে সহিতেছিলা
অন্তরে দারুণ মনস্তাপ।
স্বপ্নভাষিতের প্রায় সহসা কহিলা যুবা
"ব্রাহ্মণের শুধু অভিশাপ।"
নারদ গম্ভীরস্বরে কহে "শুধু অভিশাপ?
বালক! কখন 'শুধু' নয়।
সতীত্বে কি সততায় যেইখানে আক্রমণ
সেই খানে কেবা স্থির রয়?
নিরীহ জনের প্রতি উপেক্ষার উপহাস
জ্বালে না কি হৃদয়ে অনল?
ক্ষুধার্ত্তের মুখগ্রাস যেজন কাড়িতে ধায়
তাহারে আশীষে কেবা বল?
অসহায় পথিকের লুঠিবারে ধন প্রাণ
যেই দস্যু হাতে অস্ত্র ধরে।
বল কোন্ সাধুচিত্ত দেবতার দ্বেষ, কোপ,
নাহি ডাকে তার শির'পরে?"
কহিলেন বাসুদেব "স্থির মনে একবার
দুঃশাসন! দেখহ ভাবিয়া,

ন্যায় ধর্ম্ম অবহেলি যে চলে; আশীষ্ তারে
করিতে বলিবে তব হিয়া?
ভুলি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিলাস-ব্যসনে মগ্ন
কর্ত্তব্যে বিমুখ যেই হয়,
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু যদি তারে অভিশাপে
তাতে তাঁর তিল দোষ নয়।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ পড়েনা সহজে কিন্তু
অবনত জনে কদাচিৎ।
বজ্র, তৃণে নাহি পড়ে, উন্নত পাদপ-শিরে
ভীমবেগে হয় নিপতিত।
ঋষিদের অভিশাপ অমৃত সৃষ্টির বর,
—সংসারের সুখ-অভ্যুদয়।
ইন্দ্রের(ও) ঔদ্ধত্য কিছু না সহে তাঁদের চর্ম্মে
তপঃক্লিষ্ট নিত্য-তেজোময়।
পোড়ায়ে অযুত ছয়, দুর্ব্বৃত্ত যুবক-বন,
কপিলের কোপ-বহ্নিরাশি।
পরিণামে পরিণত নিরমল গঙ্গাজলে,
মুক্তি যাহে পায় বিশ্ববাসী।

দেবে দ্বিজে ধর্ম্মে হিংসা যেই স্থানে, অভিশাপ
সেই স্থানে রয়েছে নিহিত।
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল, নরের অদৃষ্ট সেই;
দৃষ্টফল, শাপে নিয়মিত।
লোকের অহিতকারী দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বৃত্ত নরে
না করিলে দণ্ডের বিধান,
সংসার উৎসন্ন যাবে; পাপের হিংসায় কভু
দোষ নাহি ধরে বুদ্ধিমান্।
বাহুবল তুচ্ছ অতি, জাতিতে ব্রাহ্মণ এঁরা
তপোবল তাঁদের শরণ।
বিশ্বহিতে অভিশাপ; লোকের শিক্ষার তরে
কালে তার হয় প্রয়োজন।"
সভাভঙ্গ-বিঘোষক করিলেক তূর্য্যধ্বনি
একে একে উঠে লোক সব।
রাজনিয়মিতাবাসে, চলিলা নারদ ঋষি
পাছে চলে বিদুর, কেশব।

ইতি স্যমন্তক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন নাম
একাদশ বিকাশ।

দ্বাদশ বিকাশ।

ফিরিয়াছে যদুপতি দ্বারাবতী-পুরে,
ফিরে পূর্ব্বাশার দ্বারে শর্ব্বরী-প্রভাতে
নাশি তমোরাশি যথা প্রভাবিমণ্ডিত
মার্ত্তণ্ড,—আনর্ত্তবাসী শোকার্ত্ত সকলে
রাজশোকে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সতত ;
সতৃষ্ণ নয়নে চাহি কৃষ্ণ-পথ-পানে
দিবস গণিতে ছিল বিবশ হৃদয়ে
এতদিন ;—আজি সবে পূর্ণ-মনোরথ।
যথা নিদাঘের শেষে নব ঘনোদয়
হেরি নভে, লভে সুখ চাতক-নিকর
শুষ্ককণ্ঠ, পরিতৃপ্তি লভিলা তেমতি
পরিতপ্ত প্রজাসবে হেরিয়া কেশবে।
মিলিল আত্মীয় বন্ধু ; তা সবার মাঝে
সাত্যকি, সতত সত্যভাষণে নির্ভীক্,
লাগিল কহিতে,—রক্ত ভাসিল কপোলে।
" হে কৃষ্ণ ! হে বৃষ্ণিকুল-গৌরব-বর্দ্ধন !
ছিলে তুমি অবস্থিত কৌরব ভবনে

হস্তিনায় ; সে সুযোগে ঘটাইল হায় !
দুর্ম্মতি যাদবকুল-পাংশুল অক্রূর
নৃপের উপাংশুবধ। ব্যক্ত লোকমাঝে
সে রহস্য ;—অগ্নি কভু না ঢাকে বসনে,
বাজে ধরমের ঢোল আপনা আপনি।
দুষ্টবুদ্ধি লুব্ধ সেই মহাপাপিষ্ঠের
মুষ্টিধৃত যষ্টিসম হতভাগ্য জীব
শতধনুঃ, (ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তারে !)
নিষ্ঠুর আঘাতে নষ্ট করিল জীবন
ভূপতির, দেবপর্ব্বে পশি দেবালয়ে।
—ব্যাপিল এ শোকবার্ত্তা সমগ্র নগরে
মুহূর্ত্তে ;—কুকথা ধায় বাতাসের আগে।
বধি নরদেবে এবে ক্ষিপ্ত পরিণত
পামর, সে গুপ্তকথা আপনার মুখে
বিজ্ঞাপিছে যারে তারে ঘুরি পথে ঘাটে ;
যদিও তাহাঁরে নাহি জিজ্ঞাসিছে কেহ
অবজ্ঞায়। দিব্য দিয়া পুনঃ জনে জনে
নিষেধিছে অন্যে যেন ব্যক্ত নাহি হয়
উক্তি তার ; কভু উচ্চে ছাড়িয়া চীৎকার

—কি শঙ্কা পরাণে তার !—যেতেছে ছুটিয়া
সম্মুখের শিলা, শঙ্কু, ইষ্টকের প্রতি
দৃষ্টিহীন ; কভু ফিরি দেখিছে পশ্চাতে
সত্রাসে, কহিছে কাঁদি "অই সত্রাজিৎ
রুধিরে প্লাবিত গাত্র—হাতে তীক্ষ্ণ অসি,
আসিছে বধিতে ধেয়ে, পথ নাহি হেরি
চক্ষে আমি, কেবা আছ রক্ষা কর মোরে"
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষৌণীপৃষ্ঠে পড়িছে আছাড়ি,
যথা বড় রম্ভাতরু পড়ে ঝড়বেগে
উফাড়ি ; ঝরিছে দেহে রক্ত ঝর্ ঝর্ ।
ভুগিছে সে ভাগ্যহীন নিজ কর্ম্মফল
এরূপে । সতত নানা সুখভোগে রত,
ভৃত্যবর্গ-নিষেবিত, অমাত্য-প্রধান
ছিল যেই, হায় ! এবে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত,
কুক্কুর অধিক অতি ধিক্কার ভাজন
সেইজন, ভিক্ষা মাগি ফিরি দেশে দেশে
মানব পেতেছে শিক্ষা দেখিয়া তাহারে,
উৎকট পাপের ফল, ফলে হাতে হাতে
ইহলোকে ; পরলোকে তীব্র জ্বালাময়

কি ঘোর নরক কষ্ট অদৃষ্টে তাহার
রহিয়াছে অবশিষ্ট ভুগিতে কে কবে ?
আর ওই মহাপাপী অক্রূর অধম
দ্বারকার সিংহাসন করি অধিকার,
করিয়াছে করগত মণি স্যমন্তক
দুর্ব্বৃত্ত ; তথাপি কিন্তু মুহূর্ত্তের তরে
অন্তরে না পায় শান্তি। চিন্তে নিরন্তর,—
নিতান্ত রয়েছে যেন বিঘ্ন-পারাবারে
নিমগ্ন, উদ্বিগ্ন সদা মরণের ভয়ে ;
মন্দ যেই, চিত্তে তার সদা কুসন্দেহ !
তব হস্তে শাস্তি তার অনিবার্য্য জানি,
বিস্তারিছে মায়াজাল কুচক্রী অক্রূর
চক্রধর ! আরম্ভিছে যজ্ঞ আড়ম্বরে।
কে না জানে শূন্য কুম্ভে শব্দ সমধিক ?
শরতে বর্ষণবর্জ্জ, গর্জ্জে ঘোররবে
পর্জ্জন্য, বিতণ্ডাকারী গণ্ড-মূর্খদল।
তুমি হরি ! যাজ্ঞিকের পরম সহায়,
যজ্ঞেশ্বর ;—এই কথা কহে বিজ্ঞগণ।
যেই আকাঙ্ক্ষায় লোক পূজে ভূমণ্ডলে

যে কোন দেবতা, তুমি তা সভার প্রভু,
আপনি প্রতিভূ হ'য়ে দাও মিলাইয়া
আশাফল ; সেই হেতু পূজা-হোম-শেষে
করে স্তব করে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ
মানব, যজ্ঞেতে তুমি প্রীত নারায়ণ !
এই ভরসায় ধূর্ত্ত মহাপাপকারী
অক্রূর, বৈড়াল-ব্রতী, করিছে ধারণ
পবিত্র বৈষ্ণব-সজ্জা—লজ্জাহীন অতি !
গৈরিক-রঞ্জিত পূত কৌপীনে আ মরি !
পাপে ভরা পীন-অঙ্গ রেখেছে আবরি
কপটী, ভুজঙ্গ যথা ফুলকুল-মাঝে ;
কিংবা মেষ-চর্ম্মে যথা নির্দ্দয় শার্দ্দূল !
শোভিছে সুন্দর গোপীচন্দন-তিলক
সর্ব্বাঙ্গে, বিরাজে কণ্ঠে তুলসীর মালা
বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয়, তুলনারহিত
এ ভূতলে ; অহ ! যার পত্র-পরশনে
সামান্য সলিল ধরে গঙ্গোদক-সম
প্রভাব, বিধানে শুদ্ধি মহা-অশুচিরে
অচিরে। কদলীদল, ভাজন তাহার

ভোজনের, ভুঞ্জে তাহে বিপ্রের প্রসাদ
প্রত্যহ, অহহ! সেই উচ্ছিষ্ট মহৎ
কে না জানে ইষ্টসিদ্ধি ঘটায় সত্বর
সেবকের, নাশে রিষ্টি প্রদানে কুশল।
কুশ-দল-বিরচিত শয়ন স্থণ্ডিলে
অনুচ্চ, উচ্চারে ঘন হরিবোল-বুলি
কর্ম্ম-অবসরে পোষা তোতাপাখী-সব।
চতুর্দ্দিকে খেলিতেছে চাতুরীর খেলা
চতুর, যজ্ঞের ধূমে প্রধূমিত পুরী।
সঘৃত সমিধ, ব্রীহি, তিল, দর্ভ আদি
পড়িছে আহুতিরূপে হুতাশন-মুখে
মুহুর্ম্মুহুঃ, পুষ্প-ধূপ-সুবাসের সহ
উঠিতেছে সদ্যঃসৃষ্ট নৈবেদ্যসৌরভ,
সুবিশাল যজ্ঞশালা সুরভিত করি
আশ্চর্য্য। আচার্য্যবৃন্দ ভক্তিযুক্ত মনে
উচ্চারিছে শ্রুতিসূক্ত শ্রুতিসুখাবহ।
দানীয় বস্তুর স্তূপ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে
রয়েছে সুসজ্জীকৃত; বিবিধ-আকৃতি
উড়িছে পতাকারাজি, বাজিছে চৌদিকে

বাদ্যভাণ্ড, নিনাদিত আকাশমণ্ডল।
—মণ্ডিত সভামণ্ডপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে।
শ্বেত স্বচ্ছ পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত তনু
তা সবার,—শোভা হেরি জ্বলি ক্ষোভানলে
রাজহংস-কুল বুঝি আকুল পরাণে
জুড়া'তে অন্তর-জ্বালা সন্তরিছে জলে।
শিখাগুচ্ছ ব্রাহ্মণের মস্তকে পশ্চাতে
ঝুলিতেছে, শিখিশিখা তুচ্ছ তার কাছে
তুলনে, নিবদ্ধ তাহে নির্ম্মাল্য-প্রসূন
পবিত্র। শোভিছে যজ্ঞসূত্র কলেবরে
তির্য্যক্, আর্য্যের অতিশ্রেষ্ঠ আভরণ,
হেন মান্য অন্য কোন নাহিক ভূষণ
ভূ-ভারতে, ত্রিসন্ধ্যায় যারে করে ধরি
ব্রহ্মমন্ত্র জপে নিত্য ব্রাহ্মণসকল।
বিস্তৃত ভাণ্ডার গৃহ, ভাণ্ডারী বিস্তর
দিতেছে আহার্য্য সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণবে
পর্য্যাপ্ত। অর্পিছে অর্থ প্রার্থনা-অধিক
প্রার্থীরে। আমোদ-উৎস উথলে উৎসবে
চৌদিকে। তথাপি পৌর-জানপদ-হৃদে

জ্বলিতেছে শোকানল সত্রাজিৎ তরে
প্রচণ্ড, বাড়ব-কুণ্ডে অগ্নিশিখা-সম।
অম্লশূলী যথা শূলব্যথার উদয়ে
ব্যর্থভাবে সম্মুখের মিষ্টান্ন প্রভৃতি
সুখাদ্য, যজ্ঞের দৃশ্য হেরিয়া তেমতি
নাহি উপজিছে হর্ষ দর্শকের চিতে;
নিরানন্দ প্রজাবৃন্দ নিন্দে ক্রূরমতি
অক্রূরে; করিছে ঘৃণা নির্ঘৃণ পামরে।
শূর-শ্রেষ্ঠ ছিল তব পিতামহ শূর
হে শৌরি! হৃদয়বলে চির-বলীয়ান্
তেজস্বী; প্রশ্রয় নাহি দিত কোন মতে
অন্যায়ের; পাষণ্ড যে দণ্ড দিত তারে,
শাসন করিত তারে, চলিত যেজন
অবহেলি সমাজেরে। কি আর কহিব?
তুমি তাঁর বংশধর, কংস-নিসূদন!
কি করিবে এবে তুমি করহ বিধান
মুরারি!" এতেক কহি থামিল সাত্যকি,
থামে যথা বারিধারা বারিদ-সংক্ষয়ে,
কিংবা কাংস্য, ঘণ্টা, যথা আরতির শেষে

দেবালয়ে। উত্তরিলা নরোত্তম হরি,
"সব বুঝিয়াছি আমি, জানিয়াছি সব,
কিন্তু কি করিব তাহা ভাবিতেছি মনে।
সংবৎসর-ব্যাপী যজ্ঞ-সংকল্প তাহার,
এসংবাদ বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি
লোকমুখে। যজ্ঞকাল, যোগ্যকাল নহে
বধার্থ; বধার্হ নহে যাজ্ঞিক কখন।
এই যে অক্রূরে, অহ! মূর্ত্তি ক্রূরতার
দেখিতেছ, দেখিয়াছ জনকে তাহার
শফল্কে; কতই শান্ত, ছিল দরিদ্রের
চির-বন্ধু। আর, সতী অরুন্ধতী-সমা
গান্ধিনী জননী তার (বসুন্ধরা-মাঝে
হায়! যাহে রোগে শোকে উঠিছে সতত
আর্ত্তনাদ) ছিল যেন মূর্ত্তিমতী দয়া!
একদা দুর্ভিক্ষে কভু অন্নপূর্ণাপুরী—
কাশীধাম, অন্নাভাবে অকাল-মরণে
উৎসন্ন হইতে ছিল; উগ্রমূর্ত্তি ধরি
দেখা দিল চুরী হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি
উপদ্রব, বিরাজিত অরাজক-ভাব

দেশময়। (উপবাস-ক্লেশ সুদারুণ
পারে কি সহিতে জীব, অন্নগত-প্রাণ?
মানুষ রাক্ষস হয় ক্ষুধার তাড়নে,
কি পাপ করিতে নারে বুভুক্ষিত জন?
শূন্যোদরে পুণ্যকাজে কি বা দিবে মনঃ!)
হেনকালে কাশীরাজ অর্পিলা নন্দিনী
গান্ধিনী সতীরে, সাধু শফল্কের করে।
বর্ষিল প্রচুর জল হর্ষে জলধর,
জনমিল ক্ষেত্রে শস্য, কন্দ, মূল, ফল,
যথেষ্ট, দারুণ কষ্ট ঘুচিল সবার।
হে সাধু-দম্পতী! অভিসম্পাত না জানি
ছিল কার কোন্ জন্মে তোমাদের প্রতি
কঠোর, লভিলা তেঁই নিঠুর পিশাচে
পুত্ররূপে। বুঝি দোঁহে স্বর্গধামে থাকি
কাঁদিছ বিষাদে এবে পতনের ভয়ে,
কাঁপিতেছ মুহুর্মুহুঃ। কে না জানে ভবে?
মাতা পিতা অধোগামী সন্তানের পাপে।
এ কি সে বিধির বিধি? যে বিধি সৃজিলা
ক্ষীরোদ-সাগরনীরে মহোগ্র গরল

কালকূট, ধর্ম্মদ্রবী কলুষনাশিনী
গঙ্গার নির্ম্মল গর্ব্ভে নির্ম্মম কুম্ভীর ;
সুগন্ধ কুসুমে কীট, চন্দন-তরুর
কোটরে কুটিলগতি খল বিষধর।
আছে রোগ, বিধাতার রাজ্যে আছে তার
ঔষধ, পাপের আছে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।
ব্যাকুল এ জীবকুল লোভের তাড়নে
অহর্নিশ, পাপপথে চালায় সে নরে
ইঙ্গিতে, লঙ্ঘিতে কেহ নারে আজ্ঞা তার।
কি আর কহিব, এই লোভ দুরাশয়
সমস্ত পাপের মূল, নরকের দ্বার।
অশান্তির দাবানল জ্বালায়ে ফুৎকারে
নরহ্রদে পাপহ্রদে ডুবায় অন্তিমে
মায়াবী, দুরন্ত রিপু লোভ মহীতলে,
মোহিত মানব যার মায়ার ছলনে।
কিবা মূর্খ, বিপশ্চিৎ, পশ্চাতে তাহার
ছুটিছে সকলে, যথা ছুটিলা রাঘব
অনুসরি স্বর্ণবর্ণ মৃগ মায়াময়।
সত্য বটে, ঘৃণ্য রিপু কাম আর ক্রোধ,

কিন্তু লোভ ততোধিক জঘন্য নিশ্চিত।
সময়ে সংযত-ভাব ধরে কাম, ক্রোধ
কথঞ্চিৎ, কিন্তু নাহি কমিবে কিঞ্চিৎ
লোভ কভু ; বৃদ্ধি পায় বরঞ্চ সে সদা
দুর্ব্বার, দুর্ব্বল নহে বৃদ্ধত্ব-প্রভাবে।
অক্রূর সে লোভে মজি করিয়াছে পাপ।
"পৃথিবি! শীতলা হও" এ বাক্য উদার
যতকাল মুখে তার না শুনিব আমি
অপেক্ষিব ততকাল, পরীক্ষিব তার
চরিত্র, করিব পরে যা বুঝিব ভাল
মনে ; চিন্তা কর দূর, শান্ত হও সবে।
শান্তিধারা ধরাবক্ষে হইবে বর্ষিত
যজ্ঞশেষে। ধন্য পূর্ব্ব আর্য্য-ঋষিগণ
অপূর্ব্ব ব্যবস্থা যাঁরা করিলা ভারতে
ঘুচাইতে পৃথিবীর পাপতাপ-ভার
যাগযজ্ঞে। যজ্ঞ—বিশ্ব-মঙ্গল-নিধান,
ব্যাপ্ত হয় বিশ্বপ্রীতি ইহার সাধনে।
এইরূপে আশ্বাসিয়া সমাগত জনে,
চলিলা যাদবেশ্বর করিতে দর্শন

যজ্ঞভূমি। বাসুদেবে নিরখি অক্রূর
গলায় বসন বাঁধি পড়িলা আছাড়ি
পদতলে, ভূমিতলে পাদপ যেমতি
ছিন্নমূল ;—ছন্নমতি কহিল কাঁদিয়া
"বাঞ্ছা-কল্পতরু ! হরি ! সংকল্প আমার
কর পূর্ণ, ব্রত মোর করহ সফল।"
"শ্বফল্ক-নন্দন !" ধীরে কহিলা কেশব
"পূর্ণ হবে পিতৃপুণ্যে মাতৃপুণ্যে তব
এ যজ্ঞ, সাঙ্গতা-সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়
নির্ব্বিঘ্নে। আরব্ধ কার্য্যে হও অগ্রসর,
সাহায্য করিব আমি সাধ্য অনুসারে।
কিন্তু এই দীর্ঘসত্রে কর্ম্মিদল মাঝে
দীর্ঘসূত্রী লোক যেন নাহি থাকে কেহ,
অথবা দায়িত্ববোধ নাহিক যাহার
হেন জন, কার্য্য নষ্ট কারকের দোষে,
বহু-নায়কতা, বহু অনিষ্টের মূল।
বহু-বৈদ্য-চিকিৎসায় সদ্যঃ রোগী মরে !"
আর এক কথা শুন, "না রাখিও মনে
অভিমান, তৃণসম ছুঁড়ে রবে বাধা.

বিনয়ে; প্রখর রৌদ্রে তরুটির মত
ধৈরজ ধরিয়া র'বে, না হ'বে কখন
অসহিষ্ণু, অপরের উষ্ণকথা শুনি।
চঞ্চল হইলে কার্য্য হয় বিশৃঙ্খল।"
এত বলি গেল চলি আপন আবাসে
বাসুদেব, সান্ত্বনিলা নিজ পরিজন;
অনুষ্ঠিলা নৃপতির শান্তি-কামনায়
প্রেত-কার্য্য, আর্য্য-ঋষি-বিধি অনুসারে।
দেখিতে লাগিলা পুনঃ হ'য়ে সাবধান
অক্রূরের যজ্ঞে যেন না ঘটে কিছুতে
কোন ত্রুটি, দেব-দ্বিজ-সাধু-বৈষ্ণবের
পূজায়, দরিদ্র-সেবা, অতিথি-সৎকারে।
এদিকে অক্রূর স্বীয় দম্ভ পরিহরি
কুম্ভ হ'তে জল ঢালি আপনার করে
ধুইছে চরণাম্ভোজ ব্রাহ্মণ সবার।
ধৌতবস্ত্রে পদদ্বন্দ্ব দিতেছে মুছিয়া
তাঁদের, সে বস্ত্রে শিরে বাঁধিয়া উষ্ণীষ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে কৃতাঞ্জলি-পুটে;
"বিপ্রগণ! কর মোরে এই আশীর্ব্বাদ,

জন্মে জন্মে হৌক মম ললাট-ভূষণ
ব্রাহ্মণের পদরজঃ,—ব্রহ্মাণ্ড-পাবন।"
তৃণরাশি শিরে ধরি বসি হাঁটু গাড়ি
দিতেছে গোগ্রাস কভু, দেয় গড়াগড়ি
কভু বা কৃষ্ণের পদ-অঙ্কিত ভূতলে
হর্ষে, রোমহর্ষ তাহে উপজিছে দেহে
অক্রূরের, বর্ষে চক্ষুঃ আর্দ্র বক্ষঃস্থল।
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি
কভু গায় মন্দ মন্দ চরণ-বিক্ষেপে
আনন্দে, নাচিছে কভু করতালি সহ
উচ্চে উচ্চারিয়া শব্দ সুধারস-মাখা
'হরিবোল'। কভু পড়ে ধরণীর কোলে
আবেশে, অবশ অঙ্গ, নিঃস্পন্দ নয়ন।
সংজ্ঞা লভি পুনঃ উঠি একই সঙ্গীত—
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" গেয়ে
নাচিতেছে পড়িতেছে উঠিতেছে পুনঃ
পড়ে উঠে; এইরূপে কাটিতেছে কাল।

ইতি স্যমন্তক কাব্যে যজ্ঞানুষ্ঠান নাম
দ্বাদশ বিকাশ।

ত্রয়োদশ বিকাশ।

সংবৎসর পূর্ণ এবে; কহিলা কেশবে
অক্রূর "হে কৃষ্ণ! বৃষ্ণিকুল-চূড়ামণি!
দেখাইয়া মধুময় আচরণ তুমি
এ মহাপাপীর প্রতি, হে মধুসূদন!
করিয়াছ ওগো প্রভু! মুগ্ধ এ অধমে।
—শিষ্ট যেই, বটে তার মিষ্ট ব্যবহার;
সৌজন্যে দরিদ্র নহে ভদ্র যেই জন।
জনার্দ্দন! নিবেদিব মনের বেদন
তোমারে, হতেছে দগ্ধ হৃদয় আমার
অনুক্ষণ অতি ঘোর অনুতাপানলে।
কাটিছে বৃশ্চিককীট কোটি কোটি মিলি
সর্ব্বাঙ্গ, হায় রে! আত্ম-নির্ব্বেদ আমায়
দংশিতেছে হেন আমি অনুভবি মনে
পলে পলে; অহ! মম বিফল জীবন।
খর্জ্জূর-কণ্টক যথা প্রবেশি শরীরে
করে জর্জ্জরিত মহা-উগ্র-বেদনায়
দেহ, মনঃ, সেইরূপ পশি হৃদি মাঝে

পাপশল্য মৃত্যুতুল্য দিতেছে যন্ত্রণা
আমারে, না পাই শান্তি মুহূর্ত্তের তরে।
অন্তরের গূঢ় কথা তোমারে এখন
কহিনু, হে অন্তর্যামী! শুন দয়া করি।
"নৃপতি-হত্যার মূল আমি মহাপাপী
অক্রূর। কি আর কব, ওই যে কুক্কুর
নিতান্ত ঘৃণিত জন্তু, কিন্তু সেও কভু
না দিবে প্রভুর বস্তু করিতে হরণ
তস্করে, যুঝিবে রোষে দোষকারী সহ;
অহ! সারমেয় কত বিশ্বাস-ভাজন,
বিস্মরে না আস্বাদিত লবণের স্মৃতি।
আমি যে মানব;—আহা! তাহার অধম।
আমার মতন ভবে ঘোর পাপাচারী
আছে কি দ্বিতীয় কেহ? কে আছে এমন
কৃতঘ্ন? সাধিনু বিঘ্ন আপন প্রভুর;
লেপিনু কলঙ্ক-পঙ্ক আপনার নামে
আ-চন্দ্রার্ক। দ্বারকার সিংহাসন, আর
সেই স্যমন্তক মণি; দিনমণি-সম
কান্তি যার—কলুষিত পরশে আমার,

অন্ত্যজ-পরশে সদ্যঃ হয় অন্তর্হিত
শালগ্রাম-শিলাচক্র-গৌরব যেমতি।
শতধনুঃ-কৃতবর্ম্মা-সঙ্গে সঙ্গোপনে
করিতে মন্ত্রণা, আমি আমন্ত্রিনু দোঁহে
নিজগৃহে। জানিতাম নৃপ-দুহিতার
পরিগ্রহে উভয়ের আছিল আগ্রহ
নিতান্ত, বাসনা কিন্তু হইল বিফল
গ্রহদোষে ;—শুনিয়াছি দৈবজ্ঞের মুখে,
রাশিতে যাহার ঘটে কুগ্রহ-সঞ্চার,
করুক সহস্র-চেষ্টা, হয় সে বঞ্চিত
ইষ্ট-লাভে, নষ্ট তার হয় বা সঞ্চিত !
ব্যথিল দোঁহার চিত্ত আশাভঙ্গ-দুঃখে
দুঃসহ ; অর্পিলা সত্যভামায় ভূপতি
তব করে, সমর্পিলা গিরীন্দ্র যেমতি
দেবাধিদেবের করে শুচি সুচরিতা
উমারে। ভাবিনু মনে সেই সূত্র ধরি
জ্বালাব বিদ্বেষ-বহ্নি হৃদয়-কন্দরে
দোঁহাকার, পোড়াইব সত্রাজিৎ ভূপে
সদ্যঃ, যথা খাদ্যহেতু জীবিত পতঙ্গে

পোড়ায় পর্ব্বতবাসী কিরাত বর্ব্বর।
কহিনু তাদেরে আমি, "ভাঙিল যে জন
তোমাদের সুখ-স্বপ্ন, করিল নির্ম্মূল
আশা-তরু, আশু তারে করহ বিনাশ।
না জানি কিরূপে হায়! সহিছ তোমরা
নিদারুণ সে উপেক্ষা, ঘোর অপমান?
কঠিন পাষাণে কি গো গঠিত হৃদয়?
এবে ঘটিয়াছে দেখ সুযোগ উত্তম;
সত্বর প্রদান ভূপে শিক্ষা বিলক্ষণ।
শুন বীর-চূড়ামণি! শুন মোর বাণী
শতধনুঃ! সত্রাজিতে বধ যদি তুমি,
প্রদানিব উপহার, মণি স্যমন্তক
তোমায়, যা'হতে দৈব-শক্তির প্রভাবে
পল-পরিমিত স্বর্ণ, ক্ষরে প্রতিপলে।
আর অহে কৃতবর্ম্মা! কৃতকর্ম্মা যদি
হ'তে পার, সত্রাজিৎ-নিধন-সাধনে
সুধীবর! দ্বারকার রাজ-সিংহাসন
হ'বে নিঃসংশয় তব অধিকার-গত।
চলিবে শাসনযন্ত্র এই দ্বারকার

সে পথে, যে পথে আমি চালাব ইহারে।
পারি আমি, আছে হেন ক্ষমতা আমার,
এ রাজ্য রাক্ষিতে কিংবা উচ্ছেদিতে তারে
ইচ্ছামত। রাজা নহি, কিন্তু গড়ি রাজা
নিজ-হস্তে ;—শাস্তি দিতে পারি তোমাদেরে।"
ছাড়িয়া নিশ্বাস দীর্ঘ, শুশুক যেমতি,
উত্তরিলা শতধনুঃ শিশু নহি আমি,
কিংবা ক্ষিপ্ত, হব লিপ্ত, রাজহত্যাপাপে
ঘোরতর ? ঝাঁপ দিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে ?
করিব কি মত্তহস্তি-দন্ত আকর্ষণ
এ হস্তে ? ধরিব কি রে কাল-ফণি-ফণা
মণি-লোভে ? নিঃসংশয় মরিব দংশনে
তাহার। কি আর কব, একান্ত অক্ষম
এ আজ্ঞা-রক্ষণে আমি, ক্ষমা কর মোরে।
কোন্ বিজ্ঞজনে বল জিজ্ঞাসিব আমি ?
আছে কোন্ মহাপাপ এই পাপ-সম
মহীতলে ? অন্নে যাঁর এ দেহ আমার
পরিপুষ্ট, বিনা দোষে বিনাশিব তাঁরে ?
যা'ক্ এ ধরণী তবে যা'ক্ রসাতলে।

এই যদি নরলোক ? নরক কোথায় ?
বিশ্ব হ'তে ঘু'চে যা'ক্ "বিশ্বাস" একথা।
নির্ব্বিরোধ সত্রাজিৎ, পুত্র-নির্ব্বিশেষে
পালিতেছে প্রজাগণ, সদা সদাচারে
নিরত, বিচারে পুনঃ পক্ষপাত-হীন,
হিংসা দ্বেষ নাহি তাঁর ভ্রমেও কখন
কোন জীবে, ধর্ম্ম-পথে ভ্রমে চিরদিন।
রম্য-সৌম্য-মূর্ত্তি খানি দেখা মাত্র যেন
সম্ভ্রমে মস্তক হয় প্রণত আপনি
পদে তাঁর, বিচ্ছুরিত দেব-জ্যোতিঃ দেহে,
ইচ্ছা করে পূজি তাঁরে দেবতার মত।
হেন নৃপতির অঙ্গে যেই কুলাঙ্গার
হানিবে আঘাত, সেই পচিবে নরকে
কোটিকল্প ; এ সংকল্প কর পরিহার
মন্ত্রিবর। ষড়্‌যন্ত্রে কাজ নাহি আর।
বিবেক-নিষেধ, বাক্য কহিছে আমার
মনঃ-কর্ণে, বর্ণে বর্ণে বুঝিতেছি আমি।
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি ইহা অতি-গুরুপাপ।"
এত গুলি অতিশয় বিরক্তির সহ

ফিরাইনু দৃষ্টি আমি কৃতবর্ম্ম পানে
সাকুত ; অকুতোভয়ে উত্তরিল বীর
গম্ভীরে, " গৃহের স্তম্ভ হ'ব কি কুম্ভীর ?
রক্ষক ভক্ষক হ'ব রাক্ষসের প্রায় ?
এ কার্য্য আমার সাধ্য নহে কদাচন।
কঠোর জঠর-জ্বালা জুড়াইতে হায় !
সিংহ আদি মাংসভোজী হিংস্রজন্তুগণ
হিংসে জীবে, জীবিকার্থ ইহাদের তরে
নাহি কৃষি, নাহি শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি
উপায়। মানুষ কেন দিবে বিসর্জ্জন
মনুষ্যত্ব ?—মুক্ত তার অর্জ্জনের পথ
শত দিকে ; সদসৎ না গণি দুর্জ্জন,
অর্থকেই সংসারের সার বলি মানি
দস্যুতা, লুণ্ঠন, হত্যা, চৌর্য্য, বঞ্চনারে
ভাবে মনে অতি বড় প্রশংসার কাজ।
অর্থহেতু রত হয় অনর্থ-সাধনে
অপরের, হরে ধন, করে অপকার।"
এইরূপ উত্তরিলে মর্ম্মভেদ বাণী
কৃতবর্ম্মা, ক্রোধে মম ঘর্ম্ম উপজিল

সর্ব্বাঙ্গে, অপাঙ্গে অশ্রু উদগত লজ্জায়।
সহসা নয়ন মুছি, মুছিয়া ললাট
করতলে, কহিলাম " বলহ, ললনা
কে আছে এ মর্ত্ত্যভূমে সত্যভামা-সম
সুন্দরী ? ইন্দিরা কিংবা ইন্দ্রাণীও বুঝি
নাহি হ'বে রূপে গুণে সমকক্ষা তার।
সুন্দরী বীরের ভোগ্যা ; অযোগ্য তোমরা
সেই চারুলোচনার ; পায় যজ্ঞচরু
কুকুর ?—উচ্ছিষ্ট সে যে তুষ্ট নিরন্তর !
নিতে তোমাদের নাম ঘৃণা বাসি মনে
অর্থের সহিত যার সম্পর্ক অদ্ভুত !
শতধন্বুঃ—কৃতবর্ম্মা ; কি সুন্দর নাম
ক্ষত্রোচিত ! ব্যাখ্যাহীন রে ভীরু ! তোদের
এ আখ্যা, ফেরুর আখ্যা শিবা যেই মত,
ভস্মের অভিধা কিংবা বিভূতি যেমন।
ওই যে নগণ্য বন্য কুটজের বীজ
মহাতিক্ত,—ইন্দ্রযব সংজ্ঞা কিন্তু তার !
কাণা চক্ষুঃ, নাম পদ্ম-পলাশ-লোচন !
স্বর্ণলতা নাম যথা শূন্যলতিকার

মূলহীন, বর্ণগত বর্ণনা কেবল।
জিজ্ঞাসি তোদেরে "ওই নন্দের নন্দন
কৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'ল কোন্ গুণে?
রূপ তার তাল কিংবা তমালের মত
ঘোর কৃষ্ণ; জন্ম তার বন্দিশালা মাঝে
কংসের, জনক বন্দী, জননী বন্দিনী।
নিজে বদ্ধ— কে না জানে? বাঁধিল এ খলে,
উদূখলে যশোমতী সুদৃঢ় বন্ধনে
রজ্জুর; কি ক'ব কথা বড় লজ্জাকর,
মুক্তিহেতু পূজে তারে ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
গর্গ, পারাশর আদি মহাভক্ত তার।
অন্যেরে বন্ধন হ'তে উদ্ধারিবে কি সে
বদ্ধ যেই?—এক অন্ধ, পথ দেখাইবে
অপর অন্ধেরে? বল কে দিবে উত্তর
এ ধন্দের? মুক্তি! তুমি মর উদ্বন্ধনে।
আদিত্য! বরুণ! বায়ু! বড় পরমায়ুঃ
তোমাদের;—হোমাভাবে এখন(ও) জীবিত।
ইন্দ্র, চন্দ্র, রুদ্র আদি ক্ষুদ্র হ'য়ে থাক
অমর! না পাও খুঁজি মরণের পথ?

বেদ—মিথ্যা! যাগ যজ্ঞ সকলি বিফল!
স্বরগের সিঁড়ি খাড়া হয়েছে এখন,
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি শুধু কৃষ্ণ-নাম-জপ!
এ মিথ্যা কুহকে ভুলি রাজা সত্রাজিৎ
কৃষ্ণেরে সাক্ষাৎ বিষ্ণু ভাবিয়াছে মনে।
তোমরা উভয় সত্রাজিতের কিঙ্কর
আজ্ঞাবহ, সেই হেতু চির-অবজ্ঞাত।
ভৃত্য কি রে যোগ্য কভু প্রভুকন্যা-লাভে?
জানিও প্রভুতে দাসে প্রভেদ বিস্তর;
প্রভুত্ব স্বরগ-তুল্য, দাসত্ব নরক।
সে নরকে ডুবি দোঁহে দিছ বিসর্জ্জন
মনুষ্যত্ব, করিয়াছ পশুত্ব অর্জ্জন।
তা না হ'লে তোমাদের পরম সুহৃৎ
রুক্মীরে যে লাঘবিল মাথা মুড়াইয়া,
বলিতে বিদরে হিয়া,—সে শত্রুর মান
বাড়াইল সত্রাজিৎ প্রদানি তনয়া
সত্যভামা, লভিত সে প্রতিফল তার
কোন্ কালে; পরিণত হ'ত তার কায়
মৃত্তিকায়, সর্ব্বনাশ ঘটিত তাহার।

সংসারে ত্রিবিধ শত্রু কহে বুধগণ,
—আত্মশত্রু, মিত্রশত্রু, শত্রুর বান্ধব ;
শত্রুরে যে করে ক্ষমা নির্ব্বোধ সে জন।
এতেক বচন মম করিয়া শ্রবণ
উত্তেজিত শতধন্বঃ করিল উত্তর,
" মহাশত্রু সত্রাজিৎ মহাশত্রু মম।
আপনার অঙ্গ যদি প্রদানে বেদনা
ব্রণরূপে, ছুরিকায় ছিন্ন করে তাহা
ধীমান্, অপরে যদি শত্রুতা আচরে
যে হোক সে হোক তারে ক্ষমিবে না কভু।
হিংসানীতি সনাতন রীতি সংসারের ;
সংহারিব সত্রাজিতে করিলাম পণ,
ছলে বলে কিংবা পারি যে কোন কৌশলে।"
এত শুনি মহাহর্ষে কহিলাম আমি
" কৃতবর্ম্মা! কহ তব কিবা অভিমত ? "
উত্তরিল কৃতবর্ম্মা কৃতাঞ্জলিপুটে,
" পারিব না প্রদানিতে সম্মতি কখন
এ কার্য্যে, পারেনা তাহা অনার্য্যও কভু।
ভেবে দেখ মিলি মোরা পূর্ব্বেও এরূপে

করেছিনু ষড়যন্ত্র, ফেলিতে কৃষ্ণেরে
রাজরোষে, ভয়ঙ্কর মিথ্যা-দোষারোপে
তাঁহায় ; " প্রসেনজিতে বধিয়া গোপনে
হরিয়াছে গোপসুত স্যমন্তক মণি।"
বুঝাইনু সবাকারে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল
ননীচোর নহে, সে যে মণিচোর(ও) বটে।
—অভ্যাস স্বভাবরূপে হয় পরিণত।
কিন্তু সে কলঙ্ক তার, বৃদ্বুদের মত
রহিলনা বহুক্ষণ, ঘুচিল অচিরে।
কতক্ষণ পারে ঢাকি রাখিতে কুজ্ঝটি
সূর্য্যেরে ? অগৌণে দীপ্ত হয় নিজ তেজে
তেজস্বী ? ভূ-চ্ছায়া বল পারে আচ্ছাদিতে
কতক্ষণ শশিগ্রহে গ্রহণের ছলে ?
সেই স্যমন্তক মণি উদ্ধারিয়ে যবে
প্রদানিলা রাজহস্তে রাজসভা মাঝে
কেশব, সরমে সবে মরিনু মরমে।
বাড়াইলা সত্রাজিৎ কৃষ্ণের গৌরব
প্রদানি তনয়ারত্ন পরম কৌতুকে ;
আমাদের সব আশা হইল নিষ্ফল।

সমগ্র বিশ্বের লোক বিপক্ষ হইয়া
কি করিবে তারে, যার বিধাতা সহায় ?
বিধির বিধানে সদা পাইবে দেখিতে
হিংসায় পতন ধ্রুব, সত্য চিরজয়ী।”
এতগুলি পুনর্ব্বার কহিনু সরোষে,
“ কৃষ্ণের মতন দেখ কে আছে সংসারে
হিংসক ? মাতুল কংসে করিলা নিধন
অবাধে, বধিলা নিজ ধাত্রী পূতনারে ;
বক, অঘ আদি আর(ও) কত শত জনে।
আর এই সত্রাজিৎ—সাধু-চূড়ামণি,
—কিবা ঘোর মিথ্যাবাদী ; প্রসঙ্গ তাহার
কহি শুন, সঙ্গে থাকি দেখিয়াছি যাহা
স্বচক্ষে। একদা নৃপ, পথিকের বেশে
প্রজার অবস্থা নিজে করিতে দর্শন
গিয়াছিল পল্লীমাঝে, দেখিলা প্রান্তরে
খাইছে বৃষভ এক মহাহর্ষভরে
যবশীর্ষ ; নৃপ তারে দিল তাড়াইয়া
বাক্যসহ পুনঃ পুনঃ যষ্টি আঘাতিয়া
ভূপৃষ্ঠে, অদূরে বৃষ পেয়ে গেল চলি।

কতক্ষণে কৃষীবল ক্ষেত্রপাশে আসি
কৃষি-হানি হেরি চক্ষে, বক্ষে কর হানি,
—হায়! যথা পুত্রশোকে, লাগিল খুঁজিতে
দণ্ডহস্তে ইতস্ততঃ দণ্ডিতে পশুরে।
সহসা পড়িল চক্ষে বটবৃক্ষতলে
একখণ্ড অন্ধকার স্তূপীকৃত যেন
ভূতলে; পড়িছে লুটি কৃষ্ণ-স্থূল-কায়
বৃষভ, ককুদ উচ্চ কাঁপাইছে ঘন
লীলায়, সঞ্চালি পুচ্ছ চামর-সদৃশ
খেদাইছে পুনঃ পুনঃ মশক দংশকে;
—নিরাতঙ্ক, ভোগালস, রোমন্থ-নিরত।
ক্রোধান্ধ কৃষাণ তারে ধায় প্রহারিতে,
তা দেখি নৃপতি উচ্চে কহিল ডাকিয়া
কৃষকে, " করোনা এই বৃষকে প্রহার,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ক্ষণকাল চিন্তা করি দেখ,
কি বিষম সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত।
একই আঘাতে পশু সদ্যঃ যাবে মরি।
বহুক্ষণ হ'তে মোরা আছি এই স্থানে,
যেই বৃষ করিয়াছে কৃষি-অপচয়

তোমার, গিয়াছে সেই ওই দিকে ছুটি,
কিবা বিলম্বিত গল-কম্বল তাহার!
পাংশুবর্ণ দেহ, শৃঙ্গ বংশাঙ্কুর-সম,
তুরঙ্গ জিনিয়া তার গতি দ্রুততর।
এইরূপে মিথ্যা কহি ফিরাইল রাজা
কৃষকেরে; মনে মনে হাসিলাম আমি।
বুঝহ কিরূপ সত্যবাদী সত্রাজিৎ
হে ভদ্র! দরিদ্র কভু পারেনা বলিতে
অত বড় মিথ্যা কথা, কহে যাহা ধনী
অনায়াসে, প্রাণ তার কাঁপে ধর্ম্মভয়ে।
যেই যত বড়, তার মিথ্যা তত বড়।
যার যত উচ্চ পদ, তত তুচ্ছভাব
ধর্ম্মে তার, ঈশ্বরেতে তত অবিশ্বাস।
ইহারাই শ্রেষ্ঠ, সুখী, সম্মান-ভাজন
এই বিশ্বে। ভীরু, মুর্খ দুর্ব্বল, অলস,
রোগী, শোকী, নারী, কিংবা নারী-প্রকৃতির
লোক যারা, করে তারা ধর্ম্মের কল্পনা,
মনে মনে গড়ে শূন্যে স্বর্ণ-সিংহাসন।
পরলোকে স্বর্গসুখ করিয়া বিশ্বাস

বহে ইহ দুঃখভার গর্দ্দভের মত।
জানিও বীরের ভোগ্যা এই বসুন্ধরা।
যোগ্যতাই ভাগ্যমূল ; অযোগ্যেরে কভু
এ ধরণী—কর্ম্মভূমি, না দিবে তিষ্ঠিতে
পৃষ্ঠে তার, দুর্ব্বলেরে দলিবে চরণে,
দুর্ব্বিনীতা তেজস্বিনী বড়বা যেমতি
অপটু আরোহী জনে আছাড়ে ভূতলে।
হিংসা সমর্থের ধর্ম্ম ; ক্ষমা দুর্ব্বলের।
মম বুদ্ধি সহ যদি হয় সম্মিলিত
তোমাদের বাহুবল, অসাধ্য জগতে
কোন্ কর্ম্ম ? কৃতবর্ম্মা ! কহ তা আমারে।
তুমি শুধু, কৃতবর্ম্মা ! থাকহ নীরব,
অন্য সহায়তা কিছু না চাহি তোমার !
সাবধান, এ রহস্য করিওনা ভেদ।
লঘুহৃদে কোন দিন না থাকে গোপনে
কোন কথা, লঘু জলে সফরী যেমন।"
এতশুনি কৃতবর্ম্মা করিল উত্তর,
"কর যাহা রুচি, নাহি বিধি বাধা মম।
পরে যা ঘটিল দেব ! কি আর কহিব,

ধ্যানমগ্ন সত্রাজিতে, পশি দেবালয়ে
বিনাশিল শতধন্বঃ অসির প্রহারে।
এ কার্য্যে নিয়োগা আমি, নিযোক্তা সে জন।
প্রতিশ্রুত স্যমন্তক প্রদানিনু তারে ;
কিন্তু সে রাখিতে তাহা না পেল সাহস,
ফিরাইয়া দিল মণি পুনঃ মম করে।
অপহরণের ভয়ে ভীত-চিত যথা
কমঠী লুকায়ে রাখে মাটীর ভিতরে
অতি যত্নে ডিম্ব তার,—হৃদয়-সম্বল ;
রাখিনু এ রত্ন আমি ভূগর্ব্ভে তেমতি
প্রোথিত, দুরন্ত দস্যু তস্করের ভয়ে।
হইল সে শতধন্বঃ উচ্চণ্ড পাগল,
—নিরুদ্দেশ ; নাহি জানি জীবিত কি মৃত।
হইলাম অসহায় ; মানুষের মনঃ
চঞ্চল, হইল চিত্ত ভীত তব ভয়ে।
এ ছদ্ম-বৈষ্ণব-চিহ্ন করিনু ধারণ
ভুলা'তে তোমারে, আর ভুলা'তে মানবে।
কিন্তু বিপরীত দশা ঘটিল আমার,
—কোষকার কীট, বদ্ধ আপনার জালে ;

কর্ম্মকার মর্ম্মে বিদ্ধ নিজ ছুরিকায়।
অহ! সে ছলনা শেষে ছলিল আমারে।
পাইলাম তব পাদপদ্ম-অনুগ্রহ
এই ছদ্মবেশে যদি, না জানি দয়াল!
প্রকৃত বৈষ্ণব যেই ভক্ত অকপট,
সেজন কতই তব স্নেহের ভাজন।
পেয়েছি তোমার দয়া, পাইয়াছি সব,
সব সাধ পূর্ণ আজি হইল আমার;
নাহি চাহি কভু বিত্ত, প্রভুত্ব, সম্মান।
হে প্রভু! করহ এই সৌভাগ্য আমার,
কর মোরে তব দাস-দাসের কিঙ্কর
জন্মে জন্মে; স্বর্গ কিংবা না চাহি নির্ব্বাণ
বলিতে বলিতে ভাবে হইয়া বিভোর।
কহিলা অক্রূর "অহ! শুনিতেছি কিবা
সুমধুর কৃষ্ণনাম উঠিছে গম্ভীরে
চৌদিকে, অম্ভোধি ওই গাঁইছে কল্লোলে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ; তরঙ্গিণী অতি রঙ্গভরে
নাচি নাচি কৃষ্ণনাম গাইছে মধুরে।
গাইছে বিহগকুল প্রেমাকুল হৃদে

ওই নাম, কিবা সুধা অক্ষরে অক্ষরে
ক্ষরিছে বসুধাতলে শীতলিয়া প্রাণ;
কৃষ্ণ নাম সমীরিত হতেছে সমীরে।”
চাহি ঊর্দ্ধে, বিস্ফারিত স্থির দুনয়ন
বাষ্পাকুল—দুই বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারিত,
কহিলা অক্রূর “ওই নীলাম্বর-তলে
মুরারি! মুরলী ধরি চারু বিম্বাধরে
আছ দাঁড়াইয়া, মরি কি অপূর্ব্ব শোভা!
মাধব! তোমারে পুনঃ হেরিতেছি ওই
নীল-জলধর মাঝে, নীরদ-বরণ!
চূড়ায় ময়ূর-পাখা, অঙ্গে পীত ধড়া;
ওই দেখা যায় বৃক্ষ লতার মাঝারে
নিকুঞ্জ-বিহারী! তব মূরতি মোহন,
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, বনমালা গলে।
হেরিতেছি, ওই দূর নীল সিন্ধুজলে
লীলাময়! সুললিত নীল কান্তি তব।
হে কৃষ্ণ! নিরখি তোমা সম্মুখে আমার,
হেরি ঊর্দ্ধে, হেরি পার্শ্বে, হেরি পৃষ্ঠভাগে,
হে সৌম্য! এ সৌরবিশ্ব হেরি কৃষ্ণময়;

ঘুচিয়াছে সব তৃষ্ণা সব জ্বালা আজি।
রাজিছে হৃদয়ে মম রাজীবলোচন!
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মূর্ত্তি অনঙ্গমোহন!
তোমার; পুলকে অঙ্গ পূরিতেছে মম।
কর এই আশীর্ব্বাদ, পতিত-পাবন!
পারি যেন বিসর্জ্জিতে এই পাপ-দেহ
অন্তিমে অন্তরে হেরি হে কৃষ্ণ! তোমার
পাদপদ্ম, সুধাসদ্ম, ভবক্ষুধাহর।
লও সত্রাজিৎ-রাজ্য; রাজ-সিংহাসন
করহ পবিত্র দেব! পদ-পরশনে
তোমার। হে যদুমণি! করহ গ্রহণ
সেই স্যমন্তক-মণি, উদ্ধারি যাহারে
বিমুক্ত হইলে মিথ্যা-অপবাদ হ'তে,
হে শুদ্ধ! অপাপবিদ্ধ! চিরমুক্ত! তুমি।
শুনিয়াছি রামায়ণে, সতী বৈদেহীর
রটেছিল লোকে ঘোর মিথ্যা-অপবাদ
এইরূপ; অপরূপ রীতি সংসারের,
মহতেরে নিন্দি সুখ লভে মন্দ জন,
অসৎ উৎসাহী সদা পর-কুৎসা-গানে;

লঘুচেতাঃ যেই, সেই চাহে লাঘবিতে
পরকীর্ত্তি, আনন্দিত পরনিন্দা শুনি।
এ দাস (ও) মোহের বশে নিন্দিছে তোমারে
বহুবার, নিজগুণে ক্ষম তুমি তারে।
আজি সে কৃপায় তব পেরেছে বুঝিতে,
যে তোমারে যেই ভাবে চাহে দেখিবারে,
তাহারে সে ভাবে তুমি দাও দরশন
হে কৃষ্ণ!" এতেক কহি আপন ললাট
পরশি শ্রীপাদপদ্মে, কহিলা অক্রূর
পুনর্ব্বার "এ মিনতি চরণে তোমার,
এই শুভ দিনে হোক অভিষেক তব
নারায়ণ!—আজি মম যজ্ঞ-পারায়ণ।"
চাহি অধ্বর্য্যুর পানে কহিলা অক্রূর
"সংবৎসর পূর্ণ; কর পূর্ণাহুতি দান।
পবিত্র ঋচের সহ হে ঋত্বিগ্‌বর!
শান্তি কলসীর জল কর অভিষেক
কৃষ্ণ-শিরে, সুপবিত্র তুলসীর দলে।
হে সামগ বিপ্রগণ! কর সাম গান
সুধারস-পরিপ্লুত দীর্ঘ-প্লুত-স্বরে।"

বাজিছে মঙ্গলবাদ্য, নরনারীগণ
ছুটিতেছে অভিষেকে; মুখে সবাকার
"জয় কৃষ্ণ বাসুদেব জয় নারায়ণ।"
সমগ্র দ্বারকাপুরী আনন্দ-হিল্লোলে
ভাসিতেছে, বিরাজিছে রাজসিংহাসনে
শ্রীকৃষ্ণ; রুক্মিণী দক্ষে, বামে সত্যভামা,
পুরোভাগে জাম্ববতী মরি। কি সুন্দর;
—ধরাতলে যেন চারি চন্দ্রের উদয়।
"জুড়া'ল নয়ন কৃষ্ণ! জুড়া'ল জীবন।"
অক্রূর! এতেক কহি স্যমন্তক-মণি
অর্পিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পদে, কহিলা উল্লাসে
"যোগ্যপাত্রে হ'ল যোগ্যবস্তুর মিলন
বারেক নয়ন খুলে দেখ রে জগৎ!
অতি অপরূপ ওই রূপের মাধুরী
মাধবের, প্রাণ খুলে বল হরি হরি;
—সমর্পিত স্যমন্তক শ্রীহরি-চরণে।"
ইতি স্যমন্তক কাব্যে শ্রী চতুর্বিভষেক

...dic Krish...

অভিমত।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ, বিদ্যাম্বুধি মহাশয় লিখিয়াছেন।

মাননীয়েষু—

মহাশয়, আপনার রচিত "স্যমন্তক কাব্য" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি এবং আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে কাব্যখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। এই কাব্যে আপনার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি ছন্দের মাধুর্য্য, ভাষার পারিপাট্য ও বিশুদ্ধিতে এবং ভাবের গৌরবে এই কাব্য বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চস্থান অধিকার করিবে। কাব্যগত পাত্রগুলির চরিত্র-অঙ্কনেও আপনার নৈপুণ্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আপনি এইরূপ আরও কাব্যরত্ন দ্বারা বঙ্গভাষার সুষমা বর্দ্ধন করুন, ইহাই কামনা করি।

শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী এম্, এ,

(অধ্যাপক—ঢাকা কলেজ)

"বঙ্গবাণী" প্রণেতা কবিবর শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন, বি, এল্, কবিভাস্কর মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-মহাশয়ের স্তমন্তক কাব্য পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। রায়গুণাকর ভারত চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্য হইতে মধ্যযুগের পৌরাণিক আদর্শ-চর্চ্চা তিরোহিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এই কাব্য আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে নিখুঁত ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের পুনর্জ্জীবনচেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। কবি আধুনিক তন্ত্রের শিক্ষিত হইলেও, সকল দিকে প্রাচীন ধাত, উঁহার রচনা-রীতি এবং বর্ণনার প্রণালী পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টি, ভাবভঙ্গী, ইঙ্গিত ইশারা পর্য্যন্ত প্রাচীন স্বর্গ বর্ণিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের ভাষা সংস্কৃত-ধর্ম্মী এবং চরিত্রসমূহ বর্ণাশ্রম-কর্ম্মী হইলেও আধুনিকের সমক্ষে নির্ব্বিশেষ সরল এবং উজ্জ্বল হইয়াই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; ইহা কবির শিল্প-দক্ষতার প্রমাণ। এই আদর্শে সহৃদয় পাঠকের সম্মুখে স্তমন্তক একটী উপাদেয় কাব্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম কলেজের সংস্কৃত লেক্‌চারার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ (এম্, এ, বি, টি,) মহোদয় লিখিয়াছেন।

বহুমানাস্পদেষু—

আপনার 'স্তমন্তক' কাব্যখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আপনার গ্রন্থের মধ্য দিয়া ভাষার সৌষ্ঠব, ভাবের

গৌরব ও পবিত্র ব্রহ্মণ্যভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সেদিনের কথা নহে, নব্য বাঙ্গালার উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রবীণ ভারত-বিখ্যাত এক পণ্ডিত দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

> ত্যাং সংসেব্য নবীন-কাব্য-রচনা নব্যাপি সৈবাঙ্গনা
> ক্ষীণ-স্থূলতয়াতিতুষ্টচরণা হীনা সুবর্ণাদিনা।
> নো বালঙ্করণং জলোদরমিব স্থূলং তদীয়োদরং
> তস্মাং ভোক্তু মহৎ কদাপি ন যতে ভো বঙ্গভাবোন্নতে।

"স্যমন্তকের" মত কাব্য পাঠ করিলে, তিনি হয়ত সে মতের আপনা হইতে প্রতিবাদ করিতেন।

আমার অনেক সময় মনে হয়, হাল fashion এর realistic (বস্তু-তান্ত্রিক) নগ্ন উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যের প্রচলন অপেক্ষা এরূপ প্রাচীন সমাজের আদর্শাবলম্বনে কাব্যরচনা, বর্ত্তমানে দেশের ও দশের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর। যাক্ সে কথা। কাব্যের ভাষাগত ও অলঙ্কারগত সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য বাঙ্গালার সাধারণ লেখকের পক্ষে সংস্কৃত-সাহিত্যের জ্ঞান কত প্রয়োজনীয় তাহা আপনার কাব্য হইতে বেশ পরিস্ফুট হইবে। প্রাচীন ভাবকে নবীন বসনে সাজাইতে গিয়া আপনি আপনার বিচক্ষণতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। আপনার অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে। ভাবের উচ্চতায় ও ভাব-বর্ণনের পটুতায় আপনার রচনার মধ্যে কবি নবীনচন্দ্রের প্রতিধ্বনি পাইয়াছি।

আশাকরি, গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবের শ্রীমোহন সমর্পিত "স্যমন্তক" বঙ্গবাণীর শোভাবর্দ্ধন ও আপনার যশ প্রসারের সহায়তা সম্পাদন করিবে। কিমধিকমিতি।

কাব্যতীর্থোপাধিক

চট্টগ্রাম কলেজ। | শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, বি, টি,

চট্টগ্রাম জিলার ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সব্‌ডিবিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

আপনার "স্যমন্তক" পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। "রৈবতক" যে শ্রেণীর কাব্য, "স্যমন্তক" ও সেই শ্রেণীতে স্থান করিবার যোগ্য। ইহার ভাষা, কবিত্ব ও বর্ণনা হৃদয়-গ্রাহী। স্থানে স্থানে (যথা ষষ্ঠ বিকাশে) আপনি এই গ্রন্থে গভীর দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করিয়াছেন। আপনি এই গ্রন্থ-রচনা দ্বারা বঙ্গীয় সুধীসমাজে যশস্বী হইবেন সন্দেহ নাই। মহাকাব্যের লক্ষণ আপনার এই গ্রন্থে বিদ্যমান। ইতি—

চট্টগ্রাম,
১লা পৌষ, ১৩২৪। } শ্রীনীহার-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়